Peace ছোটদের বড়দের সকলের

খাদিজা রাযিআল্লাহু আনহা সম্পর্কে

১৫০টি শিক্ষণীয় ঘটনা

মূল

মুস্তফা মুহাম্মদ আবুল মা'আতী

পিস পাবলিকেশন-ঢাকা
Peace Publication-Dhaka

খাদিজা রাযিআল্লাহু আনহা সম্পর্কে
১৫০টি শিক্ষণীয় ঘটনা

বড়দের ছোটদের সকলের

খাদিজা রাযিআল্লাহু আনহা সম্পর্কে

১৫০টি শিক্ষণীয় ঘটনা

মূল

মুস্তফা মুহাম্মদ আবুল মা'আতী

অনুবাদ

শাইখ আবদুর রহমান বিন মোবারক আলী

আরবী প্রভাষক

আলহাজ্ব মোঃ ইউসুফ মেমোরিয়াল দারুল

হাদীস মাদ্রাসা, সুরিটোলা, ঢাকা

পিস পাবলিকেশন

৩৮/৩, কম্পিউটার মার্কেট (২য় তলা)

বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহা সম্পর্কে ১৫০টি শিক্ষণীয় ঘটনা

প্রকাশক

মো : রফিকুল ইসলাম

পিস পাবলিকেশন

৩৮/৩, কম্পিউটার মার্কেট (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা

০১৭১৫-৭৬৮২০৯, ০১৯১১-০০৫৭; ০২-৯৫৭১০৯২

প্রকাশকাল : জানুয়ারি – ২০১৪ ইং

কম্পিউটার কম্পোজ : পিস হ্যাভেন

বাঁধাই : তানিয়া বুক বাইন্ডার্স, সূত্রাপুর

মুদ্রণে : ক্রিয়েটিভ প্রিন্টার্স

মূল্য : ১৩০.০০ টাকা।

www.peacepublication.com

peacerafiq56@yahoo.com

গ্রন্থকারের ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য। যিনি পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু। তিনি পবিত্র এবং বিচার দিনের মালিক। হে আল্লাহ! আমরা শুধুমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি। হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন কর। যে সরল পথে তুমি তাদেরকে অফুরন্ত অনুগ্রহ দান করেছ, যারা এ পথে চলেছে। আর যারা শাস্তি প্রাপ্ত নয় এবং পথ ভ্রষ্টও নয়।

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোনো প্রভু নেই। তিনি এক, তার কোনো শরীক নেই। তিনি সকল এককের এক। তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। তিনি কারো থেকে জন্মগ্রহণ করেননি এবং তিনিও কাউকে জন্ম দান করেননি। আর তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।

পরকথা এই যে, এ কিতাবে এমন একজন মহিয়সী নারী প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে, যিনি নবী (সা)-এর চরম দু:খের সময়ের সাথী যখন খাদিজা ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি রাসূলকে সাহস পর্যন্তও দিতে পারেননি। যিনি ছিলেন আহলে বাইতের একজন সদস্য এবং রাসূল (সা)-এর প্রথম স্ত্রী। রাসূল ﷺ তাঁকে আহলে বাইয়াতের মধ্যে আখ্যায়িত করেছেন। আবার এ সুসংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি জান্নাতে প্রবেশ করে মনি মুক্তা সম্বলিত গৃহে অবস্থান করেছেন যেখানে নেই কোন কোলাহল দু:খ কষ্ট ও ক্লেশ।

প্রিয় স্ত্রী খাদিজা (রা)-এর বর্তমানে দ্বিতীয় কোন স্ত্রীর চিন্তাও রাসূল (সা) কখনো করেননি।

সুতরাং আমরা এই গ্রন্থে খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর জীবন, তার ফযীলত, তাঁর সন্তান-সন্ততি এবং রাসূল ﷺ-এর জীবনে তার অবদান সম্পর্কে আলোচনা করেছি।

হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে এ নন্দিত জীবনী থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার তাওফীক দান করুন এবং প্রতিটি মুসলিম নারীর জীবনে তা বাস্তবায়ন করার তাওফীক দান করুন। হে আল্লাহ! আপনি আমাদের কর্মকে আপনার পক্ষ থেকে কবুল করেন নিন। আমীন ॥

অনুবাদকের কথা

খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা **সম্পর্কে শিক্ষণীয় ১৫০টি ঘটনা** বইটির বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করতে পেরে মহান আল্লাহর দরবারে অসংখ্য শুকরিয়া আদায় করছি। দরূদ ও সালাম পেশ করছি বিশ্বনবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওপর এবং তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাহাবাগণের ওপর।

পুরুষদের মধ্যে যেমন অনেকে উচ্চমর্যাদা অর্জন করেছিলেন তেমনি নারীদের মধ্যেও অনেকে উচ্চমর্যাদা অর্জনে সক্ষম হয়েছে।

নারীদের মধ্যে যারা মর্যাদাবান হয়েছিলেন তাদের মধ্যে খাদিজা (রা) ছিলেন অন্যতম। তিনি বিশ্বনবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রিয় স্ত্রী ছিলেন। তার জীবনীতে আমাদের জন্য অনেক শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী একজন মহিলা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই তাঁর অনেক গুণাগুণ বর্ণনা করেছেন।

আরবি ভাষায় লিখিত **খাদিজা** রাদিয়াল্লাহু আনহা **সম্পর্কে শিক্ষণীয় ১৫০টি ঘটনা** গ্রন্থটিতে লেখক খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা -এর জীবনের বিভিন্ন দিক ও ঐতিহাসিক ঘটনা উপস্থাপন করেছেন। বইটিতে কিছু অধ্যায়ের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। আমরা বাংলা ভাষাভাষি পাঠকদের জন্য বইটি অনুবাদ করেছি। আশা করি পাঠকসমাজ বইটি পড়ে খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা সম্পর্কে অবগত হয়ে সেই আদর্শে নিজ জীবন গঠন করে ইহ ও পারলৌকিক সাফল্য লাভে ধন্য হবে, ইনশাআল্লাহ।

শাইখ আবদুর রহমান বিন মোবারক আলী

আরবি প্রভাষক

আলহাজ্ব মুহাম্মদ ইউসুফ মেমোরিয়াল দারুল হাদীস মাদরাসা,

সুরিটোলা, ঢাকা- ১০০০

সূচীপত্র

খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর বংশ পরিচয়

খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা -এর পিতার নাম খুওয়াইলিদ। তাঁর পুরো নাম হলো খুওয়াইলিদ ইবনে আসাদ ইবনে আব্দুল উযবা ইবনে কুসাই ইবনে কিলাব ইবনে মুররাহ ইবনে কা'ব ইবনে লুওয়াই ইবনে ফিহর ইবনে মালেক ইবনে নাযর ইবনে কিনানাহ। এদিক থেকে খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা -এর বংশ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর বংশের সাথে কুসাই পর্যন্ত গিয়ে মিলে যায়।

তার মাতার নাম ফাতিমা বিনতে যায়েদা ইবনে জুনদুব ইবনে মুঈস ইবনে আমের ইবনে লুওয়াই। (মায়ের দিকে থেকেও খাদীজার বংশ আমের ইবনে লুওয়াই পর্যন্ত গিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বংশের সাথে মিলে যায়।

জান্নাতী নারীদের নেত্রী হিসেবে খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা

জান্নাতী নারীদের নেত্রী খাদীজা বিনতে খুওয়াইলিদ সম্পর্কে ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, (একবার) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাগ বা রেখা এঁকে বললেন, জানো এগুলো কি? (সাহাবাগণ) বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তখন তিনি বললেন, জান্নাতী নারীদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তিত্ব খাদীজা বিনতে খুওয়াইলিদ। ফাতিমা বিনতে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মারইয়াম বিনতে ইমরান (আ) এবং ফিরআউনের স্ত্রী আছিয়া বিনতে মুযাহিম। অন্য বর্ণনায় আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- জান্নাতী নারীদের সর্বোচ্চ নেতৃস্থানীয় মহিলা হবেন, মারইয়াম বিনতে ইমরান (আ) তারপর ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহা তারপর খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা তারপর ফেরআউনের স্ত্রী আছিয়া।

০৩

পরিপূর্ণ গুণের অধিকারী খাদীজা রাযিআল্লাহু আনহা

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, পুরুষদের মধ্যে সকল গুণের সন্নিবেশ ঘটেছে এমন অনেক পুরুষ রয়েছে। কিন্তু মহিলাদের মধ্যে পূর্ণ গুণের অধিকারী মাত্র তিনজন, মারইয়াম বিনতে ইমরান (আ), ফিরআউনের স্ত্রী আছিয়া এবং খাদীজা বিনতে খুওয়াইলিদ রাযিআল্লাহু আনহা। সুতরাং হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী আমরা নিশ্চিত ধারণা পেতে পারি যে, খাদীজা রাযিআল্লাহু আনহা হলেন পরিপূর্ণ গুণের অধিকারী চারজন মহিলাদের একজন, এবং তিনি জান্নাতের সর্বোচ্চ নেতৃত্বদানকারী চারজন নারীর অন্যতম।

খাদীজা রাযিআল্লাহু আনহা নবুওয়তের পূর্বেই পনের বছর যাবৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমত বা সেবা করেছেন। নিজের জান মাল দিয়ে তাঁর এ সেবা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য একটি ন্যায়নিষ্ঠ তত্ত্বাবধায়কের ভূমিকা পালন করেছিল।

ইসলামের জন্য কষ্ট সহ্যকারী সত্যপন্থি নারীদের জন্য খাদীজা রাযিআল্লাহু আনহা একটি উজ্জ্বল উদাহরণ এবং অনুসরণের নারীদের জন্য তিনি একটি উত্তম আদর্শ। মর্যাদার উচ্চতায় তার মেয়ে ফাতেমা রাযিআল্লাহু আনহা ছাড়া আর কেউ তথায় পৌছতে পারেনি। তার প্রতিযোগী নেককার বা পূণ্যবতী নারীদের নাম উল্লেখ করে আল্লাহ আয়াত নাযিল করেছেন।

০৪

প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী মহিলা খাদীজা রাযিআল্লাহু আনহা

ইমাম তাবরানী (রহ) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছেন খাদীজা রাযিআল্লাহু আনহা ও আলী রাযিআল্লাহু আনহু। কাতাদা থেকে বর্ণিত অন্য একটি সূত্রে ইমাম তাবরানী (রহ) বলেন, খাদীজা (রা) হিজরতের তিন বছর পূর্বে ইন্তেকাল করেন। পুরুষ মহিলাদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন বা ঈমান আনেন। এছাড়া আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আক্বীল (রহ) বর্ণনা করেন, সাহাবাদের মধ্যে খাদীজা (রা)ই প্রথম ওহী নাজিলের কথা বিশ্বাস করেন। ইবনে শিহাব (র) বলেন, আল্লাহর প্রতি সর্বপ্রথম ঈমান আনেন খাদীজা রাযিআল্লাহু আনহা। সালাত ফরজ হওয়ার

পূর্বে খাদীজাই সর্ব প্রথম রাসূলের সত্যায়ন করেন। অন্য বর্ণনায় আবু উমর ইবনুল বার (রা) বলেন সাহাবাগণ এ ব্যাপারে একমত যে, খাদীজা (রা)ই সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছেন। আবুল হাসান ইবনুল আসীর (রা) বলেন, মুসলিমদের মাঝে ঐক্যমত রয়েছে যে, খাদীজা রাযিআল্লাহু আনহা সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী। পুরুষ কিংবা মহিলাদের কেউই খাদীজার পূর্বে এই সৌভাগ্য অর্জন করতে পারেন নি। হাদীস গবেষক হাফেজ আবু আব্দুল্লাহ যাহাবী রাযিআল্লাহু আনহা এ কথাটিকে বিশুদ্ধ বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। ইমাম সালাবী (রহ) এ ব্যাপারে আলেমদের ঐকমত্যের কথা প্রমাণ করে বলেন, খাদীজা রাযিআল্লাহু আনহা-এর ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বোঝা কিছুটা হালকা করলেন। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাফেরদের কটুবাক্য না শোনার ভান করেই খাদীজার কাছে ফিরে আসতেন। তখন তিনি রাসূল (সা)-এর দাওয়াতকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করতে এবং নম্রতার সাথে কোমল আচরণ করতেন।

০৫

জিবরাঈলের মাধ্যমে খাদীজা রাযিআল্লাহু আনহা-এর প্রতি আল্লাহর সালাম

ইমাম বোখারী (রহ) আবু হুরায়রা রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু-এর সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূল (সা) বলেছেন, আমার কাছে জিবরাইল এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই যে দেখুন! খাদীজা রাযিআল্লাহু আনহা প্লেটভর্তি খাবার পানীয় নিয়ে আপনার কাছে আসছেন। তাঁর নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে সালাম পৌঁছে দিন। আমার পক্ষ থেকেও দেবেন।

সালাম গ্রহণ

ইমাম হাকীম (রহ) আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সূত্রে বর্ণনা করেন। (একবার) জিবরাঈল (আ) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসে বললেন, আল্লাহ তাআলা খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর ওপর সালাম পাঠ করেছেন। (জবাবে) খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন, নিশ্চয় আল্লাহ শান্তিদাতা। জিবরাঈলের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। (ইয়া রাসূলাল্লাহ)! আপনার ওপরও শান্তি ও আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক!

০৭

হেরা গুহায় খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা

ইমাম তারবানী (রহ) আব্দুর রহমান ইবনে আবু লাইলা থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণনা করেন। হেরা গুহায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সাথে জিবরাঈল (আ) ও ছিলেন। তখন খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা আসলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ইনি খাদীজা! জিবরাঈল (আ) বললেন, আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁকে (খাদীজাকে) সালাম জানাচ্ছি এবং নিজের পক্ষ থেকেও।

ইমাম ইবনুল কাইয়ুম (রহ) যাদুল মাআদ গ্রন্থে লিখেছেন। এটি এমন এক বিশেষ মর্যাদা, যা খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা ছাড়া অন্য কোনো মহিলা পেয়েছেন বলে জানা যায় না।

০৮

খাদীজা থাকাবস্থায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দ্বিতীয় বিয়েতে অস্বীকৃতি

ইমাম তাবরানী (রহ) বিশুদ্ধ সূত্রে যুহরী থেকে বর্ণনা করেন। খাদীজা (রা)-এর ইন্তেকালের আগ পর্যন্ত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্য কাউকে বিয়ে করেননি।

জান্নাতী আঙ্গুর

তাবরানী (রহ) দূর্বল সুত্রে আয়েশা থেকে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ খাদীজা-কে জান্নাতী আঙ্গুর খাইয়েছেন।

১০

রাসূল -এর সকল সন্তানের জননী খাদীজা

এ ব্যাপারে উলামায়ে কিরামের মাঝে দ্বিমত নেই যে, ইবরাহীম ছাড়া রাসূল -এর সকল সন্তানের জননী খাদীজা। ইবরাহীম মারিয়া বিনতে শামাউনের গর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হয়।

রাসূল -এর সন্তানাদি :

১. কাসেম ২. যায়নাব ৩. আবদুল্লাহ উপাধি তইয়্যেব বা তাহের ৪. উম্মে কুলসুম ৫. ফাতেমা ৬. রুকাইয়া।

এদের মধ্যে মক্কায় সর্বপ্রথম মৃত্যুবরণ করেন কাসেম। অত:পর আবদুল্লাহও মক্কায় মৃত্যুবরণ করেন।

যায়নাব

যায়নাবের বিয়ে হয় আবুল আস ইবনুর রবীর সাথে। তাঁর দুজন সন্তান হয়- আলী ও ইমামা। তিনি ৮ম হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।

রুকাইয়া ও উম্মে কুলসুম

পর্যায়ক্রমে রুকাইয়া ও উম্মে কুলসুমের বিয়ে হয় উসমান ইবনে আফ্‌ফান -এর সাথে। রুকাইয়া ২য় হিজরীতে আর উম্মে কুলসুম ৯ম হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।

ফাতেমা

ফাতেমা -এর বিয়ে হয় আলী ইবনে আবূ তালিব -এর সাথে। হাসান, হুসাইন তার সন্তান। রাসূল -এর মৃত্যুর ছয় মাস পর তিনি ইন্তিকাল করেন।

খাদীজা এর শ্রেষ্ঠত্বের জন্য 'উম্মুল মুমিনীন' উপাধী-ই যথেষ্ট ছিল। তদপুরী তিনি রাসূল -এর সকল সন্তানের জননী।

১১

খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা-কে জান্নাতে বাঁশের তৈরী ঘরের সুসংবাদ

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (রহ) আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণনা করেছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা-কে জান্নাতে বাঁশের তৈরী একটি ঘরের সুসংবাদ দিয়েছেন। সেখানে থাকবে না কোনো হট্টগোল, কোলাহল ও কষ্ট-ক্লেশ।

১২

খাদিজার অবস্থান

ইমাম আহমাদ, আবূ য়া'লা এবং তাবরানী (রহ) বিশ্বস্ত রাবীদের সূত্রে আবদুল্লাহ ইবনে জা'ফর রাদিয়াল্লাহু আনহু থকে বর্ণনা করেছেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা তো ফরযসমূহ এবং শরী'আতের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিধান প্রবর্তন হওয়ার পূর্বেই ইন্তিকাল করেছেন। এ সব বিধান অনুযায়ী তিনি আমল করতে পারেননি। তিনি এখন কোথায় আছেন- জান্নাতে না জাহান্নামে ? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি তাকে জান্নাতের একটি নদীর তীরে অবস্থিত বাঁশের তৈরী একটি ঘরে দেখেছি। যেখানে নেই কোনো বাজে কথা, নেই কোনো কষ্ট-ক্লেশ।

১৩

মনিমুক্তার তৈরী ঘর

তাবরানী (রহ) 'আল আউসাত' গ্রন্থে আবদুল্লাহ ইবনে আবু আউফা (রা)-এর হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেছেন- 'বাঁশ' বলতে মনিমুক্তার বাঁশ উদ্দেশ্য।

তাবরানী (রহ)-এর লিখিত 'আল কাবীর' গ্রন্থে আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর বর্ণিত হাদীসে আছে- 'শূন্যগর্ভ মনিমুক্তার তৈরী ঘর'।

১৪

ঘরটি বাঁশের তৈরী হওয়ার হিকমত

ঘরটি বাঁশ অর্থ্যাৎ মণি-মাণিক্যের দ্বারা নির্মিত হওয়ার হিকমত হচ্ছে- খাদীজা রাযিয়াল্লাহু আনহা ইসলাম গ্রহণে অগ্রবর্তীতার শলা (বাঁশ) লাভ করেছেন। তিনিই প্রথম নারী যিনি সর্বাগ্রে ইসলাম গ্রহণ করেন।

সুহাইলী (রহ) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসের মধ্যে لُؤْلُؤٌ (মণি-মাণিক্য) শব্দ ব্যবহার না করে قَصَبٌ (বাঁশ) শব্দ ব্যবহার করেছেন। কারণ, قَصَبٌ (বাঁশ) এবং قَصَبُ السَّبَقِ (অগ্রবর্তীতার শলা) এর মধ্যে মিল রয়েছে।

খাদীজা রাযিয়াল্লাহু আনহা ইসলাম গ্রহণের ক্ষেত্রে قَصَبُ السَّبَقِ (অগ্রবর্তীতার শলা) অর্জন করেছেন। এর প্রতিদানে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাকে قَصَبٌ (বাঁশ)-এর নির্মিত একটি মনোরম ঘর দান করবেন।

কেউ কেউ সমতার দিক থেকে এতদুভয়ের মাঝে সামঞ্জস্য খুঁজে পেয়েছেন যে, যেভাবে বাঁশের অসংখ্য নল থাকে তদ্রুপ খাদীজা রাযিয়াল্লাহু আনহা-এরও ছিলো অসংখ্য গুণ, যা অন্যদের মধ্যে ছিল না। কারণ, তিনি যথাসাধ্য রাসূল (সা)-কে সন্তুষ্ট রাখার চেষ্টা করতেন। এ জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসন্তুষ্টির কারণ হয় এমন কোনো কাজ কখনো তার থেকে প্রকাশ পায়নি।

সুহাইলী (রহ) বলেন- হাদীসের মধ্যে قَصْرٌ (প্রাসাদ) শব্দ উল্লেখ না করে بَيْتٌ (ঘর) শব্দ উল্লেখ করার মধ্যে সুক্ষ্ম অর্থ নিহিত রয়েছে। আর তা হচ্ছে- নবুওয়াতের পূর্বে যেমন তিনি গৃহকর্তী ছিলেন নবুওয়াতের পরও তিনি গৃহকর্তী থাকেন। এটা তার এক অনন্য বৈশিষ্ট্য। এ বৈশিষ্ট্য অন্য কারো মাঝে ছিল না। তার এ কাজের প্রতিদান স্বরূপ আল্লাহ তা'আলা তাকে এ প্রাসাদ দান করেছেন। কোনো কাজের প্রতিদানের কথা আরবীতে সাধারণত (بَيْتٌ) শব্দ দিয়ে ব্যক্ত করা হয়ে থাকে। তার ঘর ছাড়া পৃথিবীতে এমন দ্বিতীয় আরেকটি ঘর নেই যেখানে সর্বপ্রথম ওহী অবতীর্ণ হয়। এটাও ছিল তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

কেউ কেউ বলেছেন- খাদীজা রাযিআল্লাহু আনহা ছিলেন আহলে বাইতের কেন্দ্রবিন্দু। সূরা আহযাবের ৩৩ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় এ কথা প্রমাণিত। এর প্রতি ইঙ্গিত করতে গিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম قَصْرٌ (প্রাসাদ) শব্দ ব্যবহার না করে بَيْتٌ (ঘর) শব্দ উল্লেখ করেছেন।

উম্মে সালমা রাযিআল্লাহু আনহা বলেন, সূরা আহযাবের ৩৩ নং আয়াত (হে নবী পরিবার ! আল্লাহ তা'আলা তোমাদের থেকে নাপাকী দূর করতে চান।) যখন অবতীর্ণ হয়, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাতেমা, আলী ও হাসান-হুসাইন (রা)-কে ডাকলেন। তারা উপস্থিত হলে তিনি তাদেরকে পরিধেয় বস্ত্র দিয়ে আচ্ছাদিত করে বললেন, হে আল্লাহ ! এরা আমার আহলে বাইত (পরিবার)।

এদের সকলের মূল সূত্র হচ্ছেন- খাদীজা রাযিআল্লাহু আনহা। কেননা, হাসান-হুসাইন ফাতেমা রাযিআল্লাহু আনহা-এর সন্তান। ফাতেমা রাযিআল্লাহু আনহা খাদীজা রাযিআল্লাহু আনহা-এর সন্তান। আর আলী (রা)ও শৈশবে তার ঘরে লালিত পালিত হয়েছেন এবং প্রাপ্ত বয়সে তার মেয়েকে বিয়ে করেছেন। এভাবে আহলে বাইতের সকলের মূল হচ্ছেন খাদীজা রাযিআল্লাহু আনহা।

১৫

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক তাঁর অধিক প্রসংশা

আয়েশা রাযিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাঁর প্রশংসা করতেন তখন অত্যধিক করতেন। একদা আমি আত্মযাতনায় বললাম, আপনি দাঁতপড়া বুড়ির আলোচনা এতো বেশি করেন ! অথচ তাঁর পরিবর্তে তাঁর চেয়ে উত্তম স্ত্রী আল্লাহ তা'আলা আপনাকে দান করেছেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাঁর পরিবর্তে তাঁর চেয়ে উত্তম স্ত্রী আল্লাহ তা'আলা আমাকে দান করেন নি। কেননা, খাদীজা রাযিআল্লাহু আনহা এমন দু:সময় আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে যখন সারা পৃথিবীর মানুষ আমাকে অস্বীকার করেছে। এমন সময় সে আমাকে সত্যায়িত করেছে যখন সকল মানুষ আমাকে মিথ্যারোপ করেছে। এমন সময় সে আমাকে জান দিয়ে মাল দিয়ে সাহায্য করেছে যখন সবাই আমাকে বঞ্চিত করেছে। আল্লাহ তা'আলা তার থেকে আমাকে সন্তান দান করেছেন। যা অন্য কোনো স্ত্রী থেকে দান করেননি।

খাদীজা -এর জন্য ইস্তিগফার

আবদুল্লাহ আলবাহি থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন- আয়েশা (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ অধিক পরিমাণে খাদীজা -এর জন্য ইস্তিগফার করতে ও প্রশংসা করতে কখনো বিরক্তিবোধ করতেন না।

আয়েশা বলেন, একদা তিনি বিবি খাদীজা -এর এতো অধিক পরিমাণ প্রশংসা শুরু করলেন যে, আমার মনে ক্ষোভ সৃষ্টি হলো। তাই আমি বললাম, আল্লাহ তো আপনাকে ঐ বৃদ্ধা মহিলার পরিবর্তে উত্তম স্ত্রী দান করেছেন। অতএব, তাকে নিয়ে আপনার এতো প্রশংসা ও এতো আলোচনা কেন ? এ কথা বলায় নবী করীম আমার ওপর ভীষণ ক্ষুব্ধ হলেন। তখন আমি চুপসে গেলাম আর মনে মনে আল্লাহ তায়ালার কাছে দু'আ করতে লাগলাম- হে আল্লাহ ! তুমি যদি তোমার রাসূলের রাগ প্রশমিত করে দাও, তাহলে আমি আর কখনো বিবি খাদীজা -এর আলোচনা ভালো ছাড়া মন্দ করব না।

আমার লজ্জিত অবস্থা দেখে নবী করীম বললেন, হে আয়েশা ! তুমি এমন কথা কিভাবে বল ? তুমি কি জান না যে, বিবি খাদীজা আমার প্রতি এমতাবস্থায় ঈমান এনেছে যখন সারা পৃথিবীর মানুষ আমাকে অস্বীকার করেছে। সে আমাকে আশ্রয় দিয়েছে যখন সবাই আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। তার গর্ভ থেকে আমার সন্তান হয়েছে।

আয়েশা বলেন, এ কথা বলে মাসব্যাপী বিবি খাদীজা -এর প্রশংসা করেছেন।

১৭

বান্ধবীদের সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সদ্ব্যবহার

আনাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন- খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর মৃত্যুর পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কাছে কোনো হাদিয়া নিয়া আসা হলে তিনি বলতেন, ইহা নিয়ে অমুকের কাছে যাও। কেননা, সে ছিল খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর বান্ধবী।

ইবনে হিব্বান এবং দুলাবী (রহ)-এর রেওয়াতে আছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কাছে কোনো কিছু হাদিয়া আসলে তিনি বলতেন, ইহা অমুকের ঘরে নিয় যাও। কেননা, সে খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা কে মহব্বত করত।

১৮

তাকে তিনি অনেক সম্মান করতেন।

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কাছে একজন বৃদ্ধা মহিলা প্রায় সময় আসত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাথে হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় অত্যন্ত আপ্লুত মনে কথা বলতেন। তাকে তিনি অনেক সম্মান করতেন।

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ! আপনার জন্য আমার মাতা-পিতা কুরবান হোক। এই বৃদ্ধা মহিলা কে ? তাঁর সাথে আপনি এমন আচরণ করেন যা অন্য কারো সাথে করেন না। রাসূল (সা) বললেন, হে আয়েশা! খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর সাথে এ মহিলার সখ্যতা ছিল। খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর জীবদ্দশায় সে আমাদের কাছে আসা যাওয়া করত। তা ছাড়া সদাচরণ ঈমানের অংশ।

১৯

খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর সন্তান-সন্ততি

খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা নিজেকে অত্যধিক আনন্দিত ও পরম ভাগ্যবান মনে করতেন। কারণ, তিনি বিশ্বাস করতেন, তার স্বামী সুমহান মর্যাদার অধিকারী। নবুওয়াত প্রাপ্তির মাধ্যমে অচিরেই তার স্বামীর সেই সুমহান মর্যাদার সূর্যোদয় হবে।

এই জন্য তার প্রবল আকাংখা ছিল, আল্লাহ তাকে যেন তার ঔরসে সন্তান দান করেন। সময় পেরিয়ে আকাংখা পুরণের সেই আনন্দ ঘন মুহূর্তের

শুভাগমন হয়। যাতে খাদীজা রাসূল -এর প্রথম সন্তান কাসিমকে জন্ম দান করেন। এ সন্তানের নাম অনুসারেই রাসূল 'আবুল কাসেম' উপাধিতে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। তার মাধ্যমে শুরু হয় সন্তান জন্মের ধারাবাহিকতা। অতঃপর নবুওয়াতের পূর্বে জন্ম হয় পর্যায়ক্রমে যায়নাব, উম্মে কুলসুম ও ফাতেমা। আর নবুওয়াতের পর জন্ম হয় আবদুল্লাহর। যাকে তাইয়্যিব এবং তাহের নামেও ডাকা হতো।

ইবনে আব্বাস বলেন, খাদীজা -এর গর্ভ থেকে ভূমিষ্ট হয় রাসূল (সা)-এর দুই ছেলে ও চার মেয়ে। তারা হলেন- কাসেম, আবদুল্লাহ, ফাতেমা, উম্মে কুলসুম, যায়নাব ও রুকাইয়া। আর রাসূল-এর ছেলে ইবরাহীমের জন্ম হয় মারিয়া কিবতিয়ার গর্ভে।

রাসূল - এর সকল পুত্র সন্তান শৈশবে মারা যায়। আর সকল কন্যা সন্তানই ইসলামের সোনালী যুগ পেয়ে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছে। ইসলামের জন্য হিজরত করেছে। তাদের সকলের বিয়ে ও সন্তান হয়েছে। রুকাইয়া ও উম্মে কুলসুমের পর্যায়ক্রমে বিয়ে হয় উসমান এর সাথে। আর যায়নাবের বিয়ে হয় আবুল আস ইবনুর রবী'র সাথে। কনিষ্ট কন্যা ফাতেমা -এর বিয়ে হয় আলী -এর সাথে।

ফাতেমা ছাড়া তাদের সকলে রাসূল -এর জীবদ্দশায় ইন্তিকাল করেন। আর ফাতেমা রাসূল -এর মৃত্যুর ছয় মাস পর ইন্তিকাল করেন।

সকল কন্যা সন্তান-ই অত্যন্ত সুন্দর, স্বচ্ছ ও সুখময় পারিবারিক জীবন যাপন করছিলেন। রাসূল প্রফুল্ল চিত্তে তার মোবারক পরিবারের দিকে তাকিয়ে থাকতেন। খাদীজা ছিলেন একজন আদর্শবান স্ত্রী। তিনি জানতেন স্বামীর হৃদয়ের গহীনে প্রবেশ করার পন্থা। সন্তানকে আদর্শবান বানানোর সুকৌশল। রাসূল -এর সাথে তার সুহবতের সময় যতই দীর্ঘ হচ্ছিল, রাসূল -এর ভালবাসা ও মর্যাদা তার অন্তরে ততই বৃদ্ধি পাচ্ছিল।

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ এমন দুই দম্পত্তির পরিবারে জন্ম হয় জান্নাতী যুবকদের সরদার হাসান-হুসাইন -এর মা, দুনিয়ায় থাকাকালীন জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত সাহাবী আলী সহধর্মিণী 'ফাতেমা -এর। এই ঘর থেকেই বিচ্ছুরিত হয় সারা পৃথিবীতে বরকত ও ঈমানের আলো।

প্রথম মুসলিম পরিবার

ইতিহাস এ কথা প্রমাণ করে যে, রাসূল নবুওয়াত প্রাপ্তির পরপরই ইসলাম গ্রহণ করেন খাদীজা এবং তার সকল কন্যা সন্তান। ফাতেমা (রা)-এর বয়স তখন ৫ বছর তখন তিনি এ সব কিছু পর্যবেক্ষণ করে আবেগাপ্লুত হয়ে উঠতেন। এভাবে নবুওয়তের প্রথম কয়েক মাসের মধ্যে তার পরিবার পরিপূর্ণ 'মুসলিম পরিবারে' রূপান্তর লাভ করে।

২১

খাদীজা-এর কাছে আলী

রাসূল -এর চাচাতো ভাই আলী ইবনে আবূ তালিব দশ বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি রাসূল -এর ঘরেই লালিত পালিত হন।

তাঁর তত্ত্বাবধানে আসার প্রেক্ষাপেট

নবুওয়তপ্রাপ্তির পূর্বে একবার কুরাইশ গোত্র কঠিন দূর্ভিক্ষে পতিত হয়। এতে আবূ তালেব অনেক কষ্টে পড়ে যায়। তখন রাসূল আব্বাস (রা)-কে সাথে নিয়ে চাচা আবূ তালেবের কাছে যান। আবু তালেবের পরিবারের সদস্য সংখ্যা ছিল বেশি। তাই তাদের প্রত্যেকে এক একজন সদস্যের সমস্ত ব্যয়ভার ও সার্বিক তত্ত্বধান গ্রহণ করেন। আব্বাস (রা) নিলেন জাফরকে আর রাসূল নিলেন আলী (রা)-কে। এভাবে আলী (রা) খাদীজা -এর মাতৃ ছায়ায় বেড়ে উঠেন। অত:পর রাসূল (রা) যখন নবুওয়াত প্রাপ্ত হন তখন তিনি তার প্রতি বালকদের মধ্যে সর্বপ্রথম ঈমান আনেন।

যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ইসলাম গ্রহণের চমৎকার কাহিনী

বালক যায়েদ ছিলেন ইয়েমেনের বনু কালবের সর্দার হারিসের পুত্র। তাঁর পিতা ছিলেন একজন সম্পদশালী ব্যক্তি। যায়েদের মা একটি কাফেলার সঙ্গে বাপের বাড়ী যাচ্ছিলেন। হঠাৎ ঐ কাফেলাটি বানু কায়েসের সন্ত্রাসীদের আক্রমণের শিকার হয়।

মা বালক যায়েদকে চাদরে ঢেকে বুকের কাছে জড়িয়ে রেখে ছিলেন। ৮ বছরের বালককে বুকে ধরে গায়ে চাদর জড়ালে তাকে স্বাভাবিক ভাবেই মোটা মনে হচ্ছিল। লুটেরা মনে করেছিল যায়েদের মা দামী সম্পদ চাদরের নিচে লুকিয়ে রেখেছে। লুকানো বিষয় সম্পদের চেয়ে অমূল্য ছিল এতে কোনো সন্দেহ নেই। দস্যু দল তাকে লুণ্ঠন করে মক্কার উকায বাজারে বিক্রয় করে দেয়।

খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর ভাইপো হাকীম ইবনে হিযাম রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ব্যবসায়িক কাজে গিয়ে ছিলেন শামে। সেখান থেকে দেশে ফিরে আসার পর মক্কার উকায বাজার থেকে কিছু দাস ক্রয় করে। তাদের মধ্যে যায়েদও ছিল। তাঁর বিক্রয় মূল্য ছিল সে সময় ৪০০ দিরহাম।

একদিন খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা তাকে দেখতে যান। তখন হাকীম ইবনে হিযাম (রা) ঐ সব ক্রীতদাসদের দিকে ইঙ্গিত করে তাকে বললেন, ফুফী ! এ সব ক্রীতদাসের মধ্য থেকে ইচ্ছেমত একটি বাছাই করুন। সেটি আমি আপনাকে হাদিয়া দিব। তখন তিনি যায়েদকে বাছাই করলেন। অত:পর যায়েদকে দেখে তাঁর স্বামী মুহাম্মদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু -এর পছন্দ হয়ে যায়। ফলে যায়েদকে হাদিয়া দেয়ার জন্য তিনি খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর কাছে আবেদন করেন। খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা তার আবেদন পূরণ করেন।

কয়েক বছর পরের ঘটনা। ইয়েমেনের কালব গোত্রের কিছু লোক হজ্জ উপলক্ষ্যে মক্কায় আসে। ঘটনাক্রমে তাদের সঙ্গে যায়েদের সাক্ষাৎ হয়। তারা যায়েদকে চিনতে পারে এবং যায়েদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও তাদেরকে চিনতে পারে। তারা যায়েদকে অবহিত করেন যে, তার পিতামাতা তার বিয়োগ ব্যথায়

অত্যন্ত কাতর। এ জন্য তারা শোকগাথা রচনা করেন। এ শোকগাথাগুলো কিছু কিছু সংরক্ষিত হয়েছে এবং সংকলিত হয়েছে।

খবর শুনে যায়েদ বিন হারিসাও কবিতা রচনা করে হজ্জ যাত্রীদের মাধ্যমে তার পিতার নিকট প্রেরণ করেন। যার কিছু অংশের অনুবাদ নিম্নরূপ :

আমি আমার কওমের প্রতি আসক্ত যদিও আমি দূরে রয়েছি

আমি বায়তুল্লাহর মাশআর-ই হারামে থাকি।

তোমরা দুঃখ হতে বিরত থাক, যা তোমাদেরকে মর্মাহত করে রেখেছে।

উটের মত চলাফেরা করে আমার সন্ধানে বিশ্ব চষিয়া বেড়িও না।

কারণ, আলহামদুলিল্লাহ- আমি একটি উত্তম ও অভিজাত পরিবারের নিকট আছি। যারা বহু পুরুষ পরম্পরায় অভিজাত ও সম্মানী।

বনু কালবের লোকজন যায়েদের এ কবিতা ও যায়েদ সংক্রান্ত সকল তথ্য তাঁর পিতার নিকট পৌঁছিয়ে দেয়। খবর এবং কবিতা পেয়ে হারিসা আনন্দের আতিশয্যে চিৎকার করে উঠে এবং জিজ্ঞাসা করে- কাবার রবের কসম ! এটা কী আমার পুত্রের প্রেরিত ? সত্যিই কি সে আমার পুত্র। হজ্জ যাত্রীদের থেকে যতটুকু সম্ভব খবর নিয়ে হারিসা স্বীয় ভ্রাতা কাব ইবনে শারাহিলকে নিয়ে মক্কার পথে রওয়া হন। সঙ্গে নিয়েছিলেন প্রচুর অর্থ যাতে মালিকের নিকট থেকে যায়েদকে পুনঃক্রয় সম্ভব হয়।

তারা মক্কায় এসে খাদীজা রাযিয়াল্লাহু আনহা এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর খবর নিলেন। তাদের সন্ধান পেয়ে জানতে পারেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাবা চত্বরে আছেন। সেখানেই তারা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাক্ষাত পান। যায়েদ সম্পর্কে তথ্য বিনিময়ের পর অত্যন্ত বিনম্রভাবে কুরাইশদের প্রশংসা করে যায়েদকে আযাদ করে দেয়ার প্রস্তাব করেন। এবং বলেন এর বিনিময়ে আপনি যে পরিমাণ সম্পদ চাইবেন, তা আমি আপনাকে দিতে প্রস্তুত।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সব কিছু শুনে অভিমত প্রকাশ করেন যে, যায়েদকে ফেরত দিতে কোনো বিনিময় মূল্যই গ্রহণ করা হবে না। তিনি বলেন, যায়েদ যদি পিতামাতার নিকট ফেরত যেতে চায়, তবে তো সে আপনাদেরই। আর যদি সে আমাদের কাছে থাকতে চায়, তবে আল্লাহর কসম ! আমি এমন নই যে, তাকে অন্যের নিকট হস্তান্তর করব। বিষয়টি তিনি যায়েদের ইচ্ছার ওপর ছেড়ে দিলেন।

যায়েদের পিতা ও চাচা কাব অত্যন্ত আনন্দ চিত্তে এ প্রস্তাব মেনে নিলেন। যায়েদকে সেখানে ডাকা হলো।

হারিসা ও কাবকে দেখিয়ে রাসূল ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি এদেরকে চিন ? অভিভূত যায়েদ অপরিসীম আনন্দের সঙ্গে পিতাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, ওনি আমার পিতা এবং কাবকে দেখিয়ে বললেন ওনি আমার চাচা। রাসূল ﷺ যায়েদকে জানালেন যে, তারা তোমাকে ফেরত নিতে এসেছে। অত:পর যায়েদকে বললেন, আমাকে তুমি জান এবং তোমার প্রতি আমার অনুভূতি সম্পর্কেও অবহিত। এখন তুমি আমাকে অথবা তাদেরকে তোমার ইচ্ছানুসারে গ্রহণ করতে পার।

আবেগাপ্লুত যায়েদ এত কাল পরে পিতাকে দেখে ছিল অশ্রু সজল। রাসূল ﷺ -এর কথা শুনে তাঁর দু'নয়ন থেকে অশ্রুধারা প্রবাহিত হলো।

যায়েদ রাসূল ﷺ -কে সম্বোধন করে বললেন- আপনি আমার পিতামাতা। আপনাকে ত্যাগ করে আমি এ পৃথিবীতে আর কাউকে গ্রহণ করব না। যায়েদের কথা শুনে তার পিতা ও চাচা আশ্চর্য হলো এবং ক্ষেপে গেল। তাকে তিরস্কার করে বলল- তুমি পিতা, চাচা, পরিবার-পরিজন চাও না ? মুক্তি চাও না ? তুমি দাসত্ব চাও? তুমি কুলাঙ্গার।

যায়েদ দৃঢ় কণ্ঠে জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ' আমি সব কিছুই। তবে আমি এ মহান ব্যক্তির মধ্যে এমন কিছু দেখেছি যে তাকে ত্যাগ করে জীবনে কখনো আর কাউকে গ্রহণ করব না। যায়েদের কণ্ঠ ধ্বনিতে মুগ্ধ হয়ে রাসূল (সা) যায়েদকে বুকে চেপে ধরলেন এবং ঘোষণা করলেন- হে উপস্থিত লোক সকল ! তোমরা সকলে সাক্ষী থেকো, যায়েদ আমার পুত্র। আমি তার ওয়ারিশ, সে আমার ওয়ারিশ।

এ দৃশ্য দেখে যায়েদের পিতা হারিসা ও চাচা কাব হৃষ্ট চিত্তে ইয়েমেনে ফিরে গেলন। সেদিন থেকে যায়েদের নাম হলো যায়েদ ইবনে মুহাম্মদ।

অত:পর যখন কুরআনের এই আয়াত অবতীর্ণ হলো- মুহাম্মাদ তোমাদের মধ্যে কোনো পুরুষের পিতা নন; বরং তিনি আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবী। আর এই আয়াত অবতীর্ণ হলো- তোমরা তাদেরকে স্বীয় পিতৃ পরিচয়ে ডাক। আল্লাহর দৃষ্টিতে তা অধিক ন্যায় সঙ্গত। যদি তোমরা তাদের পিতৃ পরিচয় না জান তবে, ওরা তোমাদের ধর্মীয় ভাই এবং বন্ধু।

(সূরা আহযাব : ৫)

তখন যায়েদ পুন : পরিচিত হলেন যায়েদ ইবনে হারেসা নামে।

২৩

দ্বিতীয় মুসলিম পরিবার

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পালক পুত্র হিন্দ ইবনে হিন্দ ইসলাম গ্রহণ করে। ইসলাম গ্রহণ করে খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর অন্য সকল সন্তান যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঘরে লালিত পালিত হয়েছিল। এভাবে মুসলমানদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বৃদ্ধি পাচ্ছে ইসলামের শক্তি ও জৌলস।

খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর চেহারায় সুসংবাদের নূর ঝলমল করত, যখন তিনি দেখতে পেতেন ইসলামের এক গুচ্ছ কলি, যাদের অঙ্কুরোদগম হয়েছে তার পরিচর্যায়।

তিনি অত্যধিক আনন্দিত হয়েছিলেন যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সবচেয়ে নিকটতম বন্ধু আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ইসলাম গ্রহণের সুসংবাদ দিয়েছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তার নাম ছিল আবদুল কা'বা আবূ বকর ইবনে আবূ কুহাফা। ইসলাম গ্রহণের পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নাম রাখেন আবদুল্লাহ।

কিছু দিন পর খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর কাছে সংবাদ আসে, আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু -এর হাতে উসমান ইবনে আফ্‌ফান, যুবাইর ইবনুল আকওয়া, আবদুর রহমান ইবনে আউফ, সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস ও তলহা ইবনে উবাইদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুম-এর মত কুরাইশ গোত্রের সম্ভ্রান্ত একদল লোক ইসলাম গ্রহণ করেন। এবং ইসলাম গ্রহণ করে তার দুই মেয়ে (আসমা ও আয়েশা) এবং তার স্ত্রী উম্মে রুমান।

নুবওয়াতের অল্প কিছু দিনের মধ্যে আবূ বকর (রা)-এর পরিবারের সকল সদস্য ইসলাম গ্রহণ করে। ফলে তার পরিবার ইসলামের 'দ্বিতীয় পরিবার' এ রূপান্তর লাভ করে।

২৪

উম্মুল মুমিনীন খাদীজা রাদিআল্লাহু আনহা ও ইসলামের দাওয়াত

তিন বছর পর্যন্ত ইসলামের দাওয়াত অতি গোপনে সম্পাদিত হয়েছিল। ধীরে ধীরে মানুষ ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে।

সপ্তম কিংবা দশম ইসলাম গ্রহণকারী পুরুষ হচ্ছেন আরকাম রাদিআল্লাহু আনহু তার গৃহটি ছিল সাফা পাহাড়ে। মুমিনদের ছোট একটি দল তৈরী হলে রাসূল (সা) তাদেরকে আরকাম রাদিআল্লাহু আনহু-এর সেই গৃহে তরবিয়ত দিতে থাকেন। তিন বছর পর প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَقَضَيْنَآ اِلَيْهِ ذٰلِكَ الْاَمْرَ اَنَّ دَابِرَ هٰٓؤُلَآءِ مَقْطُوْعٌ مُّصْبِحِيْنَ

' যে বিষয়ে আপনাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তা পরিস্কার ঘোষণা করুন এবং মুশরিকদের পরোয়া করবেন না'। (সূরা হিজর : আয়াত-৭৬)

অত:পর যখন এই আয়াত وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ (আর সর্বপ্রথম আপনার নিকটাত্মীয়দেরকে কুফর ও শিরকের বিরুদ্ধে ভীতি প্রদর্শন করুন।) অবতীর্ণ হয়, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিকটাত্মীয় ও আহলে বাইতের মাধ্যমে এর পরীক্ষা চালালেন। এদেরকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দিলেন। এটা তাঁদের জন্য কঠিন হয়ে দাঁড়াল।

এতে খাদীজা রাদিআল্লাহু আনহা অনেক ব্যথিত হন। বিশেষ করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চাচা আবূ লাহাবের অবস্থানে তিনি যারপর নাই ব্যথিত হন। যখন রাসূল (সা) কুরাইশগণকে একত্রিত করে আল্লাহর বাণী শোনালেন, তখন সবার আগে আবূ লাহাবই তাকে মিথ্যাবাদী বলে অভিহিত করে এবং বলে - "আল্লাহ তোমাকে ধ্বংস করুন। এ জন্যই কি তুমি আমাদের একত্রিত করেছ ?"

এর প্রতিরোধ ও প্রত্যাখ্যানে যখন সূরা লাহাব অবতীর্ণ হয় তখন তার ব্যথিত মনে শান্তি ফিরে আসে। সূরা লাহাবে বলা হয়েছে-

১. আবূ লাহাবের উভয় হাত ধ্বংস হোক এবং সে নিজেও ধ্বংস হোক।
২. না তার ধন-সম্পদ কোনো কাজে এসেছে, না যা সে উপার্জন করেছে।
৩. অচিরেই সে লেলিহান আগুনে প্রবেশ করবে। (৪) এবং তার স্ত্রীও- যে লাকড়ি বহন করে আনে; তার গলায় থাকবে খুব পাকানো একটি খেজুরের রশি।

নির্যাতনের বছর

মুহাম্মদ এবং সাহাবা যে সকল বিপদ এবং নির্যাতনের সম্মুখীন হয়েছিলেন খাদীজা ও সে সকল বিপদে তাদের অংশীদার হয়ে ছিলেন। মুসলমানদেরকে ইসলাম গ্রহণ করার ফলে শাস্তি দেয়া এবং রাসূল (সা)-কে কষ্ট দেয়ার প্রতিটি সংবাদই তার পবিত্র অন্তরকে তীরের আঘাতের ন্যায় ক্ষত বিক্ষত করত। কেনইবা হবে না। যখন সংবাদ আসত প্রতিদিন কঠিন থেকে কঠিনতর শাস্তি দেয়া হচ্ছে।

রাসূল কে নির্যাতনের কিছু নমুনা

১. যাদুকর ও পাগল বলা।
২. তার ওপর মাটি ও পাথর নিক্ষেপ করা।
৩. সেজদারত অবস্থায় তাঁর মাথার ওপর জবাইকৃত উটের নাড়িভূড়ি নিক্ষেপ করা।
৪. তার বাড়ীর সামনে কাঁটা এবং নোংড়া আবর্জনা ফেলে রাখা।
৫. একাধিক বার হত্যার ব্যর্থ চেষ্টা ইত্যাদি।

প্রথম বার যখন রাসূল -এর ওপর ওহী অবতীর্ণ হয় তখন ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে যেভাবে খাদীজা -এর কাছে ফিরে এসেছিলেন তদ্রুপ প্রতিবারই কাফের কর্তৃক নির্যাতিত হয়ে তিনি তার কাছে ফিরে আসতেন। এসে তার কাছে মনের ব্যাথা ব্যক্ত করতেন। খাদীজা তাকে সান্ত্বনা দিতেন।

তার অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং স্বামী নবী মুহাম্মদ কে কষ্ট ও নির্যাতনের ফলে তিনি যে ব্যাথা পেয়েছেন তার সে ব্যাথা আরো বেড়ে যায় যখন তিনি সংবাদ পান সত্য গ্রহণ করার অপরাধে অসহায় মুসলমানদের ওপর নির্যাতন ও নিপীড়নের ষ্টীম রুলার চালানো হচ্ছে। এখানে কতিপয় ঘটনা বর্ণনা করছি, যার দ্বারা মক্কার মুশরিকদের জুলুম নির্যাতন এবং সাহাবাদের ধৈর্য ও সহ্যের কিছুটা অনুমান করা সম্ভব হবে।

বিলাল ইবনে রাবাহ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু

ইনি ছিলেন হাবশী বংশোদ্ভূত, উমায়্যা ইবনে খালফের ক্রীতদাস। সত্য গ্রহণ করার অপরাধে ঠিক দুপুর বেলা যখন রোদ খুবই তীব্র হয়ে উঠত এবং পাথর আগুনের মত উত্তপ্ত হয়ে যেত, তখন সে চাকরদের নির্দেশ দিত বিলালকে ঐ উত্তপ্ত পাথরের ওপর শুইয়ে তার বুকের ওপর একটা ভারী পাথর তুলে দিতে। যাতে নড়াচড়া করতে না পারেন। আর বলত, তুই এভাবেই মারা যাবি। যদি তা থেকে রেহাই চাস, তবে মুহাম্মদকে অস্বীকার কর এবং লাত-উযযার পূজা কর। কিন্তু বিলাল রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর মুখ থেকে এ সময়ও আহাদ, আহাদ (তিনি এক, তিনি এক) উচ্চারিত হতো।

আর কখনো গরুর চামড়ায় জড়িয়ে এবং কখনো লৌহ বর্ম পরিয়ে রৌদ্রে রেখে দিত। এ অসহনীয় কষ্টের মধ্যেও তাঁর মুখ থেকে কেবল আহাদ আহাদ-ই উচ্চারিত হতো। উমাইয়া যখন দেখল যে, তাঁর অটল ধৈর্যে কোনো প্রকার চিড় ধরেনি, তখন তাঁর গলায় রশি বেঁধে বালকদের হাতে তুলে দেয় যাতে তারা তাঁকে সারা শহরে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে বেড়ায়। তবুও তাঁর মুখ থেকে কেবল আহাদ আহাদ-ই বের হতো। এভাবেই বিলাল রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু -কে অত্যাচার-নির্যাতনের অনুশীলন ক্ষেত্রে পরিণত করা হয়েছিল।

আল্লাহর পথে সর্বোত্তম আহ্বানকারী সাইয়িদুনা বিলাল রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর পবিত্র পৃষ্ঠদেশে মুশরিকদের অত্যাচার নির্যাতরেন যখম ও চিহ্ন সুস্পষ্ট ছিল। কাজেই যখন তিনি পৃষ্ঠদেশের কাপড় উঠাতেন, তখন ঐ যখমও চিহ্ন দৃষ্টিগোচর হতো।

আম্মার ইবনে ইয়াসির রাদিয়াল্লাহু আনহু

আম্মার ইবনে ইয়াসির রাদিয়াল্লাহু আনহু কাহতানী বংশোদ্ভূত ছিলেন। তার ভাই আবদুল্লাহ, বাবা ইয়াসির, মা সুমাইয়াসহ পরিবারের সবাই ইসলাম গ্রহণ করে। মক্কায় তাদের এমন কোনো গোত্র কিংবা সম্প্রদায় ছিল না, যারা তাঁদের অভিভাবক ও সাহায্যকারী হতে পারে । এ জন্য তাঁকে কুরাইশরা খুবই কঠিন কঠিন শাস্তি দেয়। দুপুরের সময় উত্তপ্ত যমীনে তাঁকে শুইয়ে দিত এবং এমনভাবে মারত যে, তিনি বেহুঁশ হয়ে যেতেন। কখনো পানিতে চুবাতো আবার কখনো জ্বলন্ত অঙ্গারের ওপর শুইয়ে দিত। এ

অবস্থায় যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পাশ দিয়ে অতিক্রম করতেন, তখন তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেন এবং বলতেন-

يَا نَارُ كُوْنِىْ بَرْدًا وَّسَلَامًا عَلٰى عَمَّارٍ كَمَا كُنْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمِ.

অর্থ : "হে আগুন, তুমি আম্মারের জন্য ঠাণ্ডা এবং শান্তিদায়ক হয়ে যাও, যেমনটি হয়েছিলে ইবরাহীম (আ.)-এর ওপর ।

যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আম্মার, তাঁর পিতা ইয়াসির এবং মা সুমাইয়াকে বিপদগ্রস্ত দেখতেন। তখন বলতেন, হে ইয়াসির পরিবার ! সবর কর। কখনো বলতেন, হে আল্লাহ ! তুমি ইয়াসির পরিবারকে ক্ষমা কর। আবার কখনো বলতেন, তোমাদের জন্য বেহেশতের সুসংবাদ, তোমাদের আশা পূর্ণ হবে।

একই ব্যবহার তাঁর পিতা ও মাতার সাথেও করা হতো। একদিন আবূ জাহাল তার মা সুমাইয়া রাযিয়াল্লাহু আনহা-এর লজ্জাস্থানে বর্শা দ্বারা আঘাত করল, এতে তিনি শহীদ হয়ে যান। তিনিই ইসলামের প্রথম শহীদ। কঠিন নির্যাতনের ফলে বাবা ইয়াসির সুমাইয়া রাযিয়াল্লাহু আনহা-এর পূর্বেই ইন্তিকাল করেন।

সুহাইব ইবনে সিনান রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু

সুহাইব রাযিয়াল্লাহু আনহু প্রকৃতপক্ষে রাসূলের আশপাশের অধিবাসী ছিলেন। তাঁর পিতা এবং পিতৃব্য পারস্য সম্রাটের পক্ষে ওবুল্লার শাসনকর্তা ছিলেন। একবার রোমক বাহিনী ঐ এলাকা আক্রমণ করে। সুহাইব রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ঐ সময় অল্পবয়স্ক বালক ছিলেন। লুটপাটের সময় রোমানরা তাঁকে ধরে নিয়ে যায়। সেখানেই তিনি যৌবনে পদার্পন করেন। এ জন্যে তিনি সুহাইব রূমী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। বনী কালবের এক ব্যক্তি তাঁকে রোমানদের নিকট থেকে ক্রয় করে মক্কায় নিয়ে আসে। মক্কায় আবদুল্লাহ ইবনে জুদ'আন তাঁকে ক্রয় করে আযাদ করে দেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ইসলামের দাওয়াত দিতে শুরু করেন, তখন সুহাইব এবং আম্মার রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু একই সময়ে আরকামের গৃহে উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণে ধন্য হন। আম্মার রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর মত সুহাইবকেও মক্কার মুশরিকরা নানা ধরনের কষ্ট দেয়। যখন তিনি হিজরতের ইচ্ছ করলেন, তখন মক্কার কুরাইশরা বলল, যদি তুমি ধন-সম্পদ এখানে ছেড়ে যাও, তা হলে যেতে পার, অন্যথায় নয়। সুহাইব (রা) এটা মেনে নিলেন এবং পার্থিব তুচ্ছ বস্তুকে পদাঘাত করে হিজরত

করলেন। মদিনা মুনাওয়ারায় পৌঁছে তিনি নবী করীম ﷺ -এর দরবারে সমুদয় ঘটনা খুলে বললেন। শুনে তিনি বললেন, رَبِحَ الْبَيْعُ এ ব্যবসায় সুহাইব খুবই মুনাফা অর্জন করেছে। অর্থাৎ, সে নশ্বরকে ছেড়ে অবিনশ্বরকে গ্রহণ করেছে।

উমর ইবনে হাকাম থেকে বর্ণিত, মক্কার মুশরিকরা সুহাইব, আম্মার, আবূ ফায়েদা, আমির ইবনে ফুহাইরা প্রমুখ সাহাবীকে এমনই নির্যাতন করত যে, তাঁরা অপ্রকৃতস্থ ও বেহুঁশ হয়ে যেতেন। অপ্রকৃতস্থতা এমনই ছিল যে, মুখ দিয়ে কি বের হচ্ছে, সে খবরও থাকত না।

খাব্বাব ইবনুল আরাত (রা)

খাব্বাব ইবনুল আরাত (রা) ষষ্ঠতম মুসলমান ছিলেন। নবী করীম (সা) আরকামের গৃহে অবস্থান গ্রহণের পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি উম্মে আনমারের দাস ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের ফলে উম্মে আনমার তাঁর ওপর কঠোর নির্যাতন চালায়।

একদা খাব্বাব (রা) উমর (রা) -এর সাথে সাক্ষাত করতে গেলে উমর (রা) তাঁকে নিজ আসনে উপবেশন করান এবং বলেন, বিলাল (রা) বাদে এ মসনদে বসার উপযুক্ত তুমি ছাড়া আর কেউ নেই। এতে খাব্বাব (রা) বললেন, আমীরুল মুমিনীন, বিলালও আমার চেয়ে বেশি উপযুক্ত নন। কেননা, সেই কঠিনতম দিনগুলোতে মক্কার মুশরিকদের মধ্যে কিছু লোক অন্তত বিলালের সহমর্মী ও সহায়তাকারী ছিল। কিন্তু আমার সহায়তাকারী কেউ ছিল না। একদিন মক্কার মুশরিকরা আমাকে জ্বলন্ত অঙ্গারের ওপর চিৎ করে শুইয়ে দিল এবং একজন আমার বুকের ওপর তার পা রাখল, যাতে আমি নড়াচড়া করতে না পারি। তিনি জামা উঠিয়ে পৃষ্ঠদেশের দাগগুলো দেখালেন।

আবূ ফুকায়হা জুহানী (রা)

আবূ ফুকায়হা উপাধি। প্রকৃত নাম ছিল ইয়াসার। তবে উপাধিই বেশি প্রসিদ্ধ। সাফওয়ান ইবনে উমাইয়ার গোলাম ছিলেন। উমাইয়্যা ইবনে খালফ কখনো তাঁর পায়ে রশি বেঁধে হেঁচড়িয়ে নিয়ে বেড়াত। কখনো লোহার বেড়ী পরিয়ে উত্তপ্ত যমীনে উপুড় করে শুইয়ে রেখে পিঠে একটা মস্ত ভারী পাথর রেখে দিত। এমনকি তিনি বেহুঁশ হয়ে যেতেন ; আর কখনো তাঁর গলা টিপে ধরত।

একদিন উমাইয়া ইবনে খালফ তাঁকে উত্তপ্ত যমীনে শুইয়ে তাঁর গলা টিপে ধরল, এ সময়ে সামনে থেকে উমাইয়া ইবনে খালফের ভাই উবাই ইবনে খালফ এসে পড়ল। সে কমীনা দয়া প্রদর্শনের পরিবর্তে বলতে থাকল, আরো জোরে টিপে ধর। কাজেই সে এত জোরে টিপে ধরল যে, লোকে মনে করল তাঁর দম হয়ত বেরিয়ে গেছে। সৌভাগ্যক্রমে আবূ বকর (রা) ঐদিক দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। তিনি আবূ ফুকায়হাকে কিনে নিয়ে মুক্তি দিয়ে দেন।

যানিরা রাদিয়াল্লাহু আনহা

যানিরা রাদিয়াল্লাহু আনহা প্রথম যুগের মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত। তিনি উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর দাসী ছিলেন। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে এতই মারতেন যে, নিজেই ক্লান্ত হয়ে পড়তেন। আবূ জাহলও তাঁকে নির্যাতন করত। আবূ জাহল ও মক্কার অন্যান্য সরদারগণ যানিরা রাদিয়াল্লাহু আনহা-কে দেখলে বলত, ইসলাম যদি এতো ভালো কিছু হতো, তাহলে যানিরা আমাদের অগ্রগামী হতো না। আল্লাহ্ তা'আলা এ প্রসঙ্গে কুরআনে একটি আয়াত নাযিল করেছেন।

কঠিন নির্যাতন ও বিপদের ফলে যানিরা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর দৃষ্টিশক্তি লোপ পেতে থাকে। মক্কার মুশরিকরা বলতে থাকে, লাত ও উয্যা তাকে অন্ধ বানিয়ে দিচ্ছে। যানিরা রাদিয়াল্লাহু আনহা মক্কার মুশরিকদের জবাবে বললেন, লাত ও উয্যার তো এ খবরও নেই যে, কে তাদের পূজা করে। এটা তো আল্লাহ্র তরফ থেকে হয়েছে। আল্লাহ্ যদি চান তাহলে আমার দৃষ্টিশক্তি আবার ফিরিয়ে দিতে পারেন। আল্লাহ্র কুদরতের কারিশমা দেখুন, ঐ রাতের পরদিন প্রভাতেই তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পান। মক্কার মুশরিকরা বলল, মুহাম্মদ যাদু করেছে। আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে কিনে মুক্ত করে দেন।

অল্প কয়েক জন নির্যাতিত সাহাবীর নির্যাতনের চিত্র তুলে ধরা হলো। এ থেকে অনুমান করা যায় যে, ইসলাম গ্রহণ করার ফলে সাহাবায়ে কিরাম কত নির্যাতিত হয়েছেন এবং তারা কত ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন!

একদিন খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর কাছে একটি সংসাদ আসে যা তার কাছে বজ্রাঘাতের ন্যায় মনে হয়েছে। সংবাদটি হচ্ছে, আবূ লাহাবের দুই ছেলে তাদের মা-বাবার প্ররোচনায় ও কুরাইশদের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে রাসূল কন্যা রুকাইয়া ও উম্মে কুলসুমকে তালাক দিয়ে ফেলেছে। রুকাইয়া ও উম্মে কুলসুমের তাদের সাথে আকদ হয়েছিল। তবে সহবাস হয়নি। এর পূর্বেই তাদের সম্পর্কচ্ছেদ হয়ে যায়।

অপর দিকে আবূল আস ইবনুর রবীর অবস্থান ও ভূমিকায় তিনি অত্যন্ত আনন্দি ও আপ্লুত হয়েছেন। মক্কার কাফেরা তাকে বিভিন্ন আকর্ষণীয় প্রস্তাব দিয়ে বলেছিল, তুমি যায়নাব বিনতে খাদীজা রাযিআল্লাহু আনহা-কে তালাক দিয়ে দাও। আমরা তোমাকে মক্কার সবচেয়ে সুন্দরী কন্যা বিয়ে করাব। তিনি তাদের সকল প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বলেন, আল্লাহর কসম ! আমি কখনো বিশ্বস্ত ব্যক্তির মেয়েকে তালাক দিব না।

রুকাইয়া তালাকপ্রাপ্ত হবার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে উসমান ইবনে আফ্‌ফানের সাথে বিয়ে দেন। উমাইয়া বংশের সাথে আত্মীয়তা হওয়ায় খাদীজা রাযিআল্লাহু আনহা অনেক আনন্দিত হয়েছিলেন।

তার এই আনন্দকে ম্লান করে পুনরায় শুরু হয় কষ্ট-ব্যাথা। যখন উসমান (রা) কুরাইশদের আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য সস্ত্রীক হাবশায় হিজরত করেন।

২৬

মুসলমানদেরকে শেবে আবু তালিবে মুশরিকদের অবরোধ

নাজ্জাশী যখন মুহাম্মদ এবং তার সাহাবাদের যথেষ্ট পরিমাণ সম্মান করেছেন, অপরদিকে হামযা ও উমর রাযিআল্লাহু আনহু ইসলাম গ্রহণ করেছেন। এতে করে কুরাইশদের মনোবল ভেঙ্গে পড়ে। অধিকন্তু মুসলমানের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পেয়েই চলছে। কোনো অস্ত্রই সত্য দ্বীনকে প্রতিহত করার ক্ষেত্রে কার্যকর হচ্ছে না। তখন কুরাইশদের সমস্ত গোত্র ঐকমত্যের ভিত্তিতে বনী আবদুল মুত্তালিবকে শেবে আবু তালিবের মধ্যে বয়কট করল। আবূ তালিব বাধ্য হয়ে খান্দানের সবাই সহ শেবে আবু তালিবে আশ্রয় নেন। বনী হাশিম ও বনী মুত্তালিবের মুমিন কাফির নির্বিশেষে তাদের সাথে ছিলেন। মুসলমানগণ দ্বীনের খাতিরে আর কাফিররা বংশীয় আত্মীয়তার সম্পর্কের কারণে বনী হাশিমের মধ্যে কেবল আবূ লাহাব কুরাইশদের সাথে শরীক হয়ে তাদের সঙ্গে রইল।

একাধিক্রমে তিনটি বছর অবরুদ্ধ অবস্থায় খুবই কষ্টের সাথে অতিবাহিত হয়। এমনকি ক্ষুধার কারণে শিশুদের কান্নাকাটির আওয়াজ বাইরে থেকেও শোনা যাচ্ছিল। পাষাণ প্রাণ পাষণ্ডরা তা শুনে শুনে আনন্দবোধ করছিল।

জিহাদ ও আত্মত্যাগ

খাদীজা অবরুদ্ধ মুসলমানদের সাহায্যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছেন। তিনি বনী হাশিম ও বনী আবদে মানাফ এর লোক না হওয়া সত্ত্বেও তার স্বামী ও তার নবী মুহাম্মদ -এর সাথে শেবে আবু তালিবে প্রবেশ করেন।

তিনি তার ভাইপো হাকিম ইবনে হিযাম এর সাথে সাহায্য পাঠানোর পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। উটে খাবার ভর্তি করে শেবে আবু তালিবের প্রবেশদ্বারে এনে ছেড়ে দিত। সে উট শেবে প্রবেশ করত।

একদিনের ঘটনা, হাকিম ইবনে হিযাম তার ফুফু খাদীজা -এর জন্য একটি চাকরের সহায়তায় কিছু খাদ্যশস্য নিয়ে যাচ্ছিলেন। যাওয়ার পথে আবূ জাহল তা দেখে ফেলে এবং বলে, কী, তুমি বনী হাশিমের জন্য খাদ্যশস্য নিয়ে যাচ্ছ ! আমি কখনই তা নিয়ে যেতে দেব না এবং সবার সামনে তোমাকে অপদস্থ করব।

দৈবক্রমে আবুল বুখতারী সেখানে এসে গেলেন এবং অবস্থা বুঝে ফেলে আবূ জাহেলকে বলতে শুরু করলেন, ও নিজের ফুফুর জন্য খাদ্যশস্য পাঠাচ্ছে আর তুমি কেন তাকে গালাগাল করছ ? এতে আবূ জাহেলের ক্রোধ বেড়ে গেল এবং সে যা তা বলতে শুরু করল। আবুল বুখতারী একটি উটের হাড় হাতে নিয়ে আবূ জাহেলের মাথায় এতো জোরে আঘাত করলেন যে, মাথা যখম হয়ে গেল। মার খাওয়ার চেয়ে আবূ জাহেলের কাছে বেশি কষ্টের কারণ ছিল এই যে, এ ঘটনাটি শেবে আবূ তালিবে দাঁড়িয়ে হামযা দেখছিলেন।

তাঁদের এহেন কষ্ট ও বিপদের দরুণ কিছু দয়ার্দ্রচিত্ত ব্যক্তির অন্তরে এ চুক্তিপত্রটি লংঘনের ইচ্ছার উদ্রেক হলো। সবার আগে হিশাম ইবনে আমরের এ চিন্তা হলো যে, আফসোস, আমরা তো খাচ্ছি, পান করছি ; অথচ আমাদেরই নিকটাত্মীয়, ঘনিষ্ট জনেরা কষ্টের পর কষ্ট ও অনাহারের পর অনাহারে দিনাতিপাত করছে ! যখন রাত্রি হলো, তখন তিনি একটি উট বোঝাই খাদ্যশস্য শেবে আবূ তালিবে নিয়ে ছেড়ে দিয়ে এলেন।

একদিন হিশাম ইবনে আমর এ উদ্দেশ্যে যুহাইর ইবনে উমাইয়ার নিকট গেলেন। যিনি ছিলেন আবদুল মুত্তালিবের পৌত্র এবং রাসূলুল্লাহ -এর

ফুফু আতিকা বিনতে আবুদল মুত্তালিবের পুত্র। গিয়ে বললেন, হে যুহাইর ! তোমার কি এটা পছন্দনীয় যে, তুমি যা ইচ্ছা খাও, পরিধান কর, বিয়ে কর, আর তোমার মামা খাদ্যকণা খুঁজে বেড়ান ? আল্লাহর কসম ! যদি আবূ জাহলের মামা এবং মাতুল গোষ্ঠীর লোকের এ অবস্থা হতো, তবে অবশ্যই সে কখনো এরূপ চুক্তিনামার পরোয়া করত না। যুহাইর বললেন, আফসোস, আমি একা একা কি করতে পারি ? যদি আমার একজন সমচিন্তার লোক জুটে যেত, তাহলে আমি এ কাজের জন্য প্রস্তুত আছি।

হিশাম ইবনে আমর সেখান থেকে উঠলেন এবং মুতইম ইবনে আদীর কাছে গেলেন। আর তাকেও সহমর্মী বানিয়ে ফেললেন। মুতইমও বললেন, আমাদের আরো একজন সহমর্মী বানানো প্রয়োজন।

হিশাম সেখান থেকে বেরিয়ে পড়লেন এবং আবুল বুখতারীকে আর এরপর যামআ ইবনে আসওয়াদকে সহমর্মী বানালেন।

যখন এ পাঁচ ব্যক্তি ঐ চুক্তিনামা ভঙ্গ করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন, তখন সবাই সমস্বরে বললেন, কাল যখন সবাই একত্রিত হবে, তখন এ প্রসঙ্গ উঠানো হবে। প্রভাত হলো আর লোকজন মসজিদে একত্রিত হলে যুহাইর দাঁড়িয়ে বললেন, ওহে মক্কাবাসী ! বড়ই দু:খ এবং পরিতাপের বিষয় যে, আমরা খাচ্ছি, পান করছি, কাপড় পরিধান করছি, বিয়ে-শাদী করছি, আর বনী হাশিম ক্ষুধায় মরতে বসেছে। আল্লাহর কসম, যতক্ষণ পর্যন্ত সম্পর্কচ্ছেদের এ নিপীড়নমূলক চুক্তিপত্র ছিন্ন না করা হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি বসব না। আবূ জাহল বলল, আল্লাহর কসম ! এ চুক্তিনামা কখনই ছিন্ন করা যায় না।

যাম'আ ইবনে আসওয়াদ বললেন, আল্লাহর কসম ! অবশ্যই ছিন্ন করা যাবে। যখন এ চুক্তিপত্র লিখা হচ্ছিল, তখনই আমরা সম্মত ছিলাম না। আবুল বুখতারী বললেন, যাম'আ সত্যই বলছেন, আমরা রাজী ছিলাম না। মুতইম বললেন, নি:সন্দেহে এ দু'জন সত্য বলেছেন। হিশাম ইবনে আমর পুনরায় নিজ বক্তব্য সমর্থন করলেন। আবূ জাহল সভার এ রং দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল এবং বলল, এটা রাতে সিদ্ধান্ত নেয়া কোনো ব্যাপার মনে হচ্ছে।

ইত্যবসরে রাসূলুল্লাহ ﷺ আবূ তালিবেকে এ সংবাদ দিলেন যে, আল্লাহর নাম ছাড়া ঐ চুক্তিনামাটির বাকী অংশ পোকায় খেয়ে ফেলেছে এবং 'হে আল্লাহ তোমার নামে' যা প্রথামাফিক সমস্ত লিখার প্রারম্ভে লিখা হয়ে থাকে, সেটুকু ছাড়া বাকী সমস্ত অক্ষরই পোকায় খেয়ে নিয়েছে।

আবূ তালিব এ ঘটনা কুরাইশদের সামনে বর্ণনা করলেন এবং বললেন, আমার ভ্রাতুষ্পুত্র কখনই মিথ্যা বলেনি আর না তার কোনো কথা আজ পর্যন্ত মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। ব্যাস, এসো ; এর ওপর ফায়সালা হয়ে যাক যে, যদি মুহাম্মদের সংবাদ সত্য হয়, তাহলে তোমরা এ যুলুম-অত্যাচার থেকে নিবৃত্ত হবে। আর যদি ভুল প্রমাণিত হয়, তাহলে মুহাম্মদ ﷺ-কে তোমাদের হাতে তুলে দিতে আমি সম্পূর্ণ প্রস্তুত আছি, চাই তোমরা তাকে হত্যা কর অথবা তাকে জীবিত ছেড়ে দাও। জনগণ বলল, হে আবূ তালিব, আপনি নি:সন্দেহে ইনসাফপূর্ণ কথা বলেছেন এবং তৎক্ষণাৎ চুক্তিনামা পরীক্ষা করে দেখা হলো। দেখা গেল সত্যিই আল্লাহর নাম ছাড়া বাকী সমুদয় অংশ পোকায় খেয়ে ফেলেছে। এটা দেখামাত্র অপমান ও লজ্জায় প্রত্যেকের মাথা নিচু হয়ে গেল। এভাবে এই নিপীড়নমূলক চুক্তিপত্রের সমাপ্তি ঘটল নবুওয়াতের দশম বছরে।

২৮

বয়কট থেকে মুক্তি পাওয়ার পর মুশরিকদের নির্যাতন

বয়কট থেকে মুক্তি পাওয়ার পর রাসূল ﷺ তার স্ত্রী ও সন্তানাদি নিয়ে ঘরে ফিরে আসেন।

আবূ লাহাব, হাকাম ইবনে আস, উকবা ইবনে আবূ মুঈত, আদী ইবনে হামরা আস্‌সাকাফী ও ইবনুল আসদা আলহাযালীর মত প্রতিবেশী কাফেররা আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের জন্য ছিল বিরাট পরীক্ষা।

ইবনে ইসহাক (রহ) বলেন, এদের মধ্যে হাকাম ইবনে আস ছাড়া রাসূল ﷺ অন্য কারো থেকে নিরাপদে ছিলেন না। তারা সকলেই সরাসরী রাসূল ﷺ-কে খারাপ প্রতিবেশীর ন্যায় কষ্ট দিত।

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন নামায পড়তেন তখন এদের একজন তার ওপর ছাগলের নাড়িভূড়ী নিক্ষেপ করতো। কখনো তার খাবারপাত্রে এসব আবর্জনা রেখে দিত, যখন খাবার পাকানো হতো। আবার কখনো এরা যখন রাসূল ﷺ-এর ওপর কষ্টদায়ক বর্জ্য নিক্ষেপ করত তখন তিনি তা একটি খাটে বহন করে তার বাড়ীর সামনে এসে বলতেন- হে বনী আবদে মানাফ ! এটা কোন ধরণের নির্যাতন ? অতঃপর তিনি তা রাস্তায় ফেলে

দিতেন। এদের অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্য রাসূল ﷺ পাথরকে আড়াল করে নামায পড়তেন।

অধিকন্তু তিনি আবূ লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামীলের পক্ষ থেকে বিভিন্ন প্রকারের কষ্ট পাচ্ছিলেন। সে প্রায় সময়-ই কাঁটা জমা করে রাতে রাসূল (সা)-এর বাড়ীর সামনে (মসজিদে যাওয়ার পথে) রেখে দিত। যাতে ফজরের নামাযের জন্য তিনি বের হলে কাঁটা বিদ্ধ হয়ে কষ্ট পান। এ প্রসঙ্গেই এ আয়াত অবতীর্ণ হয়-

وَامْرَاَتُهٗ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ . فِيْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ.

অর্থ : 'এবং তার স্ত্রীও, যে লাকড়ি বহন করে আনে, তার গলায় থাকবে শক্তভাবে পাকানো একটি খেজুরের রশি। (সূরা লাহাব : আয়াত-৪-৫)

২৯

রুকাইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর হাবশা থেকে প্রত্যাবর্তন

হাবশায় হিজরতকারী সাহাবাদের কাছে এ মর্মে ভূয়া-মিথ্যা সংবাদ পৌঁছে যে, রাসূল ﷺ এবং কুরাইশদের মাঝে সমঝোতা হয়েছে। তারপর মক্কার লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করতে শুরু করেছে। এ সংবাদ শুনে হাবশায় হিজরতকারী সিংহভাগ সাহাবী মক্কায় ফিরে আসার উদ্দেশ্যে বের হয়ে যান। মক্কার নিকটবর্তী এলাকায় এসে তারা জানতে পারেন, 'মক্কার লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করেছে' বলে যে সংবাদ প্রচারিত হয়েছে, তা ডাহা মিথ্যা। ফলে তাদের অনেককে অপদস্থ হয়ে মক্কায় প্রবেশ করতে হয়েছে। কেউ কেউ প্রতিবেশীর সহায়তায় কেউবা তার পরিবারের কারো সহায়তায় প্রবেশ করেছে। রুকাইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা তার মা খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর কোলে ফিরে আসেন।

ওহীর মুক্তাদানা

কতিপয় ব্যক্তি ৬০ বছর বয়স্কা খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর কাছে এসে মক্কার ঔদ্ধত কাফের আস ইবনে ওয়ায়েল আস সাহমী রাসূল ﷺ সম্পর্কে যে বুলি মানুষকে বলে বেড়াচ্ছে তা তাকে অবহিত করে। খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, সে কী বলে ? তারা বলল, সে বলে- তোমরা মুহাম্মদের কথা রাখত। সে একজন নির্বংশ লোক। তার মৃত্যু হলে তার নাম কিংবা

তার আলোচনা সব বন্ধ হয়ে যাবে। আমরাও তার থেকে মুক্তি পাব। এ কথা শুনার পর খাদীজা রাযিআল্লাহু আনহা -এর চোখ থেকে অশ্রু ঝরতে লাগল। তিনি চোখের অশ্রু মুছছিলেন আর তার মৃত দুই ছেলে কাসেম ও আবদুল্লাহকে স্মরণ করছিলেন।

পরক্ষণেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কাছে এমন সংবাদ নিয়ে আসে, যা শুনে তিনি আবেগ আপ্লুত হন। আল্লাহ তা'আলা এমন একটি সূরা নাযিল করেন, যা মনিমুক্তাতূল্য। সূরাটি হচ্ছে-

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ.

১. নিশ্চয় আমি আপনাকে কাউসার দান করেছি।

২. অতএব আপনি আপনার পালনকর্তার উদ্দেশ্যে নামায পড়ুন এবং কুরবানি করুন।

৩. নিশ্চয় আপনার শত্রুরাই লেজকাটা, নির্বংশ। (সূরা কাউসার : আয়াত-১-৩)

আনন্দে খাদীজা রাযিআল্লাহু আনহা মুসকি হাসি হাসছিলেন। আর বারবার তাঁর ঠোঁট থেকে আল্লাহর প্রশংসা উচ্চারিত হচ্ছিল।

৩০

শ্রেষ্ঠ কে - খাদীজা রাযিআল্লাহু আনহা না আয়েশা রাযিআল্লাহু আনহা ?

শ্রেষ্ঠ কে -মারইয়াম বিনতে ইমরান না ফাতেমা বিনতে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

উত্তম কে - খাদীজা, ফাতেমা না আয়েশা রাযিআল্লাহু আনহা ?

এ সংক্রান্ত অসংখ্য বর্ণনা রয়েছে। শাইখুল ইসলাম আবুল হাসান তাকিয়ুদ্দীন আস-সুবকী (রহ) তার ফাতওয়া গ্রন্থ 'আল-ফাতাওয়ার হালবিয়্যাত' এ আল্লামা হালবের কতিপয় প্রশ্নের জবাবে এ ব্যাপারে বিশদ আলোচনা করেছেন। আমাদের শাইখ সুবকী (রহ)-এর বিশদ আলোচনার সার-সংক্ষেপ বর্ণনা করেছেন, যা এখানে উদ্দিষ্ট।

আমাদের শাইখ বলেন, নববী (রহ) তার গ্রন্থ 'আর রাওযা-তে লিখেছেন- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তাঁর পুত-পবিত্র স্ত্রীগণ নারীকুলের শ্রেষ্ঠ নারী। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

'হে নবী পত্নীগণ ! তোমরা সাধারণ নারীদের মত নও, যদি তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর ।'

আল্লামা সুবকী বলেন, কাযী হুসাইন (রহ)-এর ব্যবহৃত শব্দ হচ্ছে, নবী পত্নীগণ সমস্ত পৃথিবীর নারীদের থেকে শ্রেষ্ঠ। আর কামুলী (রহ)-এর ব্যবহৃত শব্দ হচ্ছে, নবী পত্নীগণ এ উম্মতের সমস্ত নারী থেকে উত্তম ।

সুবকী বলেন- আল্লামা নববী (রহ)-এর উদ্দেশ্য এটা হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। কেননা, এ উম্মতের নারীদের থেকে উত্তম হলে অনিবার্যরূপে সমস্ত উম্মতের নারীদের থেকে উত্তম হবে। কেননা, এ উম্মত হচ্ছে শ্রেষ্ঠ উম্মত। আর শ্রেষ্ঠ উম্মতের নারীদের শ্রেষ্ঠ হলে অন্য শ্রেষ্ঠ উম্মতের নারীদের শ্রেষ্ঠ হবে আরো উত্তমরূপে ।

সুবকী বলেন, তবে একটি দল অপর একটি দলের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করলে শ্রেষ্ঠ দলের প্রতিটি ব্যক্তি অন্য শ্রেষ্ঠ দলের প্রতিটি ব্যক্তি থেকে শ্রেষ্ঠ হওয়া জরুরী নয়। কেউ কেউ মারয়াম, আসিয়া ও মূসা (আ)-এর মা নবী হওয়ার দাবি করেছেন। তাদের দাবি যদি সত্য প্রমাণিত হয়, তাহলে তারা বিশেষত্ব লাভ করবে ।

উত্তম কে- খাদীজা, ফাতেমা না আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা ?

এ ব্যাপারে উলামায়ে কিরামের মাঝে দ্বিমত রয়েছে। তবে আমাদের মনোনিত বক্তব্য হচ্ছে, এদের মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছে ফাতেমা, অতপর খাদীজা রাযিয়াল্লাহু আনহা অতপর আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা। ইবনুল মুকরী তার গ্রন্থ 'রওযা'তে এ ধারাবাহিকতাকে দৃঢ়তার সাথে বর্ণনা করেছেন। এ ক্ষেত্রে দলিল হচ্ছে, বুখারী শরীফে আছে- নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাতেমা রাযিয়াল্লাহু আনহা-কে সম্বোধন করে বলেছেন, ফাতেমা ! তুমি মু'মিন নারীদের মধ্যে কিংবা বলেছেন এ উম্মতের সমস্ত নারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হওয়াতে সন্তুষ্ট নও ?

নাসায়ী (রহ) সহীহ সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, জান্নাতী নারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নারী হচ্ছে খাদীজা বিনতে খুওয়াইলিদ ও ফাতেমা বিনতে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

আমাদের শাইখ প্রমাণ পেশ করেছেন, আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলেছিলেন- আল্লাহ তা'আলা তো আপনাকে তাঁর (খাদীজা রাযিয়াল্লাহু আনহা - এর) থেকে উত্তম স্ত্রী দান করেছেন, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন- না, আল্লাহ তা'আলা আমাকে তার চেয়ে উত্তম স্ত্রী দান করেননি ।

কে উত্তম

আবূ দাউদ (রহ) কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, উত্তম কে- খাদীজা না আয়েশা ? তিনি বলেছেন, নবী করীম ﷺ খাদীজাকে তার রবের পক্ষ থেকে সালাম জানিয়েছেন। আর আয়েশাকে সালাম জানিয়েছেন জিবরাঈল আমীনের পক্ষ থেকে। অতএব প্রথমজনই উত্তম। অতঃপর তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে, কে উত্তম- খাদীজা না ফাতেমা ? তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, ফাতেমা আমার একটি অংশ। আবূ দাউদ (রহ.) বলেন- আমি কাউকে রাসূল ﷺ-এর অংশের সমকক্ষ মনে করি না।

একটি প্রশ্নের উত্তর

এক হাদীসে এসেছে, সারা পৃথিবীর সমস্ত নারীর মধ্যে উত্তম হচ্ছে, মারইয়াম বিনতে ইমরান ও খাদীজা বিনতে খুওয়াইলিদ। অতপর ফাতেমা বিনতে মুহাম্মাদ অতঃপর ফিরআউন স্ত্রী আসিয়া।

এ হাদীস থেকে প্রতিয়মান হয়, খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে শ্রেষ্ঠ।

এ প্রশ্নের উত্তর এভাবে দেয়া হয় যে, উক্ত হাদীসে খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা-কে ফাতেমার ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া হয়েছে তিনি তার মা হওয়ার দিক থেকে। নেতৃত্বের দিক থেকে নয়। প্রথম হাদীস 'ফাতেমা আমার একটি অংশ' প্রমাণ করে ফাতেমা তার মা থেকে উত্তম।

আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু -এর বর্ণিত সহীহ মারফূ হাদীসে আছে, সারা পৃথিবীর সমস্ত নারীদের উত্তম নারী হচ্ছে, মারইয়াম বিনতে ইমরান এবং খাদীজা বিনতে খুওয়াইলিদ। এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, মারইয়াম ছিলেন স্বীয় যুগের সমস্ত নারীদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। তদ্রূপ খাদীজা ছিলেন তার যুগের সমস্ত নারীদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। এটি একটি চমৎকার ব্যাখ্যা ; যার মধ্যে একজনকে অন্য জনের ওপর প্রাধান্য দেয়ার প্রয়োজন নেই।

মারইয়াম নাবিয়া ছিলেন কিনা এ ব্যাপারে মতবিরোধ আছে। যদি নাবিয়া হয়ে থাকেন, তাহলে তিনিই শ্রেষ্ঠ। আর যদি নবী না হয়ে থাকেন, তারপরও তিনি শ্রেষ্ঠ। কেননা, কুরআনে তার আলোচনা এসেছে এবং

তার সত্যবাদিতার সাক্ষ্য দেয়া হয়েছে। রাসূল ﷺ-এর অন্যান্য পত্নীগণ এ স্তরে উপনীত হতে পারেন না। যদিও তারা এ তিন নারী ছাড়া উম্মতের অন্য সকল নারীদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। বাকী পত্নীগণ মর্যাদার দিক থেকে পরস্পরে সমপর্যায়ের। এর রহস্য কী তা একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন।

আমাদের শাইখ বলেন, মারইয়াম এবং ফাতেমার মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ এ আলোচনা কেউ করেনি। তবে আমরা দলিল প্রমাণের আলোকে ফাতেমার শ্রেষ্ঠত্বকে গ্রহণ করি। কেননা, মুসনাদে হারেস ইবনে আবী উসামায় সহীহ মুরসাল সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। মারইয়াম তার জগতের নারীকুলের শ্রেষ্ঠ নারী এবং ফাতেমা তার জগতের নারীকুলের শ্রেষ্ঠ নারী। ইমাম তিরমিযী (রহ) একই হাদীস ইত্তিসাল সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

নাসায়ী (রহ) হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- একজন ফেরেশতা তার প্রভুর কাছে অনুমতি চেয়েছে আমাকে সালাম জানানোর জন্য এবং আমাকে এ সুসংবাদ দেয়ার জন্য যে, হাসান হুসাইন জান্নাতী যুবকদের সরদার হবেন আর তার মা জান্নাতী নারীদের নেত্রী হবেন।

উপরিউক্ত হাদীসসমূহ প্রমাণ করে, ফাতেমা মারইয়াম বিনতে ইমরানের ওপর শ্রেষ্ঠ। বিশেষ করে তিনি যদি নবিয়া না হয়ে থাকেন।

সারকথা : আল্লামা সুবকী (রহ.)-এর মতে ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা তার মায়ের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আর তার মা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা -এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর মারইয়াম খাদীজা (রা)-এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আমাদের শাইখের মতে ফাতেমা মারইয়ামের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

খাদিজার তুলনা

কাযী কুতুবুদ্দীন আল খাইযারী (রহ.) খাদীজা ও মারয়ামের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব দান বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করার পর তার 'আল খাসাইস' নামক কিতাবে বলেন- শ্রেষ্ঠত্বের উপরিক্ত আলোচনা থেকে ফাতেমা (রা) বহির্ভূত। কারণ, তিনি জগতের সকল নারী থেকে উত্তম। কেননা, রাসূল (সা) বলেছেন, ফাতেমা আমার একটি অংশ। আর রাসূল ﷺ -এর অংশের সমকক্ষ কেউ হতে পারে না।

কে উত্তম ?

ইমাম আবূ বকর আয যাহিরী (রহ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, খাদীজা উত্তম না ফাতেমা ? তিনি বলেছিলেন, শরী'আত প্রবর্তক বলেছেন, ফাতেমা আমার অংশ।

শাইখ তকিয়ুদ্দীন আল মুকরীযী তার গ্রন্থ ' ইমতাউস সিমা'তে বলেছেন, মারয়াম যদি নাবিয়্যা হয়ে থাকেন, তাহলে তিনি ফাতেমার চেয়ে উত্তম। আর যদি তিনি নাবিয়্যা না হয়ে থাকেন, তারপরও তিনি উত্তম হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যেহেতু তিনি নাবিয়া হওয়ার মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়েছে। আবার দুজন মর্যাদার দিক থেকে সমপর্যায়ের হওয়ারও সম্ভাবনা আছে। কারণ, বিশেষ দলিল প্রমাণের আলোকে সমস্ত নারী থেকে বিশেষায়িত। আবার ফাতেমা মারইয়ামসহ সকল নারী থেকে শ্রেষ্ঠ হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ, রাসূল ﷺ বলেছেন, ফাতেমা আমার একটি অংশ। আর রাসূলের অংশের সমকক্ষ অন্য কিছু হতে পারে না। শেষোক্ত সম্ভাবনাটি বাস্তব ও সত্য হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

সমস্ত নারী থেকে শ্রেষ্ঠ

যারকাশী (রহ) 'আল খাদেম' গ্রন্থে বলেন, নবী পত্নীগণ সমস্ত নারী থেকে শ্রেষ্ঠ। নববী ও রাফিয়ী এর এ বক্তব্যে নারী বলতে কাদের বুঝানো হয়েছে ? এ উম্মতের সকল নারী না পৃথিবীর শুরুলগ্ন থেকে কিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল নারী।

এ ব্যাপারে মতানৈক্য আছে। তবে এ মতানৈক্য থেকে ফাতেমা (রা) বহির্ভূত। কেননা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ফাতেমা আমার একটি অংশ। আর রাসূলের অংশের বরাবর কেউ হতে পারে না। বুখারীতে আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাতেমাকে বলেছেন, তুমি এ উম্মতের সকল নারী থেকে উত্তম হবে এতে তুমি সন্তুষ্ট- নও ?

৩৫

বিবাহে আবদ্ধ হওয়ার পূর্বে উম্মুল মু'মিন খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর অবস্থা

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর পূর্বে খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা -এর দুই ব্যক্তির সাথে বিয়ে হয়েছিল, যারা তাকে রেখে মারা যায়। তারা হচ্ছেন,

১. আতীক ইবনে আবিদ। তার ঔরসে খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা হারেসা নাম্নী একজন কন্যা সন্তান জন্ম দেন।

২. আবূ হালা আত-তাইমী (মালিক ইবনে যারারাহ)। কেউ বলেছেন, হিন্দ ইবনে যারারাহ। তার ঔরসে দুজন সন্তান জন্ম হয়। একজন কন্যা সন্তান আরেক জন পুত্র সন্তান। কন্যা সন্তানের নাম- হালা আর পুত্র সন্তানের নাম- হিন্দ।

খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা -এর পূর্বের স্বামীদ্বয়ের সকল সন্তানই ইসলাম গ্রহণ করে। তাদের মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ হচ্ছে, হিন্দ ইবনে হিন্দ ইবনে যারারাহ। যিনি আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু -এর খেলাফতকাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। তিনি মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে বসরায় ইন্তিকাল করেছেন। অন্যান্য মায়্যিতের জানাযা রেখে তার জানাযায় মানুষের উপচে পড়া ভীড় ছিল। সকলেই

বলাবলি করছিল, রাসূল -এর সৎপুত্রের জানাযা। রাসূল -এর সৎপুত্রের জানাযা।

তিনি ছিলেন একজন বাগ্মী বিশুদ্ধভাষী। রাসূল -এর অবয়ব অধিকাংশ সময় বর্ণনা করতেন এবং সুন্দরভাবে বর্ণনা করতেন। তিনি বলতেন, আমি বাবা-মা এবং ভাই-বোনদের দিক থেকে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি। আমার বাবা রাসূল । আমার মা খাদীজা । আমার ভাই কাসেম। আমার বোন ফাতেমা ।

হাসান থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমার মামা হিন্দ ইবনে আবু হালার নিকট নবী করীম -এর অবয়ব সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি রাসূল -এর অবয়ব অধিকাংশ সময় বর্ণনা করতেন এবং সুন্দরভাবে বর্ণনা করতেন। আমার আগ্রহ হলো, তিনি আমার কাছে রাসূল -এর কিছু গুনাবলি বর্ণনা করবেন আর আমি তা স্মরণ রাখব এবং যতদূর সম্ভব স্বীয় জীবনে তা প্রতিফলিত করার চেষ্টা করব। (রাসূল -এর মৃত্যুর সময় তার বয়স ছিল মাত্র সাত বছর। ফলে রাসূল -এর অবয়ব ও গুণাবলি ভালোভাবে স্মৃতিবদ্ধ করে রাখার সুযোগ হয়নি।) অতএব তিনি বললেন-

রাসূলুল্লাহ সত্ত্বাগতভাবে মহান ছিলেন আর মানুষের দৃষ্টিতেও বিরাট মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। তাঁর চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল ছিল। মধ্যাঙ্গী লোকের তুলনায় একটু দীর্ঘাকৃতি এবং দীর্ঘাঙ্গী লোকের তুলনায় একটু বেঁটে ছিলেন। মাথা বেশ বড় ছিল। মাথার চুল ঈষৎ ঢেউ খেলানো ছিল। যদি অনায়াসে সিঁথি এসে যেতো তাহলে সিঁথি কাটতেন। অন্যথায় ইচ্ছা করে সিঁথি কাটতেন না। যখন রাসূল -এর চুল লম্বা হয়ে যেত তখন কানের লতি অতিক্রম করে যেত।

মুহিব্বুদ্দীন আত-তাবারী (রহ) বলেন- খাদীজা -এর পূর্বের স্বামীর দুই কন্যা সন্তান সম্পর্কে কোনো আলোচনা আমি পাইনি।

সুতরাং খাদীজা হচ্ছেন, দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন নারী ; যার ইতোপূর্বে বিয়ে হয়েছে। সন্তান হয়েছে। তাকে রেখে তার দুইজন স্বামী পরম্পরায় মারা যায়। তারা তার জন্য রেখে যায় অঢেল সম্পদ, যেগুলোকে তিনি তার জ্ঞানবুদ্ধি দিয়ে লাভজনক ব্যবসায় বিনিয়োগ করতে সক্ষম হয়েছেন। সক্ষম হয়েছেন অনেক পুরুষকে তার ব্যবসায় কাজে লাগাতে।

'তাহেরা' তাঁর উপাধি

তাহেরা অর্থ পবিত্রা নারী আর তাহের অর্থ পবিত্র পুরুষ। ভাগ্যক্রমে মক্কায় তাঁর এবং রাসূল ﷺ-এর উপাধি একই ছিল। রাসূল ﷺ-এর উপাধি ছিল তাহের আর তাঁর উপাধি ছিল তাহেরা। মক্কাবাসী তাকে কুরাইশ নারীদের নেত্রী বলে সম্বোধন করত। পূর্বোক্ত সকল যোগ্যতার পাশাপাশি তিনি ছিলেন কুরাইশের সেরা সুন্দরী নারীদের অন্যতম।

৩৭

নবী করীম ﷺ-এর সম্পর্কের সূচনা

খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা সম্ভ্রান্ত নারীর মত মুদারাবার পদ্ধতিতে ব্যবাসার কাজ আঞ্জাম দিতেন। তিনি ব্যবসায়িকদের পুঁজি দিতেন তারা তা দিয়ে ব্যবসা করত। এর বিনিময়ে তারা পারিশ্রমিক পেত।

খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা সারাক্ষণ এমন একজন আমানতদার বিশ্বস্ত ব্যক্তির অনুসন্ধানে ছিলেন, যিনি তাঁর সমস্ত সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ করবেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দায়িত্ববোধ ও আমানতদারির সুনাম মক্কার ঘরে ঘরে পৌঁছে গেল। পৌঁছে গেল খাদীজার ঘরেও। ফলে তিনি রাসূলের মাধ্যমে ব্যবসা করার আগ্রহ প্রকাশ করলেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে তাঁর প্রথম সাক্ষাতে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে তার বাণিজ্য নিয়ে সিরিয়ায় যাওয়ার প্রস্তাব করলেন। সাক্ষাতের শেষলগ্নে বললেন, হে চাচাতো ভাই ! আপনার সত্যবাদিতা, সচ্চরিত্র, আমানতদারী, কওমের মধ্যে আপনার মর্যাদা এবং আপনার আত্মীয়তার কারণে আপনার প্রতি আসক্ত।

২৫ বছর বয়সী যুবক কুরাইশ সাইয়িদা খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর বাণিজ্য নিয়ে সিরিয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। সাথে খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর গোলাম মায়সারা। রওয়ানা হওয়ার প্রাক্কালে খাদীজা মায়সারাকে উপদেশ দেন- তুমি তার কোনো হুকুমের অবাধ্যতা করব না এবং তার কোনো রায়ের বিরোধিতা করবে না।

বাণিজ্য কাফেলার প্রত্যাবর্তন

সিরিয়া থেকে প্রত্যাবর্তনের পর রাসূল বাণিজ্য লব্ধ সমস্ত সম্পদ খাদীজার নিকট সোপর্দ করলেন। তাঁর এবং খাদীজার মাঝে হিসাব-নিকাশ শেষ হলো। খাদীজা লক্ষ্য করতে পেরেছেন মুহাম্মদ এবং অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের মধ্যকার মুনাফার ব্যবধান, যারা ইতোপূর্বে তার ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ -এর বরকতে এবারে তাঁর বাণিজ্যে এত অধিক মুনাফা অর্জিত হয়েছে যে, ইতোপূর্বে কোনোবারেই এ পরিমাণ মুনাফা অর্জিত হয়নি।

অতঃপর খাদীজা মায়সারাকে ডেকে পাঠান তার কাছ থেকে কাফেলা এবং মুহাম্মদ -এর বিষয়ে শুনার জন্য। মায়সারা এসে এ সফরে বেচা-কেনা, মানুষের সাথে তাঁর মু'আমালা, আমানতদারী ইত্যাদির ক্ষেত্রে রাসূল -এর উন্নত যে চরিত্র ও নৈতিকতা সে দেখেছে তার বিস্তারিত বর্ণনা সে দিল।

যে বিষয়টি নিয়ে খাদীজা দীর্ঘ সময় চিন্তা করল সেটি হচ্ছে, মুহাম্মাদ (সা) সিরিয়া থেকে ফিরে আসার সময় যে পণ্য ক্রয় করে এনেছেন তা বিক্রি করে তার প্রায় দ্বিগুণ লাভ হয়েছে। ব্যবসায়িক প্রথম সফরেই এ যুবকের বিচক্ষণতা দেখতে পেয়ে অভিজ্ঞ ব্যবসায়ী খাদীজা আশ্চর্যান্বিত। পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে এমন উন্নতমানের পণ্যই তিনি নির্বাচন করেছেন যা মক্কাবাসীর অধিক প্রয়োজন। মক্কায় আসার পর মক্কার ব্যবসায়িকরা তা দ্বিগুণ মূল্যে ক্রয় করার জন্য ঝাপিয়ে পড়ে। ফলে এ সফরে খাদীজার ত্রিগুণ লাভ হয়।

সত্যিই এটি আশ্চর্যের বিষয়। এ বিষয়টি খাদীজা -এর মাথায় ঘোরপাক খেতে লাগল।

উম্মুল মু'মিনীন খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর স্বপ্ন

এক রাতে খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা স্বপ্নে দেখতে পান, মক্কার আকাশ থেকে বড় একটি সূর্য নেমে তার ঘরে অবস্থান করেছে। এতে তার ঘরের চতুর পার্শ্ব আলোতে ভরে গেছে। তার ঘর থেকে সে আলো বিচ্ছুরিত হয়ে এর আশপাশ আলোক রশ্মিতে ছেয়ে ফেলেছে। আলোক রশ্মির তীব্রতা চোখ ঝলসানোর পূর্বে হৃদয় ঝলসাতে শুরু করেছে।

খাদীজা ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে বিস্ময়ের সাথে চারদিকে চোখ ঘোরাতে লাগলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই বুঝতে পারেন এখন রাত। এ জন্য সারা পৃথিবী অন্ধকারে আচ্ছাদিত। ঐ আলোক রশ্মি যা ঘুমের মধ্যে তার চোখ ঝলসায়েছে তা এখন তার ভাবাবেগে রশ্মি ছড়াতে লাগল।

যখন প্রভাত হলো, খাদীজা শয্যা ছেড়ে খুব প্রত্যুষে তার চাচাতো ভাই ওরাকা ইবনে নাওফেলের বাড়ীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। তার কাছে গত রাতের চমৎকার স্বপ্নের ব্যাখ্যা পাওয়া যেতে পারে।

খাদীজা ওয়ারাকার ঘরে প্রবেশ করলেন। ওয়ারাকা তখন আসমানী সহীফা পাঠ করছিলেন। তিনি প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যা এর কয়েক সুতূর পাঠ করেন। খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা -এর আওয়াজ তার কানে পৌঁছা মাত্রই তিনি তাকে স্বাগতম জানিয়ে গ্রহণ করেন এবং আশ্চর্য হয়ে তিনি বলতে থাকেন- তুমি খাদীজা ? তুমি তাহেরা ? খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলল, হ্যাঁ, আমি খাদীজা। আমি তাহেরা।

বিস্ময়ে ওয়ারাকা জিজ্ঞেস করল, এত প্রত্যুষে আসার কারণ কি ? খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা বসে অত্যন্ত ধীরস্থিরে গত রাতের স্বপ্নের বিস্তারিত বিবরণ দিলেন আর ওয়ারাকা এতো মনোযোগ দিয়ে খাদীজার কথা শুনছিল যে, তার হাতে যে সহীফা আছে তা সে বেমালুম ভুলে গেল।

খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা তার স্বপ্নের কথা শেষ করতেই ওয়ারাকার চেহারা সুসংবাদে উজ্জ্বল হয়ে গেল। তার ওষ্ঠদ্বয়ে সন্তুষ্টির রেখা ফুটে উঠল। অতঃপর অত্যন্ত গাম্ভীর্যের সাথে তিনি খাদীজাকে বললেন, চাচাতো বোন ! সুসংবাদ গ্রহণ কর, তোমার স্বপ্ন যদি আল্লাহ তা'আলা সত্যে রূপ দান করেন,

তাহলে অবশ্যই অবশ্যই নূরে নবুওয়াত তোমার ঘরে প্রবেশ করবে এবং তোমার ঘর থেকে খতমে নবুওয়তের নূর সারা পৃথিবীতে প্রবাহিত হবে।

আল্লাহু আকবার, এ কী শুনছে খাদীজা ! আর এ কী বলছে ওয়ারাকা ! খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা কিছু সময় বাকরুদ্ধ হয়ে বসে রইল। তাঁর শরীরে বিদ্যুত খেলে গেল এবং তার বক্ষে আশা ও রহমতের আবেগ উতলিয়ে উঠল।

খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা -এর জীবন পাখী আশার ডানায় পাখা মেলে উড়তে লাগল। তিনি প্রহর গুনতে লাগলেন স্বপ্ন বাস্তবায়নের। তার বুকে পাহাড় পরিমাণ আশা, তার স্বপ্ন বাস্তবায়ন হবে। তিনিই হবেন মানবতার কেন্দ্রবিন্দু ; সারা পৃথিবীর নূরের উৎস। তাঁর সুমহান হৃদয়টাও ছিল কল্যাণের ঝরনাধারা। আর তার বিবেক চতুর পার্শ্বের সব কিছুকে অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে গ্রহণ করছে।

অসংখ্য বিয়ের প্রস্তাব তাঁর কাছে আসতে থাকে। কোনো কুরাইশ সরদার তাকে বিয়ের প্রস্তাব পাঠালে তাকে তিনি স্বপ্নের মানদন্ড দিয়ে এবং ওয়ারাকা ইবনে নাওফেলের স্বপ্নের ব্যাখ্যায় তাকে বিশ্লেষণ করেন। কিন্তু এখনো পর্যন্ত কারো ওপর শেষ নবীর গুণাবলি প্রযোজ্য হচ্ছে না। ফলে তিনি তাদেরকে অত্যন্ত সুন্দরভাবে ফিরিয়ে দিচ্ছেন। তাদের প্রত্যেককে বলে দিয়েছেন, এ মুহূর্তে তিনি বিয়ে করতে আগ্রহী নন।

৪০

খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরিচয়ের সূত্রপাত

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শৈশব থেকে কৈশোর, কৈশোর থেকে যৌবনের গুরুত্বপূর্ণ একটি সময় মক্কা থেকে শত শত মাইল দূরে আবওয়া নামক স্থানে কাটিয়েছেন। এ বয়সে কুরাইশ বংশের হাশিমী যুবকরা তাদের জীবনটাকে ইচ্ছামাফিক উপভোগ করতে পারত। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে বয়সটা এমন দু:খ কষ্টের মধ্যে কাটিয়েছেন, যার স্মৃতি তাকে জীবনের বাঁকে বাঁকে পীড়া দিয়েছে। শৈশবের সেই দু:খ-কষ্টগুলো তার পিছু ছাড়েনি। আঠার বছর বয়স পর্যন্ত বিভিন্ন কষ্টকর দৃশ্যাবলি ধারাবাহিক অবলোকন করার কারণে তাঁর জীবনের বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

তিনি নিজেকে আবওয়া নামক স্থানের সেই গর্তের আশপাশই দেখতে পেতেন যেখানে লোকেরা তার মাতার সম্মানিত দেহটি রেখে এসেছিল। যেখানে তিনি সকল কিছু হারিয়ে ছিলেন। হয়েছিলেন মাতৃ আশ্রয়হীন।

তিনি প্রায় সময় ভাবতেন, তার মার মৃত্যুর সময় আসার পর তিনি তার মাকে অল্প সময়ের জন্যও জীবিত রাখতে পারলেন না।

কখনো কখনো জীবনের বিভিন্ন ব্যস্ততা তার সেই দু:খ কষ্টের কথা ভুলিয়ে দিত এবং চোখের সামনে তার প্রিয় ব্যক্তির মৃত্যুর ঘটনাকে সবসময় স্মরণ করা থেকে তাকে অবসর দিত। কিন্তু পরিপূর্ণরূপে তা দূর করতে পারেনি। কেননা, তার হৃদয়ের পার্শ্বসমূহ তো সেই দূরবর্তী এলাকার স্মৃতিচারণে আন্দোলিত হতো। এবং প্রায় সময় তার হৃদয় মরুভূমির মাঝে শায়িত তার আম্মাজানের শয্যার আশপাশেই ঘুরে ফিরত।

অনেক সময় তিনি মক্কার সেই পরিত্যক্ত বাড়ীটিতে ঘুরে ফিরতেন যে বাড়ীতে তার দুখিনী মা তাকে দীর্ঘ দিন আগলে রেখেছিল।

অধিকাংশ সময় বালক মুহাম্মদ ﷺ মক্কার বাহিরে চারণগাহে যেতেন। সন্ধ্যা হলে বাড়ী ফিরার সময় হারাম শরীফে প্রবেশ করার পূর্বে কিছু সময় শৈশবে ইয়াসরিব থেকে মাকে দাফন করে একাকি ফিরে আসার যাত্রার স্মৃতিচারণ করতেন। এ সময়ে তার পিতৃমাতৃহীন একাকি অবস্থা খুব বেশি অনুভব হতো। সে সময় তার বাদী 'বারাকা' নিশ্চুপ নির্বিক দাঁড়িয়ে থাকত। তার পদাঙ্ক অনুসরণ করত এবং তাকে নিয়ে তার দাদা আবদুল মুত্তালিবের বাড়ী এসে পৌছত।

তাঁর মমতাময়ী দাদা শৈশবে ঘটে যাওয়া এ দু:খজনক ঘটনাকে ভুলানোর কত চেষ্টাই না করেছেন। আবদুল মুত্তালিবের প্রিয় ছোট্ট এ নাতীর হৃদয়ের যখমকে সাড়ানোর জন্য কত দাওয়া যে তারা ব্যবহার করেছেন তার ইয়াত্তা নেই। কিন্তু সেই ভয়ংকর আগন্তুক (মালাকুল মাওত) তার পরিবারকে বারবার কষ্ট দিয়েছে। প্রথমে তার পিতাকে ছিনিয়ে নিয়েছে। অতঃপর তার মাতাকে। সে আবার আগমন করল। সে বনু হাশেমের পুরো এলাকা ঘুরে এসে তাদের সরদার আবদুল মুত্তালিবের বিছানার নিকট থামল এবং আবদুল মুত্তালিবকে অনন্ত যাত্রার ব্যাপারে সতর্ক করতে লাগল।

বালক মুহাম্মদ ﷺ-এর চলার গতি দ্বিতীয়বারের মতো থমকে দাঁড়াল। তাঁর পিতার মৃত্যুর পর যাকে পিতারূপে পেয়েছিলেন, তিনিও বিদায়ের পথে। মুমূর্ষু বৃদ্ধ আবদুল মুত্তালিবের কণ্ঠেও নাতির এ অবস্থার কথা চিন্তা করে ব্যথাতুর আওয়াজ বেরিয়ে এলো। তিনি তার ছেলে আবু তালিবকে কাছে ডেকে মুহাম্মাদের ব্যাপারে ওসিয়ত করে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

দাদার মৃত্যুর পর নতুন বাড়ীতে মুহাম্মদ স্থানান্তরিত হলো। এখানে তিনি তার চাচার মাঝেই তৃতীয়বারের মতো পিতাকে খুঁজে পেলেন। কিন্তু তাঁর মায়ের শূন্যতা বাকিই রয়ে গেল। এ শূন্যতা জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বাকি ছিল।

বনূ হাশিমের কিশোরদের খেলার মাঠের চিৎকার শোরগোল তাঁর কান থেকে অন্তিম শয্যায় শায়িত মুমূর্ষু মায়ের শেষ আর্তনাদকে কখনো দূর করতে পারেনি। যে আওয়াজ তার কানে সবসময় প্রতিধ্বনিত হতো। আর তাঁর হৃদয়টা খেলার-মাঠের সীমানা পেরিয়ে মরুভূমির মাঝে ঘুরে ফিরত।

মক্কা নগরীতে কা'বা শরীফের আশপাশের জৌলশ জীবন রাসূল ﷺ-এর মন থেকে আবওয়ার নিকটে তার আম্মাজানের মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তের দৃশ্য কখনো মুছতে পারেনি। প্রতি সন্ধ্যায় মক্কা নগরীতে প্রবেশের সময় অসহায় একাকী প্রবেশ করতেন। সর্বদায় তিনি নির্জনে চুপচাপ থাকতেন। রাতের অন্ধকার যখন ঘনিভূত হতো, তখন তিনি নিজের মাঝে খুব কষ্ট অনুভব করতেন। তিনি সবসময় একাকিত্ব অনুভব করতেন। এভাবে এ বাড়ী যে তাকে কত দীর্ঘ ১৭টি বছর ধোঁকা দিয়েছে। খেলার মাঠ থেকে ফেরার সময় মনে হতো মাকে গিয়ে বাড়ীতে পাবে কিন্তু না, বাড়ী যাওয়ার পর আর মাকে পেতেন না। তখন কষ্ট আরো বেড়ে যেত।

চাচা আবূ তালেব রাসূল ﷺ-এর দুঃখ লাঘব করাকে নিজের বড় দায়িত্ব মনে করতেন। কোথায় গেলে এর থেকে কিছুটা পরিত্রাণ পাওয়া যাবে তিনি ভাবতে লাগলেন। চিন্তা ফিকিরের পর মনস্থির করলেন তাকে সিরিয়া পাঠাবে। যেভাবে তাঁর শৈশবকালে একবার তাঁর চাচার সাথে সফর করেছিলেন।

একদিন সকালে চাচা ভাতিজাকে লাভজনক সফরের ব্যাপারে উৎসাহিত করতে লাগলেন। বললেন, হে আমার প্রিয় ভাতিজা ! আমি এমন ব্যক্তি যার তেমন কোনো সম্পদ নেই আর আমাদের দিনগুলো অত্যন্ত দু:খ কষ্টে অতিবাহিত হচ্ছে। অথচ আমার কোনো ব্যবসাও নেই, সম্পদও নেই। এই যে তোমার গোত্রের কাফেলা সিরিয়ার দিকে রওয়ানা দিচ্ছে। খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা তার মাল দিয়ে লোকজনকে ব্যবসার জন্য পাঠায় আর যা লাভ হয় তা তাতে ঐ ব্যক্তিরও অংশ থাকে। যদি তুমি যেতে চাও, তাহলে অবশ্যই সে তোমাকে অন্যদের ওপর প্রাধান্য দিবে। কেননা, তোমার সত্যবাদিতা, আমানতদারী সম্পর্কে তিনি ভালোভাবেই অবগত। কিন্তু আমি তোমার সিরিয়ায় যাওয়া আমার পছন্দনীয় নয়। কেননা, তোমার ব্যাপারে আমি ইহুদীদেরকে ভয় করি।

আমার নিকট খবর এসেছে যে, এক লোককে দুইটি গরুর বিনিময়ে কাজে লাগিয়েছে। কিন্তু আমরা তোমার ব্যাপারে এমন বিনিময় পছন্দ করি না। সুতরাং আমি কি তোমার ব্যাপারে কথা বলব?

মুহাম্মদ ﷺ বললেন, হে চাচা ! আমি কি বলব?

অন্য বর্ণনায় আছে, খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা নিজেই রাসূল ﷺ -এর চারিত্রিক গুণাবলির কথা শুনে তার ব্যবসায়িক কাজ করার জন্য প্রস্তাব পাঠিয়েছেন। কেননা, ২৫ বছর বয়সে মক্কায় রাসূল ﷺ-কে সকলে আল-আমীন হিসেবে চিনত। খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা তার গোলাম মায়সারার সাথে ব্যবসায়িক কাজে সিরিয়া যাওয়ার সরাসরি প্রস্তাব করলেন এবং বললেন, অন্যদেরকে যা মজুরী দেয়া হয় তার চেয়ে দ্বিগুণ দেয়া হবে।

চাচা আবূ তালেবের পরামর্শে প্রস্তাব গ্রহণ করে সিরিয়ার সফরে বের হলেন এবং ফিলিস্তিনের বুশরা শহরের বাজারে বেচা-কেনা করে এমন লাভবান হয়ে দেশে ফিরে এসেছেন যেমন লাভ কখনো কোনো বারেই হয়নি। প্রায় দ্বিগুণ লাভবান হন। খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা রাসূল ﷺ -এর জন্য যে মজুরী নির্ধারণ করেছিলেন তার চেয়ে দ্বিগুণ মজুরী দিয়ে দিলেন।

সফর থেকে ফেরার পর তার গোলাম মায়সারার কাছ থেকে বিস্ময়কর সব খবর শুনে খাদীজা রাসূল ﷺ -এর সাথে সাক্ষাতের আগ্রহ প্রকাশ করল। সে হিসেবে রাসূল ﷺ বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করার পর তার উটে চড়ে

খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা -এর বাড়ীর দিকে রওয়ানা হলেন। তখন খাদীজা (রা) তার বাড়ীতেই অবস্থান করছিলেন এবং উদ্বেগ উৎকণ্ঠা মিশ্রিত দৃষ্টিতে রাস্তার দিকে বারবার তাকাচ্ছিলেন। আর তার পাশে বসে গোলাম মায়সারা সফরের বিভিন্ন আশ্চর্যজনক সংবাদ শুনিয়ে যাচ্ছিল।

একেবারে শেষ মূহূর্তে যখন তার বাড়ীর নিকটে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বৈশিষ্ট্যসূচক সুদর্শন চেহারা স্পষ্ট হলো তখন তিনি তাকে অভিবাদন জানানোর জন্য দ্রুত ধাবিত হলেন এবং অত্যন্ত নরম, মিষ্টি ও মার্জিত ভাষায় তাকে অভিবাদন জানালেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তার দিকে তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নিলেন। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা-কে তার সফরের এবং ব্যবসার লাভবান হওয়ার সংবাদ জানালেন। আর তিনি সিরিয়া থেকে যে সকল উৎকৃষ্ট বস্তু নিয়ে এসেছেন তারও সংবাদ দিলেন। খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা চুপচাপ বসে শুনছিলেন। দেখে মনে হচ্ছিল একজন প্রবল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষের সামনে অঢেল সম্পদের অধিকারী নারী ধরাশায়ী হয়ে গেল। এভাবেই বৈঠক শেষে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চলে গেলেন। আর খাদীজা (রা) স্থির দাঁড়িয়ে রইলেন। কিন্তু তার দুই নয়ন রাস্তার বাঁকে বাঁকে রাসূল (সা)-কে অনুসরণ করতে লাগল। চেয়ে রইলেন তাঁর যাওয়ার পথে।

৪১

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বিয়ে করার মনোবাঞ্ছনা

ইবনে ইসহাক (রহ) বলেন- খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা আরবের সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়িক ধনী একজন মহিলা ছিলেন। মক্কার অনেক লোক তার মাল দিয়ে মুদারাবার ভিত্তিতে ব্যবসা করত। তিনি তাদেরকে এর পারিশ্রমিক দিতেন। কুরাইশ গোত্রের সকলে ছিলো ব্যবসায়ী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সত্যবাদিতা, আমানতদারী ও উন্নত চরিত্রের সুনাম যখন খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা -এর কাছে পৌঁছল, খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা তখন প্রস্তাব পাঠান যে, তিনি যদি তার পণ্য সামগ্রী নিয়ে সিরিয়া গমন করেন, তবে অন্যদের চেয়ে অধিক সম্মানী দেয়া হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার চাচা আবূ তালেবের পরামর্শে এ প্রস্তাব গ্রহণ করলেন এবং খাদীজার দাস মায়সারাকে সঙ্গে নিয়ে সিরিয়ার দিকে রওয়ানা হলেন।

সিরিয়ায় পৌঁছে রাসূলুল্লাহ ﷺ এক পাদ্রীর গির্জার সন্নিকটে একটি ছায়াদার বৃক্ষের নিচে বসেন। পাদ্রী মায়সারার কাছে এসে বলল, কে ঐ ব্যক্তি যিনি এ বৃক্ষের নীচে উপবেশন করেছেন। মায়সারা বলল, এ ব্যক্তি কুরাইশ বংশের লোক এবং হেরেমের অধিবাসী। অতঃপর পাদ্রী মায়সারাকে বলল, নবী ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তি কখনো এ বৃক্ষের নীচে অবতরণ করেনি।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা থেকে আনীত সকল পণ্য বিক্রি করলেন এবং সিরিয়া থেকে মক্কাবাসীর অধিক প্রয়োজনীয় পণ্য সামগ্রী ক্রয় করে নেন। অতঃপর মক্কার উদ্দেশ্যে কাফেলা রওয়ানা হয়। সঙ্গে মায়সারাও ছিলেন।

মায়সারা বর্ণনা করেন- সিরিয়া থেকে যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ রওয়ানা দেন তখন ছিল দ্বিপ্রহর এবং প্রচণ্ড গরম। রাসূলুল্লাহ ﷺ উটের ওপর আরোহী। আমি দুজন ফেরেশতাকে দেখেছি- তারা তার মাথার ওপর ছায়া বিস্তার করে রেখেছে। মক্কায় খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা -এর কাছে তিনি পণ্য নিয়ে আগমন করার পর খাদীজা তা বিক্রি করে প্রায় দ্বিগুন লাভবান হন। এরপর মায়সারা এ সফরের সমস্ত ঘটনা বিস্তারিত বর্ণনা করলো।

খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা এখন ঐসব ঘটনা আর আলোচনা নিয়ে ব্যস্ত। ব্যস্ত সে মুহাম্মাদ সম্পর্কে মায়সারার ঘটনা নিয়ে। তাঁর চাচাতো ভাই ওয়ারাকার ভবিষ্যতবাণী তাকে আরো চিন্তামগ্ন করল। সে বলেছে- মুহাম্মদ এ উম্মতের নবী হবে। ঐ স্বপ্ন তার সারা মাথায় ঘোরপাক খাচ্ছে। ওয়ারাকার কথাগুলো তার গভীরে বারবার প্রতিধ্বনি হচ্ছে। 'চাচাতো বোন ! তুমি সুসংবাদ গ্রহণ করো। আল্লাহ তা'আলা যদি তোমার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করে, তাহলে তোমার ঘরে নূরে নবুওয়ত প্রবেশ করবে। তোমার ঘর থেকেই সর্বশেষ নবুওয়াতের নূর পৃথিবীব্যাপী প্রবাহিত হবে।'

খাদীজা এখন কল্পনার রাজত্ব থেকে স্থানান্তরিত হয়ে বাস্তব পৃথিবীতে ফিরে এসেছে। সে মুহাম্মদ ﷺ -এর মধ্যে যতই চিন্তা ফিকির করছে ততই তার কল্পনার খালি পাতাগুলো ভরতে শুরু করেছে।

অনেক দলিল প্রমাণের আলোকে খাদীজার কাছে এ কথা প্রমাণিত হয়েছে যে, মুহাম্মদ-ই হবেন সর্বশেষ নবী। ফলে তিনি আশা করতে শুরু করলেন তাকে তার স্বামী বানানোর। কিন্তু তার পদ্ধতি ও উপায় কি ?

তিনি ছিলেন একজন সম্ভ্রান্ত ধনাঢ্য নারী। অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ও বিচক্ষণ। ফলে তার মত নারী কুরাইশ সরদারদের লক্ষ্যবস্তু ছিল। অসংখ্য কুরাইশ সরদার তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিল। তিনি তাদের সবাইকে অত্যন্ত সুন্দর ভাষায় ফিরিয়ে দিয়েছেন। কারণ তারা ছিল সম্পদলোভী। কিন্তু তিনি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে পেয়েছেন সবার ব্যতিক্রম। সম্পদের প্রতি তার নেই কোনো মোহ। নেই তার সৌন্দর্যের প্রতি আসক্তি। দায়িত্ব আঞ্জাম দেয়ার পর তিনি সন্তুষ্টি চিত্তে বাড়ী যান। খাদীজা রাদিআল্লাহু আনহা পেয়েছেন তার হারানো অমূল্য সম্পদ।

৪২

বান্ধবীর মাধ্যমে বিয়ের প্রস্তাব প্রদান

সাইয়িদা খাদীজা রাদিআল্লাহু আনহা সারাক্ষণ চিন্তা করছেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে নিয়ে। এবং চিন্তা করছেন কে তাদের মাঝে বিয়ের মধ্যস্থতা করবে।

একদিন খাদীজা রাদিআল্লাহু আনহা তার নিকটতম বান্ধবী নাফীসা বিনতে মুনাব্বিহ এর কাছে বিষয়টি খুলে বলেন- নাফীসা মুহাম্মদের পরিবারেরও একজন নিকটতম ব্যক্তি। তিনি সরাসরি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কাছে গিয়ে পরোক্ষভাবে বিয়ের কথা উল্লেখ করেন। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বিনয়ের সাথে বলেন, বিয়ের বিষয়টি আমার হাতে না। তখন তিনি মুসকি হেসে গুরুত্বের সাথে বলেন, মহিলাটি যদি এমন হয় যার সৌন্দর্য, বংশ ও অর্থ-সম্পদ সবকিছু তোমাকে আকৃষ্ট করে, তারপরও তুমি সাড়া দিবেনা ? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, কে সেই নারী ? নাফীসা বলল, খাদীজা বিনতে খুওয়াইলিদ। নামটি শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চেহারায় আনন্দের বৈশিষ্ট্যাবলি ফুটে উঠল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, যদি তাই হয়, তাহলে তার কাছে আমার কথা আলোচনা করে দেখেন। উত্তম একটি বিয়ের ব্যবস্থা করতে পেরে নাফীসাও অনেক খুশী হলো।

দূর্বল সূত্রে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পরম বন্ধু আবূ বকর সিদ্দীক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ও ছিলেন সেই বিয়ের মধ্যস্থতাকারী। তিনিই বিয়ের আগ পর্যন্ত তার এবং খাদীজার মধ্যকার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করেছেন।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-তার চাচা হামযাকে সাথে নিয়ে খাদীজার বাড়ীতে যান এবং প্রস্তাবের কাজ সম্পন্ন করেন।

৪৩

আকদের দিন

মুহাম্মদ ﷺ এবং খাদীজা (রাদিয়াল্লাহু আনহা)-এর বিয়ের প্রস্তাবনা এবং পরস্পর পরিচিতির দিনগুলো শেষ হয়ে অবশেষে আভির্ভূত হলো আকদের দিন। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সকল পিতৃব্য উপস্থিত হলো। আবূ তালিব বিয়ের খুতবা পাঠ করলেন। তিনি খুতবায় বললেন-

"অতঃপর মুহাম্মদ তো এমন এক ব্যক্তিত্ব, কুরাইশের মাঝে যে যুবক সম্ভ্রান্ত, উচ্চ মর্যাদা, গুনপনা ও জ্ঞানে সেরা, তার সাথে কাউকে তুলনা করা হলে তারই পাল্লা অধিক ভারী হবে। সম্পদ যদিও তার কম, কিন্তু ধন-সম্পদ তো এক অস্তাচলমান ছায়া মাত্র এবং এমন বস্তু, যা প্রত্যার্পণ করা যায়। তিনি খাদীজা বিনতে খুওয়াইলিদের সাথে বিবাহ বন্ধনে ইচ্ছুক এবং খাদীজাও তার সাথে বিবাহে আগ্রহী।"

খাদীজার চাচা আমর ইবনে আসাদ ইবনে আবদুল উযযা সামনে এগিয়ে বেড়ে প্রথমে মুহাম্মদ ﷺ-এর প্রশংসা করেন। অতঃপর তিনি খাদীজার ভাই আমর ইবনে খুওয়াইলিদের উপস্থিতিতে তাদের বিয়ে পড়ান। তাদের বিয়ে সংঘটিত হয়েছিল যে বছর কুরাইশরা কাবাকে পুনঃ নির্মাণ করেছিল।

৪৪

খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর বাবা কর্তৃক বিয়ে প্রত্যাখ্যান

দু:খজনক হলেও সত্য যে, আকদের সময় খাদীজার বাবা ছিল অচেতন ও নেশাগ্রস্ত।

বাসর রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিধান করেছিলেন হুল্লা। আর খাদীজা (রা) ব্যবহার করে ছিলেন বিভিন্ন সুগন্ধি। সকালে ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, এ হুল্লা কার ? এ সুগন্ধি কোত্থেকে ? লোকেরা বলল, এটা আপনাকে আপনার মেয়ের জামাই মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ হাদিয়া দিয়েছে। খুওয়াইলিদ কেউ তার মেয়ের জামাই হবে তা সে মানতে পারেনি। সে চিৎকার করতে করতে বেরিয়ে এসে হাজরে আসওয়াদের কাছে অবস্থান করে। এ সংবাদ বনূ হাশিমের কাছে পৌঁছলে বনূ হাশিম দৌড়ে আসে। তাদের সাথে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও আসেন। অতঃপর তারা যখন তার আলোচনা করল তখন তিনি শান্ত হলেন। অতঃপর তিনি বললেন, তোমাদের ঐ জনাব কোথায় ? যার ধারণা হচ্ছে আমি তাকে খাদীজার সাথে বিয়ে দিয়েছি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সামনে আসলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে দেখতে পেয়ে বললেন, যদি আমি তাকে খাদীজার সাথে বিয়ে দিয়ে থাকি, তাহলে তো আমার সম্মতি আছেই। আর যদি বিয়ে না দিয়েও থাকি, তাহলে এখন তাকে আমি বিয়ে দিলাম।

৪৫

খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর মোহর

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার অস্বচ্ছলতা সত্ত্বেও তিনি খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা -এর উপযোগী মোহর প্রদান করেছেন। তিনি মোহর হিসেবে তাকে অল্প বয়সী ১০টি উট দিয়েছেন। তার চাচারাও খাদীজাকে মূল্যবান অনেক হাদিয়া দিয়েছেন। কিছুদিন পর খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর সম্মানার্থে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পূর্বোক্ত মোহরের সাথে ১২ ওকিয়া স্বর্ণ সংযোজন করেছেন।

৪৬

ওলীমা

খাদীজা রাযিআল্লাহু আনহা -এর সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর বাসর হয়েছে। পরের দিন যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর থেকে বের হওয়ার ইচ্ছা করলেন। তখন খাদীজা রাযিআল্লাহু আনহা তাকে বললেন, হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! কোথায় যাচ্ছেন ? যান। মানুষকে একটি অথবা দুইটি উট যবাই করে খাওয়ান। রাসূলুল্লাহ (সা) তাই করলেন।

৪৭

স্বীয় গোত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মর্যাদা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর যে সব ঘটনা ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করে থাকেন এবং যা স্বীয় গোত্রে তার মর্যাদার ওপর প্রমাণ বহন করে এর অন্যতম একটি ঘটনা হচ্ছে-

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বয়স যখন ৩৫ বছর তখন কাবা পুন:নির্মাণ বিষয়ে কুরাইশ সমবেত হয়। তাদের নিকট কাবা নির্মাণে অংশ গ্রহণ মর্যাদা ও সম্মানের প্রতীক হওয়ায় তারা নিজেদের মধ্যে কাজ বণ্টন করে নেয়। পূর্ববর্তী বণ্টন অনুযায়ী প্রতিটি গোত্রই কাবা নির্মাণের জন্য পৃথক পৃথক পাথর জমা করে নির্মাণ কাজ শুরু করে । যখন নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হলো এবং হাজরে আসওয়াদকে তার স্থানে রাখার সময় এলো, তখন ভীষণ মতবিরোধ দেখা দিল। তরবারি কোষমুক্ত করা হলো এবং লোকজন যুদ্ধ-বিগ্রহ, হত্যা-ধ্বংসের কাজে প্রতিজ্ঞ হলো। যখন চার-পাঁচদিন এভাবে কেটে গেল এবং কোনো সিদ্ধান্তই হলো না, তখন আবূ উমাইয়া ইবনে মুগীরা মাখযূমী, যিনি কুরাইশদের মধ্যে ছিলেন বয়োজ্যোষ্ঠ এবং গ্রহণীয় ব্যক্তিত্ব, এ রায় দিলেন যে, কাল প্রভাতে যিনি সর্বপ্রথম মসজিদে হারামের দরজা দিয়ে প্রবেশ করবেন, তাকেই সিদ্ধান্ত দানকারী বানিয়ে তার দ্বারা সিদ্ধান্ত নিয়ে নাও। সবাই এ রায় পছন্দ করল। প্রভাত হলে সমস্ত লোক মসজিদে হারামে পৌঁছে কি দেখল ? সবাই দেখল যে, সর্বপ্রথম

আগমনকারী ব্যক্তি হলেন মুহাম্মদ ﷺ তাঁকে দেখে সবার মুখ থেকে অবলীলায় এ বাক্য বেরিয়ে এলো-

هٰذَا مُحَمَّدُ الْاَمِيْنُ رَضِيْنَا هٰذَا مُحَمَّدُ الْاَمِيْنُ

অর্থ : 'এই তো মুহাম্মদ, আল-আমীন, আমরা সবাই তাঁকে সালিশ মানতে সম্মত; ইনিই তো মুহাম্মদ আল-আমীন।

তিনি একটি চাদর চেয়ে নিলেন এবং হাজরে আসওয়াদকে তার ওপর রেখে বললেন, প্রত্যেক সম্প্রদায়ের নেতৃবর্গ এ চাদর ধরুন, যাতে এ সম্মানজনক কাজ থেকে কোনো সম্প্রদায়ই বঞ্চিত না হয়। এ ফয়সালা সবাই পছন্দ করল এবং সবাই মিলে চাদর উঠাল। যখন সবাই এ চাদর উঠিয়ে ঐ স্থানে পৌঁছল, যেখানে তা রাখতে হবে, তখন তিনি নিজে এগিয়ে এলেন এবং স্বীয় পবিত্র হাত দ্বারা হাজরে আসওয়াদকে যথাস্থানে রেখে দেন। এভাবে তিনি স্বীয় গোত্রে আল-আমীন উপাধিতে ভূষিত হন।

৫০

রাসূল ﷺ-এর তত্ত্বাবধানে খাদীজা রাযিয়াল্লাহু আনহা-এর সন্তান

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন খাদীজা রাযিয়াল্লাহু আনহা -এর ঘরে তার স্বামী হয়ে প্রবেশ করেন তখন তার ঘরে তিনজন সৎ সন্তান ছিল। এদের মধ্যে দুজন কন্যা সন্তান আর একজন পুত্র সন্তান। কন্যা সন্তান দুজন হচ্ছে, হিন্দ বিনতে আতীক ও হালা বিনতে যারারা। আর পুত্র সন্তান হচ্ছে, হিন্দ ইবনে যারারা। তারা সকলে ১৫ বছর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর তত্ত্বাবধানে লালিত পালিত হন। অতপর রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন নবুওয়াতপ্রাপ্ত হন তখন সকলেই ইসলাম গ্রহণ করে। সকল মেয়ের বিয়ে হয়। হিন্দ ইবনে যারারা আলী রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু -এর খিলাফত পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে তিনি বসরায় ইন্তিকাল করেন।

তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অবয়ব অধিকাংশ সময় বর্ণনা করতেন এবং সুন্দরভাবে বর্ণনা করতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অবয়ব সম্পর্কে সুপ্রসিদ্ধ বর্ণনাগুলো তার সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

তারীখের কিতাবাদিতে হিন্দ ইবনে আবূ হালা নামে প্রসিদ্ধ ব্যক্তিটিই হচ্ছেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সৎ ছেলে। তিনিই হচ্ছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নাতি নাতনীদের মামা। যিনি তাদের কাছে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অবয়বের সুক্ষ্ম বর্ণনা দিতেন। তারাও অত্যন্ত আগ্রহের সাথে তার কাছ থেকে শুনতেন। কারণ তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মৃত্যুর সময় অল্প বয়স্ক ছিল। ফলে তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অবয়ব ও গুণাবলী ভালভাবে স্মরণ রাখতে পারেনি।

৫১

নবী ﷺ ও খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহা-এর বংশের মিলন স্থল

বিভিন্ন দলিল প্রমাণের আলোকে এ ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, মুহাম্মদ ﷺ-এর স্ত্রীর পরিবারের সাথে অনেক দিক দিয়ে সম্পর্কযুক্ত ছিল। যথা : তার ভাই আওয়াম বিন খুয়াইলিদ রাসূল ﷺ-এর এর ফুফু সাফিয়া বিনতে আব্দুল মুত্তালিবকে বিবাহ করেন। আর তার পুত্র যুবাইর ইবনুল আওয়াম রাসূল ﷺ-এর হাওয়ারী তথা বিশেষ সহযোগী হওয়ার মাধ্যমে তাদের বংশকে আরো গৌরব উজ্জ্বল করেন। অপর দিকে খাদিজার বোন হালাহ বিনতে খুয়াইলিদের ছেলে ইবনু বারীয়া যে তার খালাত বোন যয়নব বিনতে মুহাম্মদকে বিবাহ করেন। তাদের দু'জনের সুন্দর সে ঘর সংসার হয়। তাদের জীবনী নিয়ে সময় মত আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ। আর "হালার" বোন খাদিজার মাধ্যমে রাসূল ﷺ-এর নিকট একটি মর্যাদার স্থান তৈরী হয়েছিল। বিশেষ করে খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহা-এর মৃত্যুর পর যখন নবী ﷺ তাকে দেখতেন তখন খুবই আনন্দিত হতেন। মাঝে মাঝে তার জন্য হাদিয়া পাঠাতেন। নবী ﷺ-এর নিকট আসলে খুশি হতেন। কারণ তার গলার স্বর খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহা-এর গলার স্বরের মত ছিল।

আরো হাকীম বিন হিযাম যিনি খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহা-এর ভাতিজা। তিনি কারা গৃহের অভ্যন্তরে জন্ম গ্রহণ করেন। সময়টি ছিল আসহাবে ফিলের ঘটনার ১৩ বছর পূর্বে। যখন তার সাথে খাদীজা রাযিয়াল্লাহু আনহা-এর সাক্ষাত হতো এতেও তিনি আনন্দিত হতেন। তিনি খাদীজা রাযিয়াল্লাহু আনহা-কে অত্যন্ত ভালবাসতেন। আর

খাদীজা রাযিয়াল্লাহু আনহা -এর বংশ বনু হাশেম ও বনু আব্দুল মুত্তালিব যখন মুশরিকদের দ্বারা একঘরে হন তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এই হাকীম বিন হিযাম যিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার ফুফুর জন্য গোপনে খাবার দাবার পোষাক পরিচ্ছদ সরবারাহ করতেন।

ইনি যায়েদ ইবনু হারেসা রাযিয়াল্লাহু আনহু গোপনে কিনেছিলেন এবং তার কাছ থেকে খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহা তাকে কিনে নিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে নিঃস্বার্থভাবে দান করেন। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে মুক্ত করে দেন। তিনি একটি চাদর (ইযন) কিনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে হাদীয়া দেন। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা পরিধানও করেন। তা দেখে তিনি বলেন: এর চেয়ে সুন্দর জিনিষ আর কখনো দেখিনি। রাসূলের প্রতি তার এমন আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও তার ইসলাম গ্রহণে বিলম্ব হয়। তিনি মক্কা বিজয়ের সময় পরিবারসহ সকলেই ইসলাম গ্রহণ করেন।

৫২

খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহা, লাইলাতুল ক্বদর এবং নবুয়াত প্রাপ্তি

উম্মুল মু'মিনীন খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহা -এর সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুখে ও শান্তিতে জীবন যাপন করছিলেন। ইবরাহীম ছাড়া মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সব সন্তানই তার গর্ভেই জন্ম গ্রহণ করেন। ইবরাহীম মারিয়া কিবতিয়ার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহা এর গর্ভের সন্তানগণ হলেন : কাশেম, আবদুল্লাহ (তাহের, তাইয়িব) এদের দুইজনের মধ্যে কাশেম নবুয়াতের পূর্বে এবং আবদুল্লাহ নবুয়াতের পরে জন্ম গ্রহণ করেন। আর মেয়েরা সকলেই নবুয়াত প্রাপ্তির পূর্বে জন্ম গ্রহণ করেন। তারা হলেন : যায়নাব, রুকাইয়া, উম্মে কুলসুম ও ফাতেমা রাযিয়াল্লাহু আনহা । তার প্রত্যেক সন্তানের মাঝে দুই বছরের বিরতি ছিল এবং তিনি নিজের তাদের দুধ পান করান।

যাই হোক তিনি দীর্ঘ ১৫ বছর সন্তান সন্তাদি নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। তার পরই তার জীবনে বড় ধরণের পরিবর্তন শুরু হয় এবং দৈনন্দন জীবনে ভয়নাক অবস্থা তৈরী হয় এ অবস্থায় তিনি মৃত্যু বরণ করেন।

যখন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বয়স ৪০ শে পদাপর্ণ করেন তখন তিনি একাকী থাকা তার নিকট প্রিয় হয়ে উঠে তিনি একাকী থাকতেই আত্মার শান্তি অনুভব করতেন। কেননা, তিনি আস্তে আস্তে একাকীত্ব ভালো লাগার মূল্য

ক্ষেত্রের (নবুয়াত) দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন। আর নবী ﷺ-এর এ অবস্থাতে খাদিজা রাদিআল্লাহু আনহা গভীর শ্রদ্ধা সম্মান দেখাতেন যদিও একাকীত্বের কষ্ট অনুভব করতেন। তার এ ধৈর্য ও সহানুভূতির বদৌলতে নারী সমাজে তার মর্যাদা অনন্য এবং যখন নবী বাড়ি ছেড়ে নির্জনে থাকতেন যথার্থভাবে বাড়িঘর রক্ষণাবেক্ষণ করতেন এবং যখন নবী ﷺ হেরা গুহায় যেতেন যতদূর দৃষ্টি যায় অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতেন। কখনো নবী ﷺ কে পাহারা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য লোক পাঠাতেন।

আর এভাবেই এমন এক মহান বিষয়ের আবির্ভাব ঘটে যার মাধ্যমে অর্থহীন আদর্শের জঞ্জাল সরিয়ে সঠিক আদর্শের ধারা প্রবর্তিত হয়। আর যার ওপর এ দায়িত্ব অর্পিত হয় তিনি হলেন নির্বাচিত নবী (মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ) কাবাতে মূর্তির অবস্থানের পক্ষে কখনো সন্তুষ্ট ছিলেন না। আর তার গোত্রের সকলের মত জীবন যাপনে তিনি অভ্যস্ত ছিলেন না।

যখন জিবরাইল এসে তাকে বললেন, পড়ুন নবী ﷺ বললেন, আমি তো পড়তে জানিনা............................। এভাবে ঘটনার শেষ অবধি যা ঘটে। নবী ﷺ ভয়ে কাপতে কাপতে ঘরে ফিরলেন এবং খাদিজা রাদিআল্লাহু আনহা-কে বললেন, আমাকে চাদর দ্বারা আবৃত কর, আমাকে চাদর দ্বারা আবৃত কর। আর খাদিজা এতে আতঙ্কিত হননি। যেহেতু খাদিজা রাদিআল্লাহু আনহা সুক্ষ্মদর্শী ছিলেন তিনি নবী ﷺ-এর আচার আচরণে মহত্ব কিছুর আভাস পাচ্ছিলেন। এরপর নবী ﷺ-এর ভয় কেটে গেলে খাদিজাকে সব খুলে বলেন এবং জিবরাইল যে শব্দগুলো শিখিয়ে দেন তার পুনরাবৃত্তি করেন। খাদিজা রাদিআল্লাহু আনহা তাকে কাহেন বা গণক মনে করেননি। নবী ﷺ যা বলেছেন তাকে তিনি সত্য বলে স্বীকৃতি দেন। সেজন্যও তিনি জান্নাতি নারীদের উত্তম নারী হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন। নবী ﷺ আশঙ্কা করছিলেন যে, লোকজন তাকে কাহেন বা গণক মনে করবে। এ আশঙ্কা উড়িয়ে দিয়ে খাদিজা রাদিআল্লাহু আনহা-তাকে বলেন, আল্লাহর শপথ! আপনি গণক নন। আপনি এই উম্মাতের নবী। আর তিনি নবী ﷺ কে তার চাচাত ভাই ওরাকা বিন নাওফেলের কাছে নিয়ে যান। তিনি খাটি খৃষ্টান ধর্মের অনুসারী ছিলেন, তিনি বিজ্ঞ লোক ছিলেন। সবকিছু শুনে বললেন, পবিত্র আল্লাহর শপথ! তিনি সেই দূত যিনি মুসা, ঈসা (আ)-এর নিকট এসেছিলেন। এ সংবাদে রাসূল

(সা)-এর প্রতি তার আযমত আরো বেড়ে গেল। তিনি এ সুসংবাদ নিয়ে রাসূল ﷺ-এর নিকট আসলেন। রাসূলের প্রতি আস্থা, বিশ্বাস, সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধ আরো বেড়ে গেল।

খাদিজা হলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি এ বিশ্বাসের ডাকে সাড়া দেন। সৃষ্টি জীবের নরনারীর মাঝে তিনিই সর্বপ্রথম ইসলামে বিশ্বাস স্থাপন করেন। ইসলামের পথে তিনিই সর্বপ্রথম চলেন ও চেষ্টা অব্যাহত রাখেন। আর তার এ পথ চলতে সহায়ক হয়েছিলেন ওরাকা হতে প্রাপ্ত জ্ঞান বা কথা বা সংবাদ আর তা হলো আমি আশা করি আল্লাহ যদি আমাকে বাঁচিয়ে রাখেন তার দাওয়াত প্রকাশ পেলে আমি তাকে সাহায্য করব।

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা-এর বর্ণনা

অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে যে, খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহা রাসূল ﷺ-কে সাথে নিয়ে ওরাকার নিকট গেলেন। যথা : আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা ওহীর সূচনা সম্পর্কে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, তিনি (খাদিজা) নবী ﷺ -কে সাথে নিয়ে ওরাকা বিন নাওফেল বিন আসাদ বিন আবদুল উযযার নিকট আসলেন। তিনি ছিলেন খাদিজার চাচাতো ভাই। জাহেলী যুগে খৃষ্টানধর্ম পালন করতেন। তিনি কিতাবী জ্ঞানে বিজ্ঞ ছিলেন। তিনি হিব্রু ভাষায় ইঞ্জিল শরীফ লিখতেন। তিনি অত্যন্ত বৃদ্ধ হয়েছিলেন এবং অন্ধ হয়েছিলেন। খাদিজা (রা) তাকে বললেন, হে চাচার বেটা, তোমার ভাতিজার কথা শুন। তখন নবী ﷺ যা শুনেছেন এবং দেখেছেন সব খুলে বললেন। ওরাকা বলেন, ইনিই তো সেই দূত যিনি মূসার নিকট আগমণ করেছিলেন। হায় আফসোস যে দিন আপনার জাতি আপনাকে বের করে দিবে ও যুলুম নির্যাতন করবে তখন যদি আমি জীবিত থাকতাম এবং শক্তিমান থাকতাম তাহলে সাহায্য করতাম। এ কথা শুনে রাসূল ﷺ বলেন, আমি বহিষ্কৃত হব? তারা আমাকে বের করে দিবে? ওরাকা বলেন, তোমার আগে এমন কেউ আগমণ করেনি যে এমন দাওয়াত দিয়েছে আর তার সাথে এমন আচরণ করা হয়নি।

খাদীজা, আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও

উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট সর্বপ্রথম ওহী শুরু হয় ঘুমে স্বপ্নের মাধ্যমে। তিনি স্বপ্নে যা দেখতেন তা প্রভাতের ন্যায় সত্য হতো। তারপর তার জন্য নির্জনতাকে বা একাকী থাকাকে প্রিয় করে দেয়া হয়।

নির্জনে প্রত্যাবর্তন না করে রাতের পর রাত ইবাদত বন্দেগী করতেন এবং গভীর ধ্যানে মগ্ন থাকতেন। এজন্য খাবার পানীয় সাথে করে নিয়ে যেতেন। আর তা ফুরিয়ে গেলে বাড়ি আসতেন। পুনরায় খাবার নিয়ে গুহায় চলে যেতেন। ওহী আসার আগ পর্যন্ত তিনি এভাবে গুহাতে অবস্থান করতে থাকেন। এভাবে একদিন যখন ধ্যান মগ্ন ছিলেন তখন আল্লাহর দূত জিবরাইল (আ) তার নিকট আগমণ করে বলেন, তুমি পড়। তিনি বলেন, আমি তো পড়তে জানি না। তারপর তিনি (ফেরেশতা) শক্তভাবে বুকে চেপে ধরে ছেড়ে দিয়ে আবার বললেন, তুমি পড়। রাসূল (সা) বললেন, আমি তো পড়তে জানি না। এভাবে, তিনবার চেপে ধরলেন। আমার প্রচন্ড কষ্ট হলো। তারপর তিনি আমার নিকট এ বাণীগুলো পৌছালেন।

পড় তোমার প্রভুর নামে যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। মানুষকে সৃষ্টি করেছেন রক্ত পিন্ড হতে। পড় সেই প্রভুর নামে যিনি আপনার চেয়ে অধিক সম্মানিত .... শেষ পর্যন্ত।

তারপর ওহীর আয়াতগুলো অন্তরে ধারণ করে কিছুটা অস্থির ও স্পন্দিত চিত্তে খাদীজা বিনতে খুওয়াইলিদের নিকট ফিরে আসলেন। এবং বললেন, আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও। আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও। খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা তাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দিলেন। যখন ভয় কিছুটা কেটে গেল তখন তিনি খাদীজাকে বললেন, ওহে আমার কী হলো? এরপর হেরাগুহার সব কথা বললেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অস্থিরতার ভাব দেখে খাদীজা (রা) তাকে বললেন, আল্লাহ কখনো আপনাকে অপমান করবেন না। কেননা, আপনি আত্মীয় স্বজনদের সাথে সুসম্পর্ক রক্ষা করে চলেন, অভাব গ্রস্থদের অভাব মোচনের চেষ্টা করেন, অসহায়দের আশ্রয় প্রদান করেন, ঋণগ্রস্থদের সাহায্য করেন, যারা সত্যের পথে থাকে আপনি তাদের সাহায্য করেন বস্ত্রহীনকে বস্ত্রদান করেন এবং দূর্বলকে সাহায্য করেন

৫৫

ওরাকার সাথে

খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা তাকে নিয়ে তার চাচাত ভাই ওরাকা বিন নাওফেল বিন আসাদ বিন আব্দুল উযযার নিকট গেলেন। জাহেলী যুগে ওরাকা খৃস্টান ধর্ম অবলম্বন করেছিলেন এবং হিব্রু ভাষায় কিতাব লেখতেন। তবে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুয়াতের ঘটনার সময় তিনি ছিলেন অত্যন্ত বৃদ্ধ ও অন্ধ। খাদিজা (রা) তাকে বললেন, ভাইজান আপনি আপনার ভাতিজার কথা শুনুন। ওরাকা বললেন, হে ভাতিজা বল কী দেখেছ? মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে যা দেখেছেন সবকিছুর সংবাদ দিলেন। ঘটনা শুনে ওরাকা বলেন, এতো সেই দূত যে মূসা (আ)-এর নিকট আগমণ করেছিলেন। তার পর বলেন, হায়! যেদিন তোমার গোত্র নানাভাবে অত্যাচার করবে, তোমাকে গোত্র থেকে বের করে দিবে। সেদিন যদি আমি শক্তিমান এবং জীবিত থাকতাম। এ কথা শুনার পর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমাকে কী দেশ হতে বহিষ্কার করা হবে? ওরাকা বলেন, হ্যাঁ, শুধু আপনার ক্ষেত্রেই নই। আপনার পূর্বে যতজনই এ দাওয়াত দিয়েছে তাদের সকলের সাথেই এরূপ আচরণ করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন, মনে রাখুন! আমি যদি সেই সময় পর্যন্ত জীবিত থাকি তাহলে সর্বপ্রকার সাহায্য আপনাকে করব। কিন্তু এর অল্প দিনের মধ্যে ওরাকা মারা যান এবং ওহী আসাও বন্ধ হয়ে যায়।

৫৬

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দাওয়াতে সাহায্য সহযোগিণী খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা

খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রিসালাতের বিশ্বাস ধারণ করেন তাঁর সাথেই। এরপর অন্যান্য লোকেরা ইসলামের ডাকে সাড়া দিতে থাকে। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরিবারের মধ্যে ছিলেন আলী ইবনু আবু তালেব। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে লালন পালনের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। কেননা আবু তালেবের পরিবার খুবই কষ্টের মধ্যে জীবন যাপন করত। আর মুহাম্মদ (সা)-এর দাদা মারা যাওয়ার পর তিনিই আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু -কে লালন পালন করেছিলেন। তার দায়বদ্ধতা থেকে তিনি আলীকে পালনের দায়িত্ব নেন।

খাদিজা রাযিআল্লাহু আনহা আলী রাযিআল্লাহু তা'আলা আনহু-এর আগেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং স্বামীর সাথে দূর্গম পথের সহযাত্রী হন। আর কল্যাণময় এ নারী রাযিআল্লাহু আনহা-এর রিসালাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেন সত্য বলে স্বীকার করেন এবং প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন। আর খাদিজার প্রচেষ্টা অন্য সব মুসলমানদের বিপরীত ছিল না। আফীফ আল কিন্দী বলেন, সে সময় কিছু কেনাকাটার জন্য মক্কায় অথিতেয়তা গ্রহণ করি। তিনি বলেন, একদিন সকালে সূর্য ওপরে উঠছিল এমন সময় কাবার দিকে লক্ষ্য করলাম, একজন যুবক কা'বার নিকট আসল এবং মাথা ওপরের দিকে উঠাল তার পর কা'বামুখী হয়ে দাড়াল আর সেই সময় একজন বালক এসে ডানপাশে দাড়াল তারপর একজন মহিলা এসে তাদের পেছনে দাড়াল। যুবকটি রুকু করলে বালক ও মহিলাটিও রুকু করল। যুবকটি সেজদা করলে তারা উভয়ে সেজদা করল। আফীফ কিন্দী বলেন, আমি আব্বাসকে বললাম, আমি একটি আশ্চর্য্য বিষয় দেখেছি। আব্বাস রাযিআল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, আশ্চর্য্য বিষয়!! তুমি কি জান যুবকটি কে? আফীফ কিন্দী বলেন, না আমি জানিনা। আব্বাস রাযিআল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, যুবকটি হলো আমার ভাতিজা মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ, আর বালকটি হলো আমার আরেক ভাতিজা আলী ইবনে আবু তালেব এবং মহিলাটি হলো আমার ভাতিজার স্ত্রী খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ। আমার ভাতিজার ধারণা তার ধর্ম বিশ্ব প্রতিপালকের ধর্ম। আর সে যা কিছু করে তারই হুকুমে করে। আমার জানামতে তারা তিনজনই এ ধর্মের অনুসারী। আফীফ বলেন, আমি মনে মনে কামনা করলাম চতুর্থ ব্যক্তিটি আমিই হব।

৫৭

আরো বর্ণনা

আবু হুরায়রা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জিবরাইল (আ) মুহাম্মদ (সা)-এর কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, এই খাদিজা পাত্র নিয়ে আসছে তাতে খাবার তরকারী ও পানীয় বস্তু রয়েছে। যখন আপনার নিকট আসবে তখন তার প্রতিপালকের (আল্লাহর) পক্ষ থেকে এবং জিবরাইল (আ)-এর পক্ষ থেকে সালাম পৌঁছে দিবেন এবং জান্নাতে তার জন্য মনি মুক্তা খঁচিত ঘরের সুসংবাদ দিবেন। যেখানে হৈচৈ ও ক্লান্তি ক্লেশ নেই।

সংকটে পাশে ছিলেন

খাদিজা চরম বিপদসংকোল ও সংকটকালে রাসূল -এর পাশেই ছিলেন। বিপদের সময় তার সহযোগী হিসেবে সর্বদা কাজ করেছেন। ইসলাম প্রচারের প্রাথমিক যুগেই ইসলামের চরম শত্রু আবু লাহাবের দুই ছেলে নবী -এর দুই মেয়ে রুকাইয়্যা ও উম্মে কুলসুমকে তালাক দেয় যদিও তখনও তারা ইসলাম গ্রহণ করেননি। নবী -কে কষ্টে পতিত করার জন্য আবু লাহাব তার দুই ছেলেকে তালাক দিতে বাধ্য করে। এ সমস্যার সময়ও খাদিজা নবী -কে সাহস যোগান। তা ছাড়াও নবী (সা) ছিলেন সহায় সম্বলহীন একজন এতিম। নবী -এর সব সন্তান সন্তানাদি লালন পালনসহ যাবতীয় দায়িত্ব তিনিই পালন করেন। কুরাইশরা যখন নবী ও আবু তালেবকে বয়কট করে তখন খাদিজা (রা) সহায় সম্পত্তি ব্যবসা বাণিজ্য, আরাম-আয়েশ ছেড়ে তিনি আল্লাহর রাস্তা ও নবী -এর রাস্তায় আত্মনিয়োগ করেন। যখন বয়কট দীর্ঘ হয়ে তিন বছর ছাড়িয়ে গেল এ সময়ে বনু হাশেমসহ যারা বয়কটে ছিলেন তারা খাদ্য সংকটসহ নানাবিধ সংকটে পতিত সময়েও খাদিজা গাছের পাতা খেয়ে জীবন যাপন করা সত্ত্বেও তিনি নবী -এর সাথে ছায়ার মত লেগেছিলেন। বিপদের সময়ে নবী তার নিকট গিয়ে আত্মতৃপ্তি প্রশান্তি লাভ করতেন। তার কাছে ধৈর্য সাহসের প্রেরণা পেতেন।

বিশ্বের বুকে তিনি এমন নারী তার মর্যাদা এমন যে, তার প্রভু তাকে সালাম পাঠিয়েছেন।

ইসলামের জন্য আত্মত্যাগ, প্রচেষ্টা, ধৈর্য, নবী ভীতির সময় চাদরাবৃতিসহ বিভিন্ন বড় বড় বিপদের সময় নবী ﷺ -এর সবচেয়ে বড় সহযোগী হিসেবে কিয়ামত পর্যন্ত মুসলিমদের নিকট স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

তার মৃত্যু ও আবু তালেবের মৃত্যু একই বছর হয়। এই দু'জনের মৃত্যুতে নবী ﷺ শক্তিশালী দু'টি সহানূভূতির স্তম্ভ হারিয়ে ফেলেন যার জন্যই ইসলামের ইতিহাসে এ বছরকে "আমুল হযন" বা দুশ্চিন্তার বছর বলা হয়ে থাকে।

৫৯

সাহায্যকারিণীরূপে খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা

এবং আমি আপনাকে নিঃস্ব অবস্থায় পেয়েছি। অতঃপর আমি আপনাকে সচ্ছলতা করেছি। অর্থাৎ আপনার কোনো সম্পত্তি ছিলনা। আপনি আপনার পিতা বা মাতা হতেও উত্তরাধিকার হিসাবে কোনো সম্পদ প্রাপ্ত হন নাই। আর বনু হাশেমের মাঝে আপনার চাচা আবু তালেবের অবস্থা এমন ছিল যে, সম্পদ ছিল সবচেয়ে কম আর পরিবারের সদস্য ছিল সবচেয়ে বেশি। আর উঠতি বয়সে আপনি ছাগল চরাতেন। অতঃপর আল্লাহ আপনাকে এমন এক সচ্ছল সম্পদশালী বাড়ি বা পরিবার দ্বারা ধনী করলেন আপনার যৌবন শুরু হয় এমন এক স্ত্রীর মাধ্যমে যে আপনার প্রতি সন্তুষ্ট ও স্বেচ্ছায় সন্তুষ্টচিত্তে সবকিছু আপনাকে দান করে । আর আপনি খাদিজার সম্পত্তির মাধ্যমে মানুষদের নিকট ধনী পরিচিতি লাভ করেন।

যখন আপনার নিকট ওহী আসা বন্ধ হয় তখন খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা -এর অবস্থা সম্পর্কে যে সব হাদীস পাওয়া যায় সে সব হাদীসের আলোকে বুঝা যায় যে, খাদিজা (রা) আশঙ্কা করছিলেন যে, তাকে অপবাদ দিবে যে, মুহাম্মদ নিজে থেকে ওহীর নাটক করেছে এক্ষেত্রেও খাদিজা (রা) বিজ্ঞজনদের জিজ্ঞাসা করার মাধ্যমে রাসূল ﷺ-কে আত্মিক প্রশান্তি দেয়ার চেষ্টা করেন। যেমনটি করেছিলেন ওহী নাযিলের সময়। রাসূল ﷺ-কে নিয়ে ওরাকার নিকট গমণ ইত্যাদি। তথাপিও যখন দীর্ঘদিন ওহী নাযিল হওয়া বন্ধ থাকল রাসূল ﷺ -এর উদ্বিগ্নতা বেড়ে গেল। তার অবস্থা এমন হয়েছিল তিনি পাহাড় থেকে লাফ দিয়ে জীবন ত্যাগের চিন্তা করছিলেন।

এখানেও স্বামীর জীবন রক্ষার ক্ষেত্রে তাকে একজন সুক্ষ্মদর্শীনী, প্রজ্ঞাবতী নারীর ভূমিকায় দেখতে পাই। খাদিজা রাযিআল্লাহু আনহা কে দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দেয়ার জন্য বলেন, আল্লাহ আপনার প্রতি রাগান্বিত হননি। তিনি বলেন, হে মুহাম্মাদ আপনার অস্থিরতা থেকে আপনার রবও উদ্বিগ্ন। এর পরেই আল্লাহ তায়ালা অবতীর্ণ করেন : তোমার প্রতিপালক তোমাকে ভুলে যায়নি এবং তোমার প্রতি অসন্তুষ্টি হননি।

কুরআনুল কারীমের এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার মাধ্যমে বিপদের সময়ে প্রিয় স্বামী-স্ত্রীর মাঝে আনন্দ ফিরে আসে।

ইবনু কাসীর বলেন, সম্ভবত খাদিজা রাযিআল্লাহু আনহা-এর চিন্তিত ও ভারাক্রান্ত চেহারা কথাটা বলেছে।

খাদিজার অবদান

মুফাসসিরগণ এর অর্থ করেছেন যে, আবু তালেবের তত্ত্বাবধানের সময়কে এতিম ও দুঃখের সময় হিসেবে বর্ণনা করেন। আর ওহী অবতীর্ণ করার (নবুয়াত) মাধ্যমে তাকে হেদায়াত করেন। আর খাদিজা (রা)-এর মাধ্যমে তাকে ধনী বা সচ্ছলতা দান করেন। এ জন্যই রাসূল (সা) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা তার (খাদিজার) মাধ্যমে আমার অনেক কল্যাণ সাধন করেন। যখন মানুষেরা অস্বীকার করে তখন সে আমার প্রতি ঈমান আনে। যখন মানুষেরা আমাকে মিথ্যুক বলে তখন সে আমাকে বিশ্বাস করেছে। যখন মানুষেরা আমাকে বঞ্চিত করেছে তখন সে আমাকে তার সম্পদ দ্বারা সাহায্য করেছে। আল্লাহ আমার সকল সন্তানাদি তার মাধ্যমে দিয়েছেন।

পারিবারিক জীবন

মুহাম্মদ ﷺ নবী হওয়ার পূর্বেই পিতৃত্বের অধিকারী হন। নবী ﷺ-এর ঘরে খাদিজা (রা)-এর ছয়জন বা সাতজন ছেলে মেয়ে দান করেন। তাদের মাঝে কাশেমের নাম অনুসারে মুহাম্মদ ﷺ -কে আবুল কাসেম বলে ডাকা হয়ে থাকে। এ সন্তান দুধ পান করার সময়ে অর্থাৎ দুই বছরের মধ্যেই মারা যায়। এর পর খাদিজা (রা) "তাইয়িব" ত্বহের নামক একজন সন্তান জন্ম দান করেন। কেউ কেউ বলেন, উযায়নাম একজনের নাম। তাকে আবদুল্লাহ নামেও ডাকা হতো। বলা হয়ে থাকে এ সন্তান মুহাম্মদ ﷺ-এর নবুয়াত প্রাপ্তির পর মারা যায়। আর কেউ বলেন, নবুয়াত প্রাপ্তির আগেই মারা যান। মারা যাওয়ার সময় এর বয়স হয়েছিল ১০ বছর।

তার সর্বমোট কন্যা ছিলেন চারজন। তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ছিলেন যয়নব, বাকিজন যথাক্রমেঃ রুকাইয়্যা, উম্মে কুলসুম এবং ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা। ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা নবুয়াতের ৫ম বছরে জন্ম গ্রহণ করেন।

কন্যাগণ সকলেই ইসলামী জীবন লাভ করার সুযোগ লাভ করেছিলেন। আর খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা আদর্শিকভাবে লালন পালন করেছিলেন। তারা তাদের বাবার আনিত ধর্ম গ্রহণ করার কারণে যাবতীয় দুঃখ কষ্ট সহ্য করে দ্বীন ইসলামে টিকে ছিলেন।

কন্যাদের স্বামীগণ

আল্লাহর কুদরতে মুহাম্মদের সকল কন্যাদের নবুয়াত পাওয়ার পূর্বেই পাত্রস্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাই অকাট্যভাবে বলা যায় যে, কুরাইশদের মাঝে এ পরিবারের সম্মান ও মর্যাদা ছিল অন্যরকম। রাসূল (সা)-এর বড় কন্যা যয়নব রাদিয়াল্লাহু আনহা কে বিবাহ দেন তার খালাতো ভাই আবুল আস ইবনু রাবী'র সাথে। সে ছিল খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর বোন হালা বিনতে খুওয়াইলিদ এর ছেলে। নবুয়ত পাওয়ার পূর্বেই কয়েক বছর তাদের সাংসারিক জীবন অতিবাহিত হয়েছিল। এ ব্যাপারে বর্ণনা এভাবে এসেছে

যে, খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা যয়নবকে তার ভাগিনা আবুল আসের সাথে বিবাহ আকাঙ্খা প্রকাশ করলে মুহাম্মদ ﷺ তাতে বাধা দেননি। আবু লাহাবের দুই সন্তান উতবা এবং উতাইবা যথাক্রমে রুকাইয়্যা এবং উম্মে কুলসুমকে বিবাহ করে। মুহাম্মদ ﷺ নবী হওয়ার পূর্বে আবু লাহাব মুহাম্মদ ﷺ-কে অত্যন্ত ভালবাসতেন। মুহাম্মদ ﷺ-এর সাথে আত্মীয়করণ সে সৌভাগ্য মনে করত তাই দুই ছেলেকে বিবাহ দিতে বিলম্ব করেনি। কিন্তু নবী ﷺ নবুয়াত পাওয়ার পর তার অন্তর বিদ্বেষে পরিপূর্ণ হয়ে গেল এবং জঘন্য পন্থায় ভাতিজা মুহাম্মদ (সা)-এর বিরোধিতা করতে লাগল। এবং তার স্ত্রী উম্মে জামিলও তার জন্য প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাড়াল। ঐতিহাসিকদের বর্ণনামতে এ মহিলা মুহাম্মদ ﷺ-কে কষ্ট দেয়ার জন্য তার পথে কাটা বিছিয়ে রাখতো। তাদের এ বিদ্বেষ আরো চরম পর্যায়ে উন্নীত হলো যখন মুহাম্মাদ (সা) সাফা পাহাড়ে সমবেত জনতাকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দিলেন। তখনই আবু লাহব মুহাম্মদ ﷺ-কে বলেছিলেন "তোমার হস্তদ্বয় ধ্বংস হোক এজন্য তুমি আমাদের একত্র করেছ"।

মুহাম্মদ ﷺ -এর পক্ষ থেকে প্রতি উত্তর স্বরূপ আল্লাহ আয়াত নাযিল করেন "ধ্বংস হোক আবু লাহাবের দু'হাত এবং নিজেও ধ্বংস হোক। তার ধন-সম্পদ এবং যা সে উপার্জন করেছে তা কোনো কাজে আসবে না। শীঘ্রই সে দগ্ধ হবে লেলিহান আগুনে। আর তার স্ত্রী লাকড়ি বহনকারীণী। তার গলায় পাকানো দাড়ি।

আয়াতগুলি অবতীর্ণ হওয়ার পর আবু লাহাব তেলে বেগুনে জ্বলে উঠল। আর তার স্ত্রীও উত্তেজিত হলো এবং বলল, তোমার ভ্রাতুষ্পুত্র আমাদের উত্তেজিত করেছে। আমাদের পেছনে লেগেছে। অপর দিকে কুরাইশ নেতৃবর্গ আবু লাহাবের নিকট এসে বলল, মুহাম্মদকে তার দাওয়াতের জন্য আলাদা করে দিয়েছি। তার মেয়েদের স্বামী হচ্ছে আমাদের লোক তাই তোমার ছেলেদেরকে তার মেয়েদের তালাক দিতে বল। আমরা অপর মেয়ে জামাতা আবুল আসকে শীঘ্রই তার স্ত্রীকে তালাক দিতে বলব। মুহাম্মদ যেন আমাদের পিছে পিছে ঘুরে। অর্থাৎ মুহাম্মদ যেন আমাদের কাছে এসে অনুগ্রহ প্রার্থনা করে। সূরা লাহাব অবতীর্ণ হওয়ার

পর আবু লাহাব তার ছেলেদের তালাকের নির্দেশ দিলে তার ছেলেরা তার কথা মত রুকাইয়্যা ও উম্মে কুলসুমকে তালাক দেয়। তারপর রাসূল (সা) উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ইসলাম গ্রহণ করলে তার সাথে রুকাইয়্যা রাদিয়াল্লাহু আনহা কে বিবাহ দেন। রুকাইয়্যা রাদিয়াল্লাহু আনহা মারা গেলে উম্মে কুলসুমকেও উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু এর সাথে বিবাহ দেন। অপরদিকে আবুল আস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর নিকট যয়নব রাদিয়াল্লাহু আনহা-কে তালাকের প্রস্তাব দেয়া হলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন।

৬৩

নবুয়তের সুসংবাদ ও খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শৈশব থেকেই জাহেলী যুগের খেল-তামাশা আমোদ-প্রমোদ এড়িয়ে চলতেন। কখনো তাতে যোগ দিতেন না। এ ব্যাপারে একটি ঘটনা উল্লেখ করা যায়, যখন তিনি আবু তালেবের মেষ চড়াতেন তখন তিনি একবার ইচ্ছা করলেন যে, মক্কায় কোনো এক অনুষ্ঠানে যোগ দিবেন। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাকে এমন ঘুম দেন যে, তিনি পথেই ঘুমিয়ে পড়লেন। পরের দিন সূর্যের তাপে তার ঘুম ভাঙ্গে।

নবীজী জাহেলী যুগের খেল-তামাশাতে যেমন অংশ গ্রহণ করতেন না তেমনি তাদের মূর্তি পূজাতেও অংশ নিতেন না। এমনকি তিনি তাদের মূর্তিগুলোও দেখেননি; বরং তিনি মক্কার কিছু বিজ্ঞ ব্যক্তিদের ন্যায় জাহেলী যুগের কলুষিত সমাজ, রাষ্ট্র, ইবাদত প্রত্যাখ্যান করে নতুন ধর্ম, সমাজব্যবস্থা প্রত্যাশা করতেন যদ্দারা অন্তরে তৃপ্ত হয়। আর মক্কার ঐ বিজ্ঞ লোকদের অন্যতম ছিলেন : খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর চাচাত ভাই ওরাকা বিন নওফেল। যিনি কোনো এক ঈদের দিন কুরাইশদের খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা -এর ফুফাত ভাই ওবায়দুল্লাহ বিন জাহশ, উসমান বিন হুয়াইরিস এবং ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর চাচা যায়েদ বিন আমর বিন নুফাইল কে একত্র করেন। একে অপরকে বলেন : আল্লাহর শপথ! তোমরা জান তোমাদের গোত্র তোমাদের পিতৃপুরুষ ইবরাহীম (আ)-এর ধর্মে অনেক ভুল ভ্রান্তি করছে। তোমরা পাথরের পূজা কর যারা শুনতে, দেখতে এবং ক্ষতি করতে এবং উপকার করতে পারেনা। তোমরা নিজরাই পর্যালোচনা করে দেখ বুঝতে পারবে তোমরা কি করছ আল্লাহর শপথ! তোমরা কোনো ধর্মের

ওপরেই নাই। তোমরা দুই শহরকে আলাদা করে ফেলছ। তোমাদের উচিত একনিষ্ঠ দ্বীন খোজা, দ্বীনে ইবরাহীম অন্বেষণ করা। ওরাকা, ইবনু জাহশ এবং ইবনুল হুয়াইরিস খৃষ্টান ধর্ম অবলম্বন করতে থাকেন। আর যায়েদ ইবনুল আমর আগের অবস্থাতেই থাকেন। কবিতার মাধ্যমে তাদের ধর্ম সম্পর্কে কবিতায় উল্লেখ করেন : এক প্রভূ উত্তম না দ্বীন বিভক্তকারী বহু প্রভু আমি বিজ্ঞ গুণিজনের ন্যায়, লাত উযযাহসহ সকল প্রভুকে প্রত্যাখ্যান করি।

পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবে বর্ণিত নিদর্শন অনুযায়ী ওরাকা নবীর অপেক্ষায় ছিলেন। খাদিজা রাযিআল্লাহু আনহা-এর নিকট থেকে তার স্বামী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে ব্যবসায়িক যাত্রা হতে শুরু করে ওহী অবতীর্ণ আগ পর্যন্ত যাবতীয় আশ্চর্য জনক ঘটনার কথা শুনে ওরাকার নবী আগমণের প্রত্যাশা আরো বেড়ে যায়। সিরিয়া যাত্রার ঘটনা, তার চরিত্র, আমানত দায়িত্বতাসহ বিভিন্ন ঘটনার কথা ওরাকা বলেন, হে খাদিজা! তোমার কথা যদি সত্য হয়। তাহলে পূর্ববর্তী কিতাবের নিদর্শন অনুযায়ী মুহাম্মদ-ই হবে এই উম্মতের নবী। আর এখনই তার আবির্ভাবের সময়।

খাদিজা রাযিআল্লাহু আনহা ওরাকার কাছ থেকে এসব সুসংবাদ শুনার পর পূর্ণ মানুষ হিসেবে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দেখার প্রত্যাশা করতে থাকেন। শুভ সন্ধিক্ষণের বিলম্ব খাদিজা রাযিআল্লাহু আনহা জিজ্ঞাসা করেন মুহাম্মাদের এটা কী করে হবে। এভাবে চলতে চলতে খাদিজা ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিবাহিত জীবনের ১৫ বছর অতিবাহিত হতে চলল এদিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ৪০ বছরের নিকটবর্তী হলেন এবং আশ্চর্যজনক নববার্তা নিয়ে সকলের সামনে হাজির হলেন।

৬৪

খাদিজা রাযিআল্লাহু আনহা ও সত্য স্বপ্ন

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো স্বপ্ন দেখতেন সেটা প্রভাতের আলোর ন্যায় সত্য বলে বাস্তবায়িত হতো। একদিন খাদিজা রাযিআল্লাহু আনহা স্বপ্নে দেখেন যে, তার বাড়ির ছাদ টেনে সড়ানো হলো এবং একটি রূপার সিড়ি ঘরের মাঝে প্রবেশ করানো হলো। অতঃপর সিড়ি দ্বারা দুইজন লোক নামলেন তাদের একজন সাহায্য নিতে চাইলে তাকে কথা বলতে নিষেধ করা হলে। তাদের একজন তার একদিকে বসলেন এবং অন্যজন অপর পাশে বসলেন।

তাদের একজন মুহাম্মদ -এর পার্শ দিয়ে হাত দিয়ে পাজরের হাড় সরিয়ে ফেললেন। তারপর তার হাত মুহাম্মদ -এর পেটে প্রবেশ করালেন। মুহাম্মদ ঠান্ডা অনুভব করলেন। তারপর মুহাম্মদ -এর অন্তর বের করে হাতের তালুতে রাখলেন, তার সাথীকে বললেন, হ্যাঁ, এটা সৎ লোকের অন্তর। তিনি অন্তর ধোঁয়ে পরিস্কার করলেন। তারপর অন্তরকে নির্দিষ্ট স্থানে রাখলেন পাজরের হাড়গুলো যথাস্থানে ফিরে আসল। তারা ওপরে উঠে গেল সিড়িও ওপরে উঠে গেল। বাড়ির ছাদও পূর্বের মত হলো। রাসূল এ স্বপ্নের কথা খাদিজা -কে বললেন। খাদিজা (রা) স্বপ্নের কথা শুনে বলেন, আপনি সুসংবাদ নিন। আল্লাহ আপনার জন্য মঙ্গল ছাড়া অমঙ্গল করবেন না। এটাও আল্লাহর কোনো কল্যাণ। তাই আপনি এটাকে সুসংবাদ হিসেবে নিন।

৬৫

খাদিজা ও রাসূলের একাকীত্ব থাকা

মুহাম্মদ -এর বয়স যখন ৪০ এর কাছাকাছি হলো তখন তার জন্য নির্জনতা প্রিয় করে দেয়া হলো। তিনি নির্জনবাসের জন্য মক্কার হারাম শরীফের অদূরে হেরা পাহাড়ের গুহাকে বেছে নেন। এটা তৎকালীন যুগে একটি ইবাদতের পদ্ধতি যেটাকে তাহান্নুস বলা হতো। তাহান্নুস হলো সঠিক পন্থা অবলম্বন করা। এটা তাদের জন্য আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায় ছিল।

তিনি প্রতি বছর ১ মাস নির্জন বাস করতেন। আর সেথায় অবস্থানকালে কোন দরিদ্র লোক পাশ দিয়ে অতিক্রম করলে তিনি তাদের খাওয়াতেন এবং প্রতিবেশী বানাতেন। নির্জনবাস শেষ হলে সেখান থেকে এসে বাড়িতে যাওয়ার পূর্বে কা'বা শরীফ ৭ বার বা সুবিধামত তওয়াফ করতেন।

আর খাদিজা এ সময় সন্তান লালনসহ যাবতীয় দায়িত্ব যথার্থভাবে পালন করতেন এবং হেরার গুহায় তার প্রতিবেশীদের জন্য খাবার দাবারসহ বিভিন্ন রসদ সরবরাহ করতেন। মাঝে মাঝে চাকর-বাকর পাঠিয়ে খোজ খবর নিতেন। নির্জনবাস শেষে বাড়িতে ফিরতে বিলম্ব হলে উদ্বিগ্ন হতেন। একদিন বিলম্ব হলে নবী -কে জিজ্ঞাসা করেন, হে আবুল কাসেম কোথায় ছিলেন? আল্লাহর শপথ আপনাকে খোঁজার জন্য লোক পাঠিয়ে ছিলাম তারা আপনাকে পায়নি, ফেরত এসেছ।

৬৬

খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহা, ওহী অবতীর্ণ শুরু ও ইহুদিদের আহবান

একদিন মুহাম্মদ ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে খাদিজার নিকট এসে বললেন, আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও, আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও। তারপর ভয় কিছু কেটে গেলে নির্জন গুহায় যা দেখেছেন তা বর্ণনা করলেন। তাহলো : একজন আগন্তুক আসলেন যাকে তিনি চিনতে পারেননি। তার অবস্থা দেখে ভয় পেয়ে যান। আর সে পড়তে আদেশ করে। নবী (সা) তাকে বলেন, আমি পড়তে পারিনা অর্থাৎ আমি লেখা-পড়া জানিনা। তারপর সে নবীকে বুকে চেপে ধরলেন, এমনভাবে চেপে ধরলেন যে, এই চাপ তার কাছে কষ্টকর মনে হলো। ছেড়ে দিয়ে আবার পড়ার নির্দেশ দিলেন। তিনি একই উত্তর দিলেন আমি পড়তে জানিনা। এভাবে কয়েক বার নির্দেশ দিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একই উত্তর দিলেন। আর প্রত্যেকবার লোকটি মুহাম্মদ (সা)-কে এমনভাবে বুকে চেপে ধরল যে, বুকের হাড়গুলো ভেঙ্গে যাবে। শেষ পর্যন্ত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কী পড়ব? তখন লোকটি বলল, পড়ুন, সে প্রভুর নামে যিনি আপনাকে সৃষ্টি করেছেন..............শেষ পর্যন্ত।

তারপর লোকটি (ফেরেস্তা) চলে গেল। এবং আকাশ হতে আহবান করল হে মুহাম্মদ আমি জিবরাইল আর আপনি হলেন আল্লাহর রাসূল। এ ঘটনা বর্ণনা শেষ করে তার স্ত্রীর চুখের দিকে তাকালেন, দেখলেন চোখ তৃপ্ত এবং মুচকি হাসছে। তারপর তাকে বললেন, খাদিজা (আমার ভয় হচ্ছে)।

এখানে খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহা এমন কিছু কথা বললেন, যা ১৫ বছর যাবত সংসারকৃত স্বামীর নির্ভরযোগ্যতাই প্রকাশ পায়। তিনি (খাদিজা) বলেন, কখনোই না, আল্লাহর শপথ! আল্লাহ আপনাকে লাঞ্চিত করবেন না। কারণ আপনি আত্নীয়তার বন্ধন অটুট রাখেন, তাদের অন্ন প্রদান করেন, বস্ত্রহীনকে বস্ত্রদান করেন, মেহমানকে সমাদর করেন এবং হকপন্থিদের সাহায্য করেন।

কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিষয়টি কিছুই বুঝতে পারেননি বা জানতেন না কী হতে যাচ্ছে। তিনি তার গোত্রের লোকদের ইবাদত পদ্ধতিগুলো হতে যেগুলো সঠিক মনে করতেন সেগুলোই পালন করার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য

লাভের চেষ্টা করছিলেন। যেমন: হজ্জ, তাহান্নুস বা নির্জনবাস এবং সত্যবাদিতা অবলম্বন।

আর রিসালাত এবং নবুয়ত সম্পর্কে আল্লাহ বলেন-

অর্থাৎ অনুরূপভাবে আমি তোমার কাছে আমার নির্দেশ থেকে রূহ (জিবরাইল) কে ওহী যোগে প্রেরণ করেছি। তুমি জানতে না কিতাব কী এবং ঈমান কী? কিন্তু আমি একে আলো বানিয়েছি, যার মাধ্যমে আমি আমার বান্দাদের মধ্য হতে যাকে ইচ্ছা হেদায়াত করি। (আশ শুরা- ৫২)

নবী ﷺ কখনো মূর্তিদের প্রতি আগ্রহী ছিলেন না। এমনকি যখন তিনি খাদিজার ব্যবসা করছিলেন তখনো না। যেমন একবার কোন এক ব্যবসায়ীর সাথে বাদানুবাদ হয়। তখন ব্যবসায়ী বলে, তুমি লাত, উজ্জার (মুর্তির নাম) নামে শপথ কর। তিনি বলেন, কখনো তাদের নামে শপথ করব না। লোকটি বলে, তোমার কথাই ঠিক।

তার নির্জনবাসের প্রতিবেশী ওরাকা, যায়েদ বিন নুফাইল, হুয়াইরিস এবং উবায়দুল্লাহ বিন জাহশসহ অনেকের নিকট গণকদের কল্পকাহিনী, গায়েবী আওয়াজ প্রাপ্তের অনেক গল্পই শুনেছিলেন। তাই এর ঘটনাকে সেগুলোর সাথে তুলনা করতে চাইলেন না (না, আমার ক্ষেত্রে এমনটি ঘটতে পারে না)।

এ ঘটনার ক্ষেত্রেও খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর নৈকট্য বর্ণনাতীত। তিনি (খাদিজা) মুহাম্মদ ﷺ-কে বলেন, হে (চাচাতো ভাই) চাচার ছেলে আপনি সুসংবাদ নিন এবং অটল থাকুন। খাদিজার প্রাণ যার হাতে সে সত্ত্বার কসম! আশা করি আপনি হবেন এ উম্মাতের নবী।

এখন একজন ইহুদির কথা উল্লেখ করব; আর তাহলো একজন বিজ্ঞ ইহুদি কুরাইশ নারীদের মসজিদে একত্র করে বলল, হে কুরাইশ নারীবৃন্দ শীঘ্রই তোমাদের মাঝে একজন নবীর আগমন ঘটবে। তোমাদের যে পার তার বিছানার সাথী হও। একথা শুনে কুরাইশ নারীরা কঙ্কর নিক্ষেপ করল। তারা ক্রুদ্ধ হলো, গালি-গালাজ করল। খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা তার কথা ভ্রুক্ষেপ করলেন না আর অন্যান্য নারীরা যা করল তাও করলেন না; বরং মনে মনে সম্মতি জ্ঞাপন করলেন।

বিভিন্ন জনের এসব সংবাদ খাদিজার অন্তর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অন্তরের আরো নিকটবর্তী করে দিল। তাকে সঠিক পথ দেখাল। তার মধ্যে উল্লেখ্য হলো : ব্যবসায়িক ভ্রমণে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সাথী মাইসারা বিভিন্ন অলৌকিক নির্দশনের সংবাদ, ওরাকা বিন নাওফালের ভবিষ্যৎ বাণী। তাছাড়া তার স্বামী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চাল-চলন, আচার আচরণ, চরিত্র, আমানতদারীতা প্রভৃতি গুণাবলি তার মনে বদ্ধমূল ধারণা সৃষ্টি করেছিল যে, মুহাম্মদ-ই হবে পরবর্তী নবী।

৬৭

আমার বিশ্বাস- আপনি নবী হবেন

খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা এ ব্যাপারে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে প্রায় সময়ই পরোক্ষভাবে বলতেন। কিন্তু তিনি কোনো পরওয়া করতেন না। তার কথাকে সত্যরূপে গ্রহণ করতেন না। কারণ, তিনি নিজেকে এর যোগ্য মনে করতেন না। কেননা, তা একমাত্রই আল্লাহ তা'আলার ইখতিয়ার ও ইচ্ছাধীন। জ্ঞান-বিদ্যা, চরিত্র বা ইবাদত দিয়ে অর্জিত বিষয় না। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ.

অর্থ : আপনার প্রভু যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং নির্বাচন করেন। এতে তাদের কোনো ক্ষমতা নেই। (সূরা কসাস : আয়াত-৬৮)

ফাকিহী (রহ.) আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন আবূ তালেবের তত্ত্বাবধানে ছিল। একদিন তিনি খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা -এর কাছে যাওয়ার জন্য আবূ তালেবের কাছে অনুমতি চাইলেন। আবূ তালেব তাকে অনুমতি দিয়ে তার পেছনে নাবি'আ নাম্নী এক দাসীকে এই বলে পাঠাল যে, দেখবে খাদীজা তাকে কী বলে ? নাবি'আ বলেন, বিস্ময়কর একটি দৃশ্য দেখেছি। খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাত তার বুকে মিলিয়ে বলেছে, 'আমার মা-বাবা আপনার জন্য কুরবান হোক' আমার বিশ্বাস আপনি নবী হবেন; যাকে সর্বশেষ নবী হিসেবে পাঠানো হবে। আপনি যদি নবী হন তাহলে আমার হক ও মর্যাদা প্রদান করবেন। এবং ঐ ইলাহর কাছে আমার জন্য দু'আ করবেন যিনি আপনাকে নবুওয়াত দান করবেন।

অত:পর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেছেন, আল্লাহর কসম ! আমি যদি নবী হই, তাহলে আমিএমন কিছু তৈরী করে রাখব যা কখনো বিনষ্ট হওয়ার নয়। আমি যদি নবী নাও হই, তাহলেও যে ইলাহর জন্য তুমি এমনটি করছ, তিনি কখনো তা বিনষ্ট করবেন না।

নাবি'আ ফিরে গিয়ে আবূ তালেবকে বিষয়টি অবহিত করল।

৬৮

ওয়ারাকা ইবনে নাওফেলের কাছে গমন

খাদীজা রাযিয়াল্লাহু আনহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সাথে নিয়ে ওয়ারাকার নিকট গেলেন। ওয়ারাকা তখন অন্ধ ও অনেক বয়স্ক হয়ে গিয়েছিলেন। মুহাম্মাদ (সা) সম্পর্কে যা কিছু বলার বিস্তারিত খাদীজা রাযিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করলেন। অত:পর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দিকে দৃষ্টিপাত করে ওয়ারাকাকে বললেন, ভাইজান ! আপনার ভাতিজার অবস্থা তার মুখ থেকেই শুনুন। ওয়ারাকা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে সম্বোধন করে বললেন, ভাতিজা ! বল দেখি, তুমি কী দেখেছ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমুদয় ঘটনা বর্ণনা করলেন। ওয়ারাকা তার সকল অবস্থা শুনে বললেন, আগন্তুক হলেন ঐ নামূস (ফেরেশতা) যিনি মুসার নিকট আসতেন। হায়, তোমার পয়গাম্বারীর সময় যদি আমি যুবক থাকতাম কিংবা অন্তত জীবিতও থাকতাম ! যখন তোমার সম্প্রদায় তোমাকে দেশ থেকে বের করে দিবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুবই আশ্চর্য হয়ে বললেন, ওরা কি আমাকে দেশ থেকে বের করে দিবে? ওয়ারাকা বলল, কেবল তুমিই নও, এ পৃথিবীতে যিনিই আল্লাহর বাণী নিয়ে এসেছেন, মানুষ তাকেই কষ্ট দিয়েছে। আমি যদি ঐ দিন পর্যন্ত বেঁচে থাকি, তাহলে অবশ্যই তোমাকে আমি সাধ্যমত সাহায্য করব।

খাদীজা রাযিয়াল্লাহু আনহা ওয়ারাকার কাছে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি তার মনে যে সব ভয়-ভীতি, টেনশন ও অস্থিরতা ঘোরপাক খেতো এর কোনো কিছুই গোপন রাখেননি।

৬৯

খাদীজা রাযিআল্লাহু আনহা কর্তৃক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে সুসংবাদ প্রদান

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ই হবেন এ যুগের নবী এ বিষয়টি খাদীজা রাযিআল্লাহু আনহা দিন দিন নিশ্চিত হতে শুরু করেছেন এবং তিনি নিশ্চিত হতে শুরু করেছেন যে, তার কাছে যে গায়েবী আওয়াজ আসে তা শয়তানের পক্ষ থেকে নয় এবং মনের কুমন্ত্রণাও নয় কিংবা মস্তিষ্কের দূর্বলতাও নয়। এরপর থেকে ধারাবাহিকভাবে কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার আগে জিবরাঈল (আ.) মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে সাক্ষাত করতে লাগলেন। ফলে মুহাম্মদ সারাক্ষণ এ বিষয় নিয়ে চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন। দিন-রাত স্বামী স্ত্রীর মাঝে ওহী নিয়ে আলোচনা হয়।

একদিন খাদীজা রাযিআল্লাহু আনহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বললেন, চাচাতো ভাই ! আপনার কাছে যিনি আসেন তিনি আগামীবার আসলে আমাকে অবহিত করতে পারবেন ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ। খাদীজা রাযিআল্লাহু আনহা বললেন, তাহলে আগামী বার তিনি আপনার কাছে আসলে আমাকে অবহিত করবেন। অত:পর যখন জিবরাঈল তার কাছে আসে তখন তিনি খাদীজা রাযিআল্লাহু আনহা -এর সাথে আলাপচারিতায় মগ্ন ছিলেন। ফলে তিনি বললেন, খাদীজা! এই তো জিবরাঈল আমার কাছে এসেছে। খাদীজা রাযিআল্লাহু আনহা বললেন, চাচাতো ভাই ! দাঁড়িয়ে আমার বাম রানের ওপর বসুন। তার কথা মুতাবিক তিনি তার বাম রানে বসলেন। খাদীজা রাযিআল্লাহু আনহা বললেন, এখন কি আপনি তাকে দেখতে পাচ্ছেন ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ। খাদীজা রাযিআল্লাহু আনহা বললেন, ডান রানের ওপর বসুন। তিনি ডান রানের ওপর বসলেন। খাদীজা (রা) বললেন, এখন কি আপনি তাকে দেখতে পাচ্ছেন? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, হ্যাঁ। খাদীজা রাযিআল্লাহু আনহা আফসোস করে তার মাথার উড়না ফেলে দিলেন। অপর বর্ণনায় আছে, খাদীজা রাযিআল্লাহু আনহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে তার কাপড়ের নীচে প্রবেশ করিয়ে বললেন, এখনও তাকে দেখতে পাচ্ছেন ? তিনি বললেন, না। খাদীজা রাযিআল্লাহু আনহা আনন্দের সাথে বললেন, চাচাতো ভাই ! অবিচল থাকুন এবং সুসংবাদ গ্রহণ করুন। আল্লাহর কসম, ইনি ফেরেশ্‌তা। শয়তান নয়।

৭০

প্রথম সাহাবী : উম্মুল মু'মিনীন খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা

খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা নবুওয়াতের পূর্বে ১৫ বছর তাঁর ঝরনা থেকে মধু পান করেছেন। তার আখলাক ও উন্নত চরিত্র দেখে তাঁর রঙ্গে রঙ্গিন হওয়ার চেষ্টা করেছেন। তিনি দেখেছেন তিনি আল্লাহর মনোনিত ব্যক্তি হওয়ার সুযোগ্য ব্যক্তি। রিসালাতের মত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব তিনি আঞ্জাম দিতে সক্ষম। শেষ যামানার নবী তিনিই হবেন। ফলে রাসূলুল্লাহ (সা) নবুওয়াতপ্রাপ্ত হওয়ার পরপরই সবার আগে তার প্রতি ঈমান এনে তিনি প্রথম সাহাবী হওয়ার শ্রেষ্ঠত্ব ও সৌভাগ্য অর্জন করেন। এবং তিনি ওহী অবতীর্ণ হওয়ার প্রাথমিক দিনগুলো তার পাশে থেকে তাকে সার্বিকভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন।

সূরা মুয্যাম্মিল ও সূরা মুদ্দাস্সিরের প্রাথমিক আয়াতগুলো তার ঘরেই অবতীর্ণ হয়।

يَآ اَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ. قُمِ اللَّيْلَ اِلَّا قَلِيْلًا. نِّصْفَهٗٓ اَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيْلًا. اَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا. اِنَّا سَنُلْقِىْ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيْلًا.

১. হে বস্ত্রাবৃত।
২. রাতে উঠুন (ইবাদতের জন্য), কিছু অংশ ব্যতীত।
৩. অর্ধরাত কিংবা এর চেয়ে কিছু কম।
৪. অথবা তার চেয়ে কিছু বেশি। আর কুরআনকে ধীর-স্থিরভাবে সুস্পষ্ট করে তিলাওয়াত করুন।
৫. নিশ্চয় আমি অচিরেই আপনার প্রতি এক গুরুভার বাণী প্রেরণ করছি। (সূরা মুযযাম্মিল : আয়াত-১-৫)

يَآ اَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ. قُمْ فَاَنْذِرْ. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ. وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ. وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ.

১. হে বস্ত্রাবৃত।
২. উঠুন, সতর্ক করুন।
৩. এবং স্বীয় পালনকর্তার বড়ত্ব বর্ণনা করুন।

৪. আর স্বীয় পরিচ্ছদসমূহ পবিত্র রাখুন।
৫. আর অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকুন।
৬. আর অধিক পাওয়ার আশায় দান করবেন না।
৭. আর আপনার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে ধৈর্য ধারণ করুন।

(সূরা মুদ্দাসিসর : আয়াত-১-৭)

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন ওহীপ্রাপ্ত হয়ে গভীর রজনীতে আরামের ঘুম ত্যাগ করে ক্বিয়ামুল লাইল শুরু করেছেন। খাদীজা রাযিয়াল্লাহু আনহা ও তার সাথে এই কঠিন প্রশিক্ষণে শরীক হলেন। অথচ এটা শুধু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওপর আবশ্যক ছিল। স্ত্রী হিসেবে স্বামীর পাশে দাঁড়ানোর কর্তব্য ছাড়াও রাসূলুল্লাহ ﷺ কে উৎসাহ ও সান্ত্বনা দেয়ার জন্য তাঁর প্রতিটি কাজে তিনি শরীক হয়েছেন।

৭১

নবী করীম ﷺ খাদীজা রাযিয়াল্লাহু আনহা কে উযূ নামায শিখিয়েছেন

একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ খাদীজা রাযিয়াল্লাহু আনহা-এর বাড়িতে এসে জিবরাঈল আমীন তাকে নামায পড়ার পদ্ধতি শিখিয়েছেন বিষয়ে অবহিত করলে খাদীজা (রা) তাঁকে বললেন, আমাকে সে পদ্ধতি শিক্ষা দিন যেভাবে জিবরাঈল আমীন আপনাকে শিখিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে শিখালেন এবং বাস্তবে উযূ করে দেখালেন। অত:পর খাদীজা রাযিয়াল্লাহু আনহা উযূ করলেন যেভাবে রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে শিখিয়েছেন। অত:পর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে নামায পড়েছেন। নামায শেষে খাদীজা রাযিয়াল্লাহু আনহা বললেন, আমি স্বাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আল্লাহর রাসূল।

খাদীজা রাযিয়াল্লাহু আনহা সে সময়ে শরী'আত প্রবর্তিত নামায রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে পড়তেন। তখন সকালে দুই রাক'আত এবং সন্ধ্যায় দুই রাক'আত নামায ফরয ছিল। মে'রাজ রজনীতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয হওয়ার পূর্বে এ বিধান ছিল।

উরওয়া ইবনে যুবাইর রাযিয়াল্লাহু আনহু আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণনা করেছেন। আয়েশা (রা) বলেন, সর্বপ্রথম দুই রাক'আত নামায ফরয হয়। অত:পর সফরাবস্থায় তা বহাল রাখা হয়। মুকীম অবস্থায় ইতমাম (চার রাক'আত) করা হয়েছে।

খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা ফরয এর বিধানাবলি প্রবর্তন হওয়ার পূর্বেই ইন্তিকাল করেছেন। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা কি ফরয এর বিধানাবলি প্রবর্তন হওয়ার পূর্বে মৃত্যুবরণ করেছেন ? তিনি বলেছেন, আমি তাকে জান্নাতের একটি নহরের পাশে অবস্থিত বাঁশে তৈরী বাড়িতে দেখেছি। যাতে নেই কোনো শোরগোল, নেই কোনো কষ্ট ও ক্লেশে।

৭২

হালীমা সা'দিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর আগমন

প্রভুর নূরে নূরান্বিত একটি পরিবেশে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর সাথে আলাপচারিতায় লিপ্ত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মধুর বাণীগুলো তার হৃদয়ের মণিকোটায় স্পর্শ করছে। তার দুই ঠোঁট থেকে হেকমতপূর্ণ বাণীগুলো খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা -এর আত্মাকে আচ্ছাদিত করছে। এমনি এক আবেগঘন মুহূর্তে খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর এক আযাদকৃত দাসী এসে বলল, মনীবা ! হালীমা বিনতে আবদুল্লাহ বিন হারেস সা'দিয়া ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাচ্ছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখনই হালীমা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর কথা শুনতে পেলেন, তার অন্তরে কম্পন সৃষ্টি হলো। শৈশবের হাজারো স্মৃতি তার মাথায় এসে ভীড় করল। বনী সা'আদের মরুভূমি, সেখানে তার দুগ্ধপান, হালীমার কোল এবং সেখানে তার বেড়ে উঠা ইত্যাদি। মূহুর্তটা ছিল কোমল অনুভূতিতে কানায় কানায় ভরপুর।

খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা তাকে গ্রহণ করার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দৃষ্টি যখনই তার ওপর নিপতিত হলো, খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা তখন তার কোমল একটি ধ্বনি শুনতে পান ; তিনি তাকে দু:খ ও মায়া কণ্ঠে ডাকছেন- আমার মা ! আমার মা!

খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দিকে তাকিয়ে দেখেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হালীমা রাদিয়াল্লাহু আনহা -এর জন্য তার গায়ের চাদর বিছিয়ে দিয়েছেন এবং অত্যন্ত স্নেহে হালীমা রাদিয়াল্লাহু আনহা -এর ওপর হাত বুলাচ্ছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চোখে-মুখে আনন্দের ঢেউ ঝলমল করছে। তিনি যেন তার কোলে তার মা আমীনাকে বেষ্টন করে রেখেছেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং হালীমা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর এই উষ্ণ সাক্ষাতের মাঝেও হালীমা রাদিয়াল্লাহু আনহা খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা -এর অবস্থার কথা জিজ্ঞেস করতে ভুলেন নি। খাদীজা (রা)-এর কুশল বিনিময়ের পর হালীমা রাদিয়াল্লাহু আনহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে জীবিকার দৈন্যতা ও বনী সা'আদের মরুভূমিতে আপতিত দূর্ভিক্ষের কথা বললেন। ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে প্রচুর পরিমাণে হাদিয়া দিয়ে দেন।

অত:পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার স্ত্রী খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর কাছে তার দুগ্ধপানকালে হালীমা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর জীবিকার সংকীর্ণতা ও দৈন্যতার কথা এবং বর্তমানে তার ও তার কওমের মধ্যে যে দূর্ভিক্ষ চলছে এর কথা বর্ণনা করলেন। এতে খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা -এর অন্তরে দয়ার উদ্রেগ হলো। খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা তাকে সন্তুষ্টিচিত্তে ৪০টি ছাগলের মাথা ও পানি বহনের জন্য একটি উট হাদিয়া দিলেন। তা ছাড়া তিনি গ্রামে ফিরে যাওয়ার সময় তার (রাহ্বা) খরচ যা প্রয়োজন সব দিয়েছেন।

খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা তার স্বামী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সন্তুষ্টির জন্য তার সকল সম্পদ দান করে দেয়ার জন্য সর্বদায় প্রস্তুত ছিলেন। উদার হস্তে হালীমাকে দান করার দরুণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কৃতজ্ঞা জ্ঞাপন করলেন।

৭৩

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর উপঢৌকন

খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা ছিলেন বড় দানবীর ও পরম দয়ালু। তার স্বামী মুহাম্মদ (সা) যত কিছু পছন্দ করতেন তিনিও তা পছন্দ করতেন। স্বামীর সন্তুষ্টির জন্য সব কিছু বিসর্জন দিতেও প্রস্তুত ছিলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তার চাচাতো ভাই আলী ইবনে আবূ তালেব এর ভরণ-পোষণের ব্যয়ভার নিজ স্কন্ধে নিলেন তখন আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর ঘরে এসে স্নেহশীল হৃদয় ও মমতাময়ী মায়ের পরশ পেয়েছেন। তার অনুভূত হচ্ছিল, তিনি তার জন্মদানকারী মার তত্ত্বাবধানে আছেন। খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা তার সাথে যারপর নাই সদাচরণ করতেন।

এমনিভাবে খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা যখন বুঝতে পারলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ক্রীতদাস যায়েদ ইবনে হারেসাকে পছন্দ করেন, তিনি যায়েদকে হাদিয়া স্বরূপ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে দিয়ে দিলেন। এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অন্তরে তার মর্যাদা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।

৭৪

খাদীজা রাযিআল্লাহু আনহা-এর মর্যাদা

আল্লাহ তা'আলা তাকে সালাম জানিয়েছেন

আনাস রাযিআল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা জিবরাঈল (আ.) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আগমন করেন। তখন খাদীজা রাযিআল্লাহু আনহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে বসা ছিলেন। জিবরাঈল (আ.) এসে বললেন, আল্লাহ তা'আলা খাদীজা (রা)-কে সালাম জানিয়েছেন। খাদীজা রাযিআল্লাহু আনহা উত্তরে বললেন, নি:সন্দেহে আল্লাহ তা'আলা শান্তিদাতা। জিবরাঈলের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। আর আপনার ওপর বর্ষিত হোক শান্তি, রহমত ও বরকত।

পারদর্শী ও মেধাবী খাদীজা রাযিআল্লাহু আনহা-এর ভাগ্য কতই না সুপ্রসন্ন! যিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঘরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে জীবন-যাপন করে সকল আদব ও শিষ্টাচার তার কাছে থেকে শিখেছেন। যে ঘরে আল্লাহ তা'আলা সকল মহৎগুণ, মর্যাদা, সচ্চরিত্র ও সকল প্রশংসনীয় কাজের সমাহার ঘটিয়েছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন- وَإِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ

অর্থ : নিশ্চয় আপনি মহান চরিত্রের ওপর অধিষ্ঠিত। (সূরা কলম : আয়াত-৪)

৭৫

বাঁশের ঘরের সুসংবাদ

আবূ হুরায়রা রাযিআল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন- জিবরাঈল (আ.) নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই পাত্রটি খাদীজা (রা)-এর জন্য, এতে রয়েছে তরকারী কিংবা খাবার অথবা পানীয়। সে যখন আপনার কাছে আসবে তখন আল্লাহ তা'আলাও আমার পক্ষ থেকে তাঁকে সালাম দিবেন। আর তাঁকে সুসংবাদ দিবেন জান্নাতে একটি বাঁশের নির্মিত ঘরের যাতে থাকবে না কোলাহল ও হৈচৈ।

সুহাইলী (রহ.) বলেন, রাসূল ﷺ-এর হাদীসের মধ্যে لُؤْلُؤٌ (মণি-মাণিক্য) শব্দ ব্যবহার না করে قَصَبٌ (বাঁশ) শব্দ ব্যবহার করেছেন। কারণ, قَصَبٌ (বাঁশ) এবং قَصَبُ السَّبَقُ (অগ্রবর্তীতার শলা)-এর মধ্যে মিল রয়েছে। খাদীজা ! ইসলাম গ্রহণের ক্ষেত্রে قَصَبِ السَّبَقُ (অগ্রবর্তীতার শলা) অর্জন করেছেন। এর প্রতিদানে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাকে قَصَبٌ (বাঁশ)-এর নির্মিত একটি মনোরম ঘর দান করবেন।

কেউ কেউ সমতার দিক থেকে এতদুভয়ের মাঝে সামঞ্জস্য খুঁজে পেয়েছেন যে, যেভাবে বাঁশের অসংখ্য নল থাকে তদ্রুপ খাদীজা রাযিআল্লাহু আনহা-এরও ছিল অসংখ্য গুণ, যা অন্যদের মধ্যে ছিল না। কারণ, তিনি যথাসাধ্য রাসূল (সা)-কে সন্তুষ্ট রাখার চেষ্টা করতেন। এ জন্য রাসূল ﷺ অসন্তুষ্টির কারণ হয় এমন কোনো কাজ কখনো তার থেকে প্রকাশ পায়নি।

৭৬

তিনি পূর্ণতায় পৌঁছেছেন

রাসূলুল্লাহ ﷺ খাদীজা রাযিআল্লাহু আনহা -এর প্রশংসা করে বলেছেন, অনেক পুরুষই পূর্ণতায় পৌঁছেছে কিন্তু মহিলাদের মধ্যে ফেরআউন স্ত্রী আসিয়া, ইমরান কন্যা মারইয়াম ও খাদীজা বিনতে খুওয়াইলিদ ছাড়া অন্য কেউ পূর্ণতায় পৌঁছতে পারেনি। অন্যান্য মহিলাদের ওপর আয়েশার শ্রেষ্ঠত্ব যেমন সকল খাবারের ওপর সারীদের শ্রেষ্ঠত্ব।

জনৈক বিজ্ঞ আলিম এ হাদীসের টিকা লিখতে গিয়ে বলেন, এ তিন মহিয়সী নারীকে একই সূতায় গাঁথার রহস্য হচ্ছে, এদের প্রত্যেকেই এক একজন রাসূলের ভরণ-পোষণের ব্যয়ভার বহন করেছেন। তার সংশ্রবে কাটিয়েছেন। তার প্রতি ঈমান এনেছেন। যেমন-

১. ফেরআউন স্ত্রী আসিয়া মূসা (আ.)-এর লালন পালন করেছেন। তার সাথে সদাচরণ করেছেন। তিনি নবুওয়াতপ্রাপ্ত হলে তার প্রতি তিনি বিশ্বাস স্থাপন করেছেন।

২. মারইয়াম বিনতে ইমরান ঈসা (আ.)-এর (কাফালত) দায়িত্ব গ্রহণ করে তার লালন পালন করেছেন। রিসালতপ্রাপ্ত হওয়ার পর তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছেন।

৩. খাদীজা বিনতে খুওয়াইলিদ শেষ নবী মুহম্মদ ﷺ -কে নিজের সাথি হিসেবে নির্বাচন করে তাকে জান দিয়ে মাল দিয়ে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন। অত্যন্ত সুন্দরভাবে তার সংশ্রবে জীবন কাটিয়েছেন। রাসূল ﷺ ওহীপ্রাপ্ত হলে সর্বপ্রথম তিনি তাকে সত্যায়ন করেছেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বিয়ে করার আগে কাউকে বিয়ে করেননি। এমনকি তার জীবদ্দশায় কাউকে বিয়ে করেননি। আয়েশা রাযিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ খাদীজা রাযিআল্লাহু আনহা -এর মৃত্যুর আগে কাউকে বিয়ে করেননি।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তার সাথে জীবনের সবচেয়ে সুন্দর দিনগুলো হৃদ্যতা, ভালবাসা, রহমত, আনুগত্য ও আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াতের মধ্য দিয়ে কাটিয়েছেন। তার মৃত্যুর পর দিন দিন তার প্রতি রাসূল ﷺ-এর মহব্বত বৃদ্ধিই পাচ্ছিল। তিনি সর্বদায় তার গুণগান গাইতেন এবং তাকে যে মহব্বত করত তাকেও তিনি মহব্বত করতেন। এমনকি যে তার এবং তার বরকতময় দিনগুলোর আলোচনা করত তার কথা শুনতে ও তাকে দেখতে ভালবাসতেন।

৭৭

সর্বোত্তম নারী কে

হিশাম ইবনে উরওয়া তার বাবা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে জাফর থেকে আলী ইবনে আবূ তালেব রাযিআল্লাহু আনহু-এর সূত্রে শুনেছি- নবী করীম ﷺ বলেছেন, মারইয়াম বিনতে ইমরান স্বীয় যুগের সর্বোত্তম নারী আর খাদীজা রাযিআল্লাহু আনহা তার যুগের সর্বোত্তম নারী।

জান্নাতী সর্বোত্তম নারী

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জমীনে চার রেখা টেনে (সাহাবায়ে কিরামকে) বললেন, তোমরা জানো এগুলো কি ? তারা বলল, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ই ভালো জানেন। অত:পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, জান্নাতী নারীদের মধ্যে সর্বোত্তম নারী হচ্ছে, খাদীজা বিনতে খুওয়াইলিদ, ফাতেমা বিনতে মুহাম্মদ, ফিরআউনের স্ত্রী আসিয়া বিনতে মুযাহিম ও মারইয়াম বিনতে ইমরান।

আনাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সারা পৃথিবীর নারীদের থেকে তোমার জন্য (এ চার নারীই) যথেষ্ট- মারইয়াম বিনতে ইমরান, খাদীজা বিনতে খুওয়াইলিদ, ফাতেমা বিনতে মুহাম্মদ ও ফিরআউন স্ত্রী আসিয়া।

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- মারইয়াম বিনতে ইমরানের পর জান্নাতী নারীদের সরদার হবে ফাতেমা, খাদীজা ও ফিরআউন স্ত্রী আসিয়া।

৭৯

খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর হার

বদর যুদ্ধে সংঘটিত নিম্নোক্ত ঘটনাটি খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা -এর প্রতি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হৃদ্যতা ও ভালবাসর চমৎকার একটি দলিল-

বদর যুদ্ধে রাসূলকন্যা যায়নাব রাদিয়াল্লাহু আনহা -এর স্বামী আবুল আস অন্যান্য বন্দীদের সাথে তিনিও বন্দী হন। মক্কাবাসী যখন নিজ নিজ বন্দীদের মুক্ত করার জন্য মুক্তিপণ প্রেরণ করতে থাকে, তখন যায়নাব রাদিয়াল্লাহু আনহা ও তাঁর স্বামী আবুল আসকে মুক্ত করার জন্য ঐ হারটি প্রেরণ করেন যা তাঁদের বিয়ের সময় খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা তাঁকে দিয়েছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হারটি দেখে ব্যথিত হলেন এবং সাহাবীদের বললেন, তোমরা ভাল মনে করলে এ হারটি ফিরিয়ে দাও এবং ঐ বন্দীকেও ছেড়ে দাও।

তৎক্ষণাৎ সাহাবীগণ তা মঞ্জুর করেন এবং কয়েদীকে ছেড়ে দেয়া হয় ও হারও ফিরিয়ে দেয়া হয়।

মহৎ গুণ

ইমাম ইবনে কাসীর (রহ.) খাদীজা রাযিআল্লাহু আনহা-এর শ্রেষ্ঠত্বের বিবরণ দিয়েছেন এভাবে-

১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বপ্রথম খাদীজা রাযিআল্লাহু আনহা -কে বিয়ে করেছেন।

২. এবং বিশুদ্ধ বর্ণনা মতে সর্বপ্রথম খাদীজা রাযিআল্লাহু আনহা তাঁর প্রতি ঈমান আনয়ন করেন।

৩. সর্বপ্রথম তিনিই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে নামায পড়েছেন।

৪. সর্বপ্রথম তাঁর গর্ভ থেকেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সন্তান ভূমিষ্ট হয়।

৫. তার সহধর্মিনীগণের মধ্যে সর্বপ্রথম তাকেই জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করা হয়।

৬. মহান রাব্বুল আলামীন সর্বপ্রথম তার কাছে সালাম পাঠান।

৭. নারীদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সত্যায়ন করেন।

৮. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর পত্মীগণের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম ইন্তিকাল করেন।

৯. মক্কায় সর্বপ্রথম নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কবরেই অবতরণ করেন।

ইমাম যুহরী (রহ.) বলেন, খাদীজা রাযিআল্লাহু আনহা ই সর্বপ্রথম আল্লাহর প্রতি ঈমান আনেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তার প্রভুর পক্ষ থেকে রিসালাতপ্রাপ্ত হয়ে তার বাড়িতে আসেন তখন কোনো গাছ বা পাথরের আড়াল হয়ে পুনঃ রাসূল (সা)-এর সাথে খাদীজা রাযিআল্লাহু আনহা-এর সাক্ষাত হলেই তিনি তাকে সালাম দিয়েছেন।

তিনি খাদীজা রাযিআল্লাহু আনহা-এর কাছে এসে বললেন, তুমি কী মনে কর, আমি স্বপ্নে দেখেছি, জিবরাঈল আমার সামনে প্রকাশ পেয়েছে। আমার প্রভু তাকে আমার কাছে পাঠিয়েছেন এবং খাদীজা রাযিআল্লাহু আনহা-কে ওহীর ব্যাপারে অবগত করা হলে খাদীজা রাযিআল্লাহু আনহা বললেন, আপনি সুসংবাদ গ্রহণ করুন। আল্লাহর কসম ! আল্লাহ তায়ালা আপনার সাথে কল্যাণের আচরণই করবেন। সুতরাং আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত প্রত্যাদেশ গ্রহণ করুন। কেননা, তা হক ও সত্য।

৮১

খাদীজা রাযিআল্লাহু আনহা-এর প্রতি আয়েশা রাযিআল্লাহু আনহা-এর আত্মযাতনা

খাদীজা রাযিআল্লাহু আনহা-এর মৃত্যুর পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাওদা বিনতে যাম'আ (রা) কে বিয়ে করেন। অতপর বিয়ে করেন আয়েশা রাযিআল্লাহু আনহা কে। রাসূলুল্লাহ (সা) খাদীজা রাযিআল্লাহু আনহা-এর আলোচনা ও প্রশংসা অত্যাধিক করার কারণে আয়েশা (রা) খাদীজা রাযিআল্লাহু আনহা-এর প্রতি আত্মযাতনা অনুভব করতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি আয়েশা রাযিআল্লাহু আনহা-এর অত্যধিক মহব্বত ও ভালবাসাকেই এর হেতু মনে করা হয়।

আয়েশা রাযিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্ত্রীগণের মধ্যে খাদীজা রাযিআল্লাহু আনহা ছাড়া অন্য কারো প্রতি আমি গায়রত (আত্মযাতনা) অনুভব করি না। অথচ আমি তাকে পাইনি। আয়েশা রাযিআল্লাহু আনহা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখনই ছাগল যবাই করতেন তখন বলতেন, এর কিছু গোশ্‌ত খাদীজা রাযিআল্লাহু আনহা-এর বান্ধবীর কাছে পাঠাইও। আয়েশা রাযিআল্লাহু আনহা বলেন, একদা আমি রাসূলের প্রতি রাগান্বিত হয়ে বললাম, (শুধু) খাদীজা আর খাদীজা ! রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, তার মহব্বত ও ভালবাসা আমার অন্তরে ঢেলে দেয়া হয়েছে।

৮২

হালা বিনতে খুওয়াইলিদের কণ্ঠস্বর

আয়েশা রাযিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন- খাদীজা রাযিআল্লাহু আনহা-এর মৃত্যুর অনেকদিন পরের ঘটনা : একদিন খাদীজা রাযিআল্লাহু আনহা-এর সহদোর হালা বিনতে খুওয়াইলিদ নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঘরের দরজার কাছে এসে ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন, তার কণ্ঠস্বর শুনে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাদীজা রাযিআল্লাহু আনহা-এর কণ্ঠস্বরের কথা স্মরণ করে শিহরিত হয়ে উঠেন। তাই নবীজী অত্যন্ত আপ্লুত হয়ে বললেন :

اَللّٰهُمَّ هَالَةَ بِنْتِ خُوَيْلِدٍ

(হে আল্লাহ ! এ কণ্ঠস্বর যেন হালা বিনতে খুওয়াইলিদের কণ্ঠস্বর হয় (যা আমি ধারণা করছি)।

আয়েশা রাযিআল্লাহু আনহা বলেন, এ কথা আমার আত্মমর্যাদায় লাগে। তাই আমি বললাম, আপনি কি কুরাইশ গোত্রের এক দাঁতপড়া বুড়ীর কথা স্মরণ করছেন? সে তো বহু আগে মারা গেছে। তাঁর পরিবর্তে তাঁর চেয়ে উত্তম স্ত্রী আল্লাহ তা'আলা আপনাকে দান করেছেন।

৮৩

খাদীজা রাযিআল্লাহু আনহা-এর প্রতি গায়রত

আয়েশা রাযিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খাদীজা রাযিআল্লাহু আনহা-এর প্রতি আমি যেরূপ গায়রত (নিজেকে তাঁর সমকক্ষ না দেখার আত্মযাতনা) অনুভব করতাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অন্য কোনো স্ত্রীর প্রতি সেরূপ গায়রত অনুভব করতাম না। অথচ তিনি আমার বিয়ের অনেক আগেই মারা যান। আমি তাঁকে দেখিও নাই। কিন্তু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর আলোচনা অত্যধিক করতেন তাই তাঁর প্রতি আমার মনের অবস্থা এরূপ ছিল।

আল্লাহ তা'আলা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে আদেশ করেছেন, তিনি যেন খাদীজা রাযিআল্লাহু আনহা-কে জান্নাতে একটি বাঁশের ঘরের সুসংবাদ প্রদান করেন।

প্রায় সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বকরী যবাই করে এর গোশ্ত খাদীজা রাযিআল্লাহু আনহা-এর বান্ধবীদের বাড়িতে পাঠিয়ে দিতেন। কখনো আমি বলতাম, মনে হয় যেন দুনিয়াতে খাদীজা রাযিআল্লাহু আনহা ছাড়া অন্য কোনো মহিলা জন্মে নাই। উত্তরে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার তাঁর প্রশংসা শুরু করে দিতেন- খাদীজা রাযিআল্লাহু আনহা এরূপ ছিল, ঐরূপ ছিল। তাঁর থেকে আমার সন্তান-সন্ততি ছিল।

৮৪

খাদীজার প্রশংসা

আয়েশা রাযিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাঁর প্রশংসা করতেন তখন অত্যধিক আলোচনা করতেন। একদা আমি আত্মযাতনায় বললাম, আপনি দাঁতপড়া বুড়ীর আলোচনা এতো বেশি করেন! অথচ তাঁর পরিবর্তে তাঁর চেয়ে উত্তম স্ত্রী আল্লাহ তা'আলা আপনাকে দান করেছেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাঁর পরিবর্তে তাঁর চেয়ে উত্তম

স্ত্রী আল্লাহ তা'আলা আমাকে দান করেন নি। কেননা, খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা এমন দু:সময় আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে যখন সারা পৃথিবীর মানুষ আমাকে অস্বীকার করেছে। এমন সময় সে আমাকে সত্যায়িত করেছে যখন সকল মানুষ আমাকে মিথ্যারোপ করেছে। এমন সময় সে আমাকে জান দিয়ে মাল দিয়ে সাহায্য করেছে যখন সবাই আমাকে বঞ্চিত করেছে। আল্লাহ তা'আলা তার থেকে আমাকে সন্তান দান করেছেন। যা অন্য কোনো স্ত্রী থেকে দান করেননি।

৮৫

নবীর সহানুভূতি

আবদুল্লাহ আলবাহি থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেছেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিক পরিমাণে খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা -এর জন্য ইস্তিগফার ও প্রশংসা করতে কখনো বিরক্তিবোধ করতেন না।

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, একদা তিনি খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা -এর এতো অধিক পরিমাণ প্রশংসা শুরু করলেন যে, আমার মনে ক্ষোভ সৃষ্টি হলো। তাই আমি বললাম, আল্লাহ তায়ালা তো আপনাকে ঐ বৃদ্ধা মহিলার পরিবর্তে উত্তম স্ত্রী দান করেছেন। অতএব, তাকে নিয়ে আপনার এতো প্রশংসা ও এতো আলোচনা কেন ? এ কথা বলায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার ওপর ভীষণ ক্ষুব্ধ হলেন। তখন আমি চুপসে গেলাম আর মনে মনে আল্লাহ তায়ালার কাছে দু'আ করতে লাগলাম- হে আল্লাহ ! তুমি যদি তোমার রাসূলের রাগ প্রশমিত করে দাও, তাহলে আমি আর কখনো খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর আলোচনা ভালো ছাড়া মন্দ করব না।

আমার লজ্জিত অবস্থা দেখে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আয়েশা ! তুমি এমন কথা কিভাবে বল ? তুমি কি জান না যে, খাদীজা আমার প্রতি এমতাবস্থায় ঈমান এনেছে যখন সারা পৃথিবীর মানুষ আমাকে অস্বীকার করেছে। সে আমাকে আশ্রয় দিয়েছে যখন সবাই আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। তার গর্ভ থেকে আমার সন্তান হয়েছে। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, এ কথা বলে মাসব্যাপী খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর প্রশংসা করেছেন।

অলৌকিক ঘটনা

আয়েশা রাযিআল্লাহু আনহা-এর ঘরে খাদীজা রাযিআল্লাহু আনহা বহু অলৌকিক ঘটনা ঘটেছে। তন্মধ্যে একটি হলো- একদা খাদীজা রাযিআল্লাহু আনহা-এর এক বৃদ্ধা বান্ধবী নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে আসলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত ইজ্জতের সাথে তাকে বরণ করেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের ব্যবহৃত চাদর তার জন্য বিছিয়ে দিয়ে এতে তাকে বসালেন। অত:পর তাঁর শারীরিক অবস্থাসহ সার্বিক বিষয়ে জিজ্ঞেস করেন। এই বৃদ্ধা মহিলা যখন চলে গেল তখন আয়েশা রাযিআল্লাহু আনহা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ! এই কুৎসিত মহিলাকে এতো ইজ্জতের সাথে বরণ করার কী কারণ ? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এর কারণ হলো, খাদীজা রাযিআল্লাহু আনহা -এর সাথে এ মহিলার সখ্যতা ছিল। তাঁর কাছে সে আসা-যাওয়া করত। তা ছাড়া সদাচারণ ঈমানের অন্তর্ভুক্ত।

৮৭

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে খাদীজা রাযিআল্লাহু আনহা -এর মর্যাদা

খাদীজা রাযিআল্লাহু আনহা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সত্যিকারের সঙ্গী ছিলেন। দু:সময়ে তাঁর পাশে ছিলেন। বিপদাপদে তাকে সাহায্য ও সান্ত্বনা দিয়েছেন। রাসূল (সা) ও তাঁকে যারপর নাই মহব্বত করতেন।

নিম্নোক্ত বর্ণনা থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অন্তরে খাদীজা রাযিআল্লাহু আনহা -এর প্রতি মহব্বত, মর্যাদা ও মূল্যায়নের বিষয়টি স্পষ্ট হয়-

খাওলা বিনতে হাকীম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! খাদীজা রাযিআল্লাহু আনহা -এর ইন্তিকালে আপনাকে খুবই মর্মাহত মনে হয়। রাসূল (সা) বললেন, হ্যাঁ, তাঁর শোকে আমি খুবই ব্যথিত, খুবই মর্মাহত। কারণ, সে ছিল পরিবার জননী। পরিবারের সবকিছু সে দেখাশুনা করত।

৮৮

বিপদে পাশে ছিলেন

আবদুল্লাহ ইবনে উমাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) খুবই শঙ্কিত ও বিপন্ন অবস্থায় খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা-কে কাছে পেয়েছেন। খাদীজা (রা) ও সকল বিপদাপদে তাঁর পাশে ছিলেন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা -কে বিয়ে করা পর্যন্ত।

৮৯

খাদিজার সম্মান সবার ওপরে

কোনো মুসলমান সিদ্দীকে আকবার রাদিয়াল্লাহু আনহু -এর মর্যাদায় উপনীত হওয়ার চেষ্টা করলে যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত রাগ করতেন তদ্রূপ কোনো মুসলিম নারী খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা -এর মর্যাদায় উপনীত হওয়ার চেষ্টা করলে খুবই রাগ করতেন। সে নারী আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হলেও।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবূ বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর প্রশংসা এতো অধিক পরিমাণে করতেন যে, খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা ছাড়া অন্য কারো ব্যাপারে এতো অধিক পরিমাণ প্রশংসা করতেন না।

৯০

খাদীজার স্মরণ

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রায়ই ঘর থেকে বের হওয়ার সময় খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর কথা স্মরণ করে তাঁর প্রশংসা করতেন। একদা তাঁর কথা স্মরণ করে তাঁর প্রশংসা করলে আমার আত্মমর্যাদায় লাগে। তাই আমি বললাম, সে তো একজন বুড়ী মহিলা ছিল। আল্লাহ তা'আলা তো তাঁর চেয়ে উত্তম স্ত্রী আপনাকে দান করেছেন। এ কথা বলায় তিনি রাগান্বিত হয়ে বললেন- না, আল্লাহ তা'আলা তাঁর চেয়ে উত্তম স্ত্রী আমাকে দেননি। সে এমন সময় আমার প্রতি ঈমান এনেছে যখন সারা পৃথিবীর মানুষ আমাকে অস্বীকার করেছে। এমন সময় সে আমাকে

সত্যরূপে গ্রহণ করেছে, যখন সবাই আমাকে মিথ্যারোপ করেছে। সে আমাকে তাঁর সমস্ত ধন-সম্পত্তি দিয়ে সাহায্য করেছে যখন সবাই আমাকে বঞ্চিত করেছে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর গর্ভ থেকে আমাকে সন্তান দান করেছেন। এ ছাড়া আমার অন্য কোনো স্ত্রী থেকে আল্লাহ তা'আলা আমাকে কোনো সন্তান দেননি।

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর অবস্থা দৃষ্টে আমি মনে মনে বলতে লাগলাম- পরবর্তীতে আর কখনো খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর মন্দ আলোচনা করবো না।

কোনো ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এরপর ওমর (রা)-এর চেয়ে অধিক মহব্বতের পাত্র হওয়ার চেষ্টা করা রাসূল (সা) পছন্দ করতেন না। যেভাবে খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর চেয়ে অধিক মহব্বতের পাত্র হওয়ার চেষ্টা করাকে রাসূল (সা) পছন্দ করতেন না।

খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা ছিলেন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চোখের মনি। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য তাঁর জান-মাল সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি পৃথিবীর সর্বোত্তম নারী, যিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুহব্বতে সুদীর্ঘ ২৫ বছর কাটিয়েছেন। বনী আদমের সরদার নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য এভাবে নিজেকে উৎসর্গ করাতে আশ্চর্য হবার কিছু নাই।

৯১

জান্নাতের সুসংবাদ

খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা-ই প্রথম নারী, যাকে সর্বাগ্রে জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে। ইতোপূর্বে আর কোনো মুসলমান নর-নারীকে জান্নাতের সুসংবাদ দেয়া হয়নি। এ হচ্ছে, বিপদে আপদে ইসলামের গুরুতর হালতে রাসূল (সা) কে সাহায্য করার দরুণ আল্লাহ কর্তৃক বিশেষ পুরস্কার। যার মাধ্যমে খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর মৃত্যুর পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা তাঁর জীবদ্দশায়ই তার মনকে প্রশান্ত করে দিয়েছেন। শীতল করে দিয়েছেন তাঁর চক্ষুকে।

আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জিবরাঈল (আ.) নবী করীম (সা)-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই পাত্রটি খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা-

এর জন্য, এতে রয়েছে তরকারী কিংবা খাবার অথবা পানীয়। সে যখন আপনার কাছে আসবে তখন মহান আল্লাহ তা'আলা ও আমার পক্ষ থেকে তাঁকে সালাম দিবেন। আর তাঁকে সুসংবাদ দিবেন জান্নাতে একটি বাঁশের নির্মিত ঘরের যাতে থাকবে না কোলাহল ও হৈচৈ।

৯২

ফাতেমার মাতা

জানি না, খাদীজা রাযিআল্লাহু আনহা জান্নাতের সুসংবাদ নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার আগে পেয়েছিলেন না পরে। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

يَاۤ اَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ . اِرْجِعِىْٓ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً . فَادْخُلِىْ فِىْ عِبَادِىْ . وَادْخُلِىْ جَنَّتِىْ.

অর্থ : হে প্রশান্ত মন ! তুমি তোমার প্রতিপালকের দিকে ফিরে আস সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে। এরপর তুমি আমার বিশিষ্ট বান্দাদের মধ্যে শামিল হয়ে যাও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর। (সূরা আল ফাজর - আয়াত : ২৭-৩০)

জানি না, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাদীজা রাযিআল্লাহু আনহা-কে এই বলে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন কিনা যে, তুমি 'জান্নাতবাসী সকল মহিলার সরদার ও পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চার মহিলার একজন ফাতিমা রাযিআল্লাহু আনহা কে জন্ম দিয়েছ।

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চারজন মহিলা হচ্ছে-

১. মারইয়াম বিনতে ইমরান।

২. খাদীজা বিনতে খুওয়াইলিদ রাযিআল্লাহু আনহা।

৩.ফাতিমা বিনতে খাদীজা রাযিআল্লাহু আনহা।

৪. ফেরআউনের স্ত্রী আসিয়া বিনতে মুযাহিম।

পৃথিবীতে কোনো ব্যক্তিই নিজের ওপর সন্তান ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তির শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করাকে পছন্দ করে না। আল্লাহ তা'আলা খাদীজা রাযিআল্লাহু আনহা-কে এই বলে প্রবোধ দিয়েছেন যে, তুমি জান্নাতী মহিলাদের সরদার ফাতিমা (রা)-কে জন্ম দিয়েছ। অতএব, মা খাদীজা রাযিআল্লাহু আনহা ও তাঁর কন্যা ফাতিমা রাযিআল্লাহু আনহা হচ্ছে- শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার দিক থেকে পৃথিবীর অর্ধেক মহিলার সমান।

অনেক গুণের অধিকারী

ইমাম ইবনে হাজার (রহ.) বলেন। ইমাম মুসলিম (রহ.) হাফ্স ইবনে গিয়াস (রহ.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন। আয়েশা রাযিআল্লাহু আনহা বলেন, এতে রাসূল (সা) ক্ষুব্ধ হয়ে গিয়ে বলেন- তাঁর ভালবাসা ও মহব্বত আমার অন্তরে ঢেলে দেয়া হয়েছে।

আল্লামা কুরতুবী (রহ.) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাদীজা রাযিআল্লাহু আনহা-কে মহব্বত করার বহু কারণ ছিল। খাদীজা রাযিআল্লাহু আনহা ছিলেন অনেক গুণের অধিকারী। তাঁর ছিল অনেক বৈশিষ্ট্য। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাদীজা রাযিআল্লাহু আনহা-কে দুনিয়াতে যেসব পুরস্কার দিয়েছিলেন তার অন্যতম ছিল- তিনি তাঁর জীবদ্দশায় কাউকে বিয়ে করেননি।

ইমাম মুসলিম (রহ.) যুহরীর সূত্রে বর্ণনা করেন। আয়েশা রাযিআল্লাহু আনহা বলেন : নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাদীজা রাযিআল্লাহু আনহা-এর জীবদ্দশায় অন্য কাউকে বিয়ে করেননি। এ ব্যাপারে সকল ঐতিহাসিক একমত।

উপরিউক্ত বর্ণনা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে খাদীজা রাযিআল্লাহু আনহা -এর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের ওপরই প্রমাণ বহন করে এবং উপরিউক্ত বর্ণনা এ কথার প্রমাণ যে, খাদীজা রাযিআল্লাহু আনহা-এর মধ্যে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য ও গুণ গ্রহণ করা থেকে বিরত রেখেছিলেন।

খাদীজা রাযিআল্লাহু আনহা-এর কতিপয় বৈশিষ্ট্য-

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাদীজা রাযিআল্লাহু আনহা-কে বিয়ে করার পর ৩৮ বছর জীবিত ছিলেন। এর মধ্যে ২৫ বছরই খাদীজা রাযিআল্লাহু আনহা এককভাবে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সুহবতে ছিলেন।

খাদীজা রাযিআল্লাহু আনহা-এর অন্যতম আরেকটি বৈশিষ্ট্য ছিল, তিনি এই উম্মতের মহিলাদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন। সুতরাং তিনি পরবর্তী সকল মুমিন মহিলার জন্য সুন্নাত জারি করে গেলেন। অতএব, তারপর থেকে কিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল মুমিন নারীর সমপরিমাণ সাওয়াব তার আমলনামায় লিখা হবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি কোনো নেক কাজের প্রবর্তন করবে, সে ব্যক্তি নেক কাজের সাওয়াব এবং কিয়ামত পর্যন্ত যারা এ অনুযায়ী আমল করবে তাদের সমপরিমাণ সাওয়াব আল্লাহ তা'আলা তাকে দান করবেন।

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখনই বকরি জবাই করতেন তখন এর কিছু গোশ্‌ত খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর বান্ধবীদের কাছে পাঠাতে বলতেন। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, একদা আমি বললাম, সর্বক্ষণ শুধু খাদীজা খাদীজা। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আমার অন্তরে তাঁর মহব্বত ঢেলে দেয়া হয়েছে।

৯৪

মৃত্যুর অনেকদিন পরের ঘটনা

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর মৃত্যুর অনেকদিন পরের ঘটনা : একদিন খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর সহোদর হালা বিনতে খুওয়াইলিদ নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঘরের দরজার কাছে এসে ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন, তার কণ্ঠস্বর শুনে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর কণ্ঠস্বরের কথা স্মরণ করে শিহরিত হয়ে উঠেন। তাই নবীজী অত্যন্ত আপ্লুত হয়ে বললেন

اَللّٰهُمَّ هَالَةَ بِنْتِ خُوَيْلِدٍ.

অর্থ : (হে আল্লাহ ! এ কণ্ঠস্বর যেন হালা বিনতে খুওয়াইলিদের কণ্ঠস্বর হয় (যা আমি ধারণা করছি)।

এই হাদীস প্রমাণ করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা পরস্পরে সুমধুর বৈবাহিক সম্পর্কের ওপর এবং গভীর মহব্বত ও স্ত্রীর প্রতি স্বামীর হৃদয়ের টানের ওপর।

খাদিজার অসুস্থতা

একবার উম্মুল মুমিনীন খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েন। এতে রাজ্যের চিন্তা আর উদ্বেগ রাসূল (সা)-কে এসে গ্রাস করে। ভেঙ্গে পড়েন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

আবূ রাওয়াদ (রহ.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা মৃত্যুশয্যায় শায়িত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর শিয়রের কাছে এসে বললেন, খাদীজা ! তোমার দূরাবস্থা দেখে আমার অনেক খারাপ লাগছে। তবে এতে হয়ত আল্লাহ তায়ালা কল্যাণ নিহিত রেখেছেন। তুমি জান না, আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে জগত বিখ্যাত চার মহিলাকে বিয়ে পড়িয়েছেন। তাঁরা হলেন :

১. তুমি খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা।

২. মারইয়াম বিনতে ইমরান।

৩. মূসা (আ.)-এর বোন কুলসুম ও

৪. ফিরআউনের স্ত্রী আসিয়া।

খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন- সত্যিই কি আল্লাহ তায়ালা এমনটি করেছেন ? রাসূল (সা) বললেন, হ্যাঁ, সত্যিই। তখন খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা নবদম্পত্তিদের জন্য দু'আ করলেন-'মিল-মহব্বত ও সুখে শান্তিতে ভরে যাক আপনাদের দাম্পত্যজীবন।

৯৬

খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা আল্লাহর সান্নিধ্যে গমন

খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা রোগশয্যায় শায়িত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার হুজরায় প্রবেশ করে তাঁর শিয়রের কাছে বসলেন। খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর চোখের চাহনী বুঝে তাঁর আবেদনগুলো পূরণ করতে লাগলেন। খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর অবস্থা দৃষ্টে তার চিন্তা দ্বিগুণ বেড়ে গেল। চিন্তা আর উৎকণ্ঠায় বলে উঠলেন- 'আবূ তালিব মারা গেলে !'

রাসূল ﷺ -এর একান্ত ইচ্ছা ছিল, চাচা আবু তালিব শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করার পূর্বে যেন কমপক্ষে একবার 'কালিমায়ে শাহাদাত' উচ্চারণ করে। যেন তার জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে সুপারিশ করতে পারে। চাচা বলেছিল, ভাতিজা ! আমার মৃত্যুর পর তোমার ও তোমার বাপ-চাচাদের গালি-গালাজের আশংকা, মৃত্যুর ভয়ে কালিমাটি উচ্চারণ করেছি বলে কুরাইশদের ধারণা না করতো, তাহলে আমি অবশ্যই তা বলতাম।

মৃত্যুর মুহূর্তে রাসূল ﷺ চাচা আবূ তালেবকে অনেক পীড়াপীড়ি করেন। কিন্তু দূর্ভাগ্য, চাচা তা উচ্চারণ করতে অস্বীকার করেন।

মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে যখন আবূ তালেব ঠোঁট নাড়াইতে ছিল তখন আব্বাস (রা) তার মুখের নিকট গিয়ে কান পেতে শুনলেন তিনি কী উচ্চারণ করছেন। কিছুক্ষণ পর তিনি রাসূল রাযিয়াল্লাহু আনহা -কে বললেন, ভাতিজা ! আমি তাকে ঐ কালিমা উচ্চারণ করতে শুনেছি যার তালকীন তুমি তাকে করেছ অনেকবার। তার মৃত্যুর পর রাসূল ﷺ বললেন, আফসোস, আমি শুনতে পাইনি।

চাচা আবূ তালেবের শোকের দিনগুলো অতিবাহিত হচ্ছে। অপর দিকে খাদীজা রাযিয়াল্লাহু আনহা -এর অসুস্থতা বেড়েই চলল। রাসূল ﷺ যতবারই তার কাছে যান তাকে সান্ত্বনা দেন।

৯৭

রাসূল ﷺ -এর প্রথম স্ত্রী

হাকীম ইবনে মুযাহিম রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খাদীজা বিনতে খুওয়াইলিদ রাযিয়াল্লাহু আনহা ৬৫ বছর বয়সে ১০ম হিজরীর রমযান মাসে ইন্তিকাল করেন। মক্কায় হাজুন নামক স্থানে তাকে দাফন করা হয়। তাঁর কবরে রাসূল ﷺ নিজে নেমে দাফনের কাজ সম্পন্ন করেন। তখন জানাযার নামাযের বিধান ছিল না।

খাদীজা রাযিয়াল্লাহু আনহা ছিলেন রাসূল ﷺ -এর প্রথম স্ত্রী। মক্কার প্রসিদ্ধ ধনবতী বুদ্ধিমতি মহিলা। বিয়ের পর স্বামী মুহাম্মদ ﷺ-এর সেবায় তিনি মন-প্রাণ ঢেলে দেন। তিনি তাঁর সমস্ত ধন-সম্পত্তি নবীর হাতে তুলে দেন। রাসূল

(সা) কাফের কর্তৃক নির্যাতিত হয়ে নিরুৎসাহ ও মন ক্ষুণ্ন হয়ে পড়লে তিনিই তাঁকে উৎসাহ ও প্রেরণা যুগিয়েছেন। ইসলামের প্রাথমিক যুগে তিনিই ছিলেন রাসূল ﷺ-এর একমাত্র সঙ্গিনী, সাহায্যকারী, পরামর্শদাতা ও সান্ত্বনাদানকারিণী। ইবরাহীম ইবনে মারিয়া ছাড়া রাসূল (সা)-এর সকল সন্তান তাঁর গর্ভ থেকেই ভূমিষ্ট হয়। তাঁর জীবদ্দশায় রাসূল (সা) অন্য কোনো স্ত্রী গ্রহণ করেন নাই। রাসূল ﷺ-এর ২৫ বছর বয়স থেকে ৫০ বছর বয়স পর্যন্ত সুদীর্ঘ ২৫ বছরের যৌবন বয়স এককভাবে খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর সুহবতে অতিবাহিত করেন। তিনি ছিলেন একজন বিধবা মহিলা। ইতোপূর্বে তাঁর দুইজন পুরুষের সাথে বিয়ে হয়। এতদসত্ত্বেও সে ছিল রাসূল ﷺ-এর জিন্দিগীতে সর্বোত্তম নারী।

সারকথা, শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার দিক থেকে খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা ছিলেন অদ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব। এক কথায়, তিনি ছিলেন পৃথিবীর শুরু থেকে কিয়ামত পর্যন্ত আগত নারীকুলের শ্রেষ্ঠ নারী।

৯৮

আহলে বাইত (নবী পরিবার)

আল্লাহ তায়ালা বলেন-

اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا.

অর্থ : হে নবী পরিবার ! আল্লাহ তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে চান এবং তোমাদের পুত:পবিত্র রাখতে চান। (সূরা আহযাব : আয়াত-৩৩)

আল্লামা তাবরানী আবূ সাঈদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন। উম্মে সালমা (রা) বলেছেন, একদা রাসূল ﷺ তাঁর ঘরে বিছানায় ছিলেন। তাঁর গায়ে ছিল খায়বরী কাপড়। তখন ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহা আগমন করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ফাতিমাকে বললেন, ফাতেমা! তোমার স্বামী ও ছেলে হাসান-হুসাইনকে ডেকে আন। তিনি তাদেরকে ডেকে আনলেন। তাঁরা যখন খেতে ছিলেন তখন রাসূল ﷺ-এর ওপর উপরিউক্ত আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূল ﷺ তাঁর লুঙ্গির বর্ধিত অংশ দিয়ে তাঁদেরকে ঢেকে ফেললেন। কিছুক্ষণ পর কাপড়ের ভেতর থেকে হাত বের

করে আসমানের দিকে ইশারা করে বললেন : হে আল্লাহ ! এরা হচ্ছে, আমার পরিবার এবং আমার বিশেষ লোক। তুমি তাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করে দাও এবং তাদেরকে পুত:পবিত্র রাখ। এই কথা নবী করীম তিনবার বলেছেন।

তাবরানীর রেওয়াতে আছে, আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূল (সা) তাঁদের গায়ে ফাদাকী বস্ত্র ফেলে দিলেন। অত:পর তাঁদের ওপর হাত রেখে বললেন : হে আল্লাহ ! তারা মুহাম্মদের পরিবার। এক রেওয়ায়েতে আছে, তিনি বলেছেন, হে আল্লাহ! শান্তি ও বরকত মুহাম্মদ পরিবারের ওপর অবতীর্ণ কর যেভাবে অবতীর্ণ করেছ ইবরাহীম পরিবারের ওপর। আপনি মহিয়ান, সর্বময় প্রশংসার অধিকারী।

ইবনে মারদাবিয়্যা (রহ.)-এর রেওয়ায়েতে আছে। উম্মে সালমা বলেন, তখন ঘরে লোক ছিল সাতজন : জিবরাঈল, মিকাঈল, আলী, ফাতিমা, হাসান-হুসাইন আর আমি ছিলাম ঘরের দরজায়। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমি কি আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত নই ? রাসূল (সা) বললেন, তুমি নবী স্ত্রী ও উত্তম নারী।

ইবনে জারীর, ইবনে আবূ হাতিম ও তাবরানী আবূ সাঈদ থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ বলেছেন, উপরিউক্ত আয়াতটি পাঁচজনের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। তারা হলো- আমি, আলী, ফাতিমা, হাসান ও হুসাইন।

আবুল হামরা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল-কে ফজরের নামাযে যাওয়ার সময় আলী-এর ঘরের দরজায় অসংখ্যবার আসতে দেখেছি। দরজার দুই পাশে তার হাত রেখে বলতে শুনেছি- নামায, নামায। অত:পর তিনি উক্ত আয়াত তিলাওয়াত করেন।

ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূল -কে সাত মাস প্রতি নামাযের সময় আলী-এর ঘরের দরজায় আসতে দেখেছি। প্রতিবারই এসে তিনি সালাম দিতেন

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ اَهْلَ الْبَيْتِ.

অত:পর তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করতেন-

إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا.

যায়েদ ইবনে আরকাম রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু জিজ্ঞেস করলেন, আইলে বাইত কারা ? তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আহলে বাইত হচ্ছে, আলী, আকীল, জা'ফর ও আব্বাস রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর বংশধর।

৯৯

আহলে বাইতের প্রতি আকাবিরদের সম্মান প্রদর্শন

ইমাম বুখারী (রহ.) আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা-এর সূত্রে বর্ণনা করেন। একদা আবূ বকর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আলী রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে সম্বোধন করে বললেন, ঐ সত্ত্বার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ আমার আত্মীয়-স্বজনের খোঁজ খবর নেয়ার চেয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আত্মীয়-স্বজনের খোঁজ খবর নেয়া আমার কাছে অধিক প্রিয়।

উমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি আব্বাস রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে সম্বোধন করে বলেছেন, আপনি যেদিন ইসলাম গ্রহণ করেছে সেদিন আমি এতো আনন্দিত হয়েছি যে, সেদিন যদি আমার বাবা খাত্তাবও ইসলাম গ্রহণ করত, তাহলে এতো খুশি হতাম না।

রযীন ইবনে উবাইব রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন- আমি একদা ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর কাছে বসা ছিলাম তখন হুসাইন রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর ছেলে যাইনুল আবেদীন তার দরবারে আসলো। ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাকে স্বাগত জানিয়ে বরণ করেন।

শা'বী (রহ.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যায়েদ ইবনে সাবেত রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু যখন তাঁর মার জানাযার নামাযান্তে খচ্চরে আরোহন করার জন্য খচ্চরের নিকটবর্তী হলেন তখন ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এসে তার খচ্চরের লাগাম ধরেন। তখন যায়েদ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, মেহেরবানী করে লাগাম ছাড়ুন। আপনি হলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চাচাতো ভাই। তখন ইবনে আব্বাস (রা) বললেন, আমরা আমাদের ওলামাদের সাথে এমন আচরণ করতে আদিষ্ট। তখন যায়েদ ইবনে সাবেত রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর হাতে চুমু খেয়ে বললেন, আহলে বাইতের সাথে এমন ব্যবহার করতে আমরা আদিষ্ট।

হুসাইন নাতী আবদুল্লাহ (রহ.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার বিশেষ প্রয়োজনে ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রহ.)-এর দরবারে আসি। তখন তিনি আমাকে বললেন, সামনে যদি আপনার কোনো প্রয়োজন দেখা দেয়, তাহলে আপনি সরাসরি না এসে লোক পাঠাবেন কিংবা আমাকে পত্র দিবেন। প্রয়োজনের তাড়ায় আপনি নিজে আমার দরবারে আসা আমার জন্য অত্যন্ত লজ্জাজনক।

আবূ বকর ইবনে আইয়াশ (রহ.) বলেন, কোনো প্রয়োজনে যদি আবূ বকর, উমর ও আলী এই তিন মহান ব্যক্তি আমার কাছে আসত, তাহলে আমি আলী-কে দিয়ে শুরু করতাম। কারণ, আলী নবী-এর নিকটাত্মীয়।

আলী -এর মেয়ে ফাতিমা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মদিনার আমীর উমর ইবনে আবদুল আযীয (রহ.)-এর কাছে আসলে তিনি আমাকে বললেন, হে আলীর কন্যা ! এ ভূ-পৃষ্ঠে তোমরা নবী পরিবারের চেয়ে আমার কাছে অধিক প্রিয় কেউ নাই।

আবূ উসমান আন-নাহদী ছিলেন কুফার একজন ভিক্ষুক। হুসাইন -কে কুফায় নির্মমভাবে শহীদ করা হলে তিনি কুফা ছেড়ে বসরা চলে যান। তাকে এর কারণ জিজ্ঞেস করা হলে বললেন, যে শহরে রাসূল -এর আদরের নাতী হুসাইন কে শহীদ করা হয়েছে সে শহরে থাকা আমার জন্য উচিত নয়।

১০০

খাদীজা-এর গর্ভে রাসূলুল্লাহ-এর সন্তান-সন্ততি

রাসূলুল্লাহ-এর যে কজন সন্তান-সন্ততি ছিল, তাদের সবাই খাদীজা (রা)-এর গর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হয়েছিল। তাঁর কন্যা সন্তান ছিল মোট চার জন। কন্যা চারজনের নাম ছিল যথাক্রমে যয়নাব, রুকাইয়া, উম্মে কুলসুম ও ফাতিমা। তাঁরা সকলে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং নবী করীম -এর সাথে মদিনায় হিজরত করেন।

রাসূলে করীম-এর কাসেম নামে একজন পুত্র সন্তান ছিল এ ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই। এমনিভাবে রাসূলুল্লাহ-এর অন্যতম স্ত্রী মারিয়া

কিবতীয়ার গর্ভে ইবরাহী নাম্নী একজন পুত্র সন্তান ছিল এতেও কারো দ্বিমত নেই। এ ছাড়া অন্য কোনো সন্তান ছিল কি-না এ নিয়ে উলামায়ে কিরামের মাঝে মতবিরোধ আছে।

ইবনে ইসহাক (রহ.) বলেন, এ ছাড়াও তাইয়িব ও তাহির নামে দুইজন পুত্র সন্তান ছিল।

যুবাইর ইবনে বুকার বলেন, কাসিম ও ইবরাহীম ছাড়াও নবী -এর একজন সন্তান ছিল। তার নাম ছিল আবদুল্লাহ। অধিকাংশ কুলজিবিজ্ঞানীর অভিমত এটিই।

কেউ কেউ বলেন : কাসিম, ইবরাহীম ও আবদুল্লাহ ছাড়াও তাহির ও মুতাইয়িব নামে তাঁর দুইজন সন্তান ছিল।

তবে জমহুর উলামায়ে কিরামের মতে, নবী মুহাম্মদ -এর পুত্র সন্তান ছিল তিনজন- কাসিম, আবদুল্লাহ ও ইবরাহীম। আর কন্যা সন্তান ছিল চারজন- যয়নাব, রুকাইয়া, উম্মে কুলসুম ও ফাতিমা। ইবরাহীম ছাড়া এদের সবাই খাদীজা -এর গর্ভ থেকে জন্ম গ্রহণ করেন। ইবনে ইসহাক (রহ.) বলেন, ইবরাহীম ও আবদুল্লাহ ছাড়া রাসূলে করীম -এর অন্য সকল পুত্র সন্তান নবুওয়াতের পূর্বে দুগ্ধপান কালেই মারা যান। আবদুল্লাহ জন্ম লাভ করে নবুওয়াতের পর। এ জন্যই তাকে তাইয়িব বলা হতো।

যয়নাব ছিলেন রাসূল -এর জ্যেষ্ঠকন্যা। আর কাসেম ছিলেন জ্যেষ্ঠ পুত্র। জ্যেষ্ঠ পুত্র কাসিমের নামানুসারেই রাসূলুল্লাহ আবুল কাসিম নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন।

যুবাইর ইবনে বুকার বলেন, রাসূল -এর সন্তানদের মধ্যে সর্বপ্রথম জন্ম লাভ করেন কাসেম। অত:পর যয়নাব, অত:পর আবদুল্লাহ, অত:পর উম্মে কুলসুম, অত:পর ফাতিমা অত:পর রুকাইয়া।

আর তাঁর সন্তানদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইন্তিকাল করেন জ্যেষ্ঠ পুত্র কাসিম। অত:পর আবদুল্লাহ। তারা দুনোজনই মক্কায় ইন্তিকাল করেন। ॥

১০১

রাসূল ﷺ-এর জেষ্ঠ্যপুত্র কাসেম

কাসেম ছিল রাসূল ﷺ-এর সন্তানদের মধ্যে সবার বড়। তাঁর নাম অনুসারেই রাসূল ﷺ আবুল কাসেম নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। নুবওয়াতের পূর্বে তিনি পবিত্র মক্কা ভূমিতে জন্ম গ্রহণ করেন। এবং শৈশবে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি রাসূল ﷺ-এর সন্তানদের মধ্যে সর্বাগ্রে জন্ম গ্রহণ করে সর্বাগ্রে মৃত্যুবরণ করেন।

তিনি কত বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন এ ব্যাপারে মতবিরোধ আছে।

কেউ কেউ বলেন, তিনি মৃত্যুর পূর্বে ভালো-মন্দ পার্থক্য করতে পারার বয়সে উপনীত হয়েছিলেন।

যুবাইর ইবনে বুকাইর (রহ.) বলেন, হাঁটা-চলা করতে পারার বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

মুজাহিদ (রহ.) বলেন, তিনি জন্মের পর মাত্র সাত রাত জীবিত ছিলেন। গাল্লাবী (রহ.) একে ভুল বলে মুহাম্মদ বিন জুবাইর বিন মাত'আম (রহ.) -এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স হয়েছিলো দুই বছর।

সুহাইলী (রহ.) বলেন, তিনি হাঁটা চলা করার বয়সে উপনীত হয়েছিলেন। তবে দুগ্ধপানের বয়স পূর্ণ হওয়ার আগেই মৃত্যুবরণ করেন।

ইউনুস বিন বুকাইর (রহ.) 'যিয়াদাতুল মাগাযী' গ্রন্থে মুহাম্মদ বিন আলী বিন হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পুত্র কাসেম সাওয়ারে আরোহণ করতে পারার বয়সে উপনীত হয়েছিলেন। তবে বিশুদ্ধ বর্ণনা মতে তিনি মাত্র সতের মাস বেঁচে ছিলেন।

১০২

আমি তোমাকে কাউসার দান করেছি

রাসূল ﷺ-এর জেষ্ঠ্যপুত্র কাসেম নবুওয়াতের যামানা পেয়েছিল কি-না এ ব্যাপারে উলামায়ে কিরামের মাঝে মতবিরোধ আছে।

ইউনুস বিন বুকাইর (রহ.) 'যিয়াদাতুল মাগাযী' গ্রন্থে মুহাম্মদ বিন আলী বিন হুসাইন (রহ.) থেকে জাবের রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পুত্র কাসেম যখন মৃত্যুবরণ করেন তখন আস ইবনে ওয়ায়েলসহ কতিপয় কাফির বলতে লাগল, মুহাম্মদ নির্বংশ হয়ে গেছে। তাঁর নাম নেয়ার মত কেউ থাকল না (নাউযুবিল্লাহ)। এ কথা দ্বারা তাদের উদ্দেশ্যে ছিল ভবিষ্যতে তাঁকে রক্ষা করার আর কেউ রইল না। অতএব তাঁর ধর্ম নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। ফলে রাসূল ﷺ-কে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে সূরা কাউসার অবতীর্ণ হয়। এতে বলা হয়-

إِنَّآ أَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ.

(হে মুহাম্মদ !) নিশ্চয় আমি তোমাকে কাউসার দান করেছি।
অতএব আপনি আপনার পালনকর্তার উদ্দেশ্যে নামায পড়ুন এবং কুরবানি করুন। নিশ্চয় আপনার শক্ররাই লেজকাটা, নির্বংশ। (সূরা কাউসার :১-৩)

উপরিউক্ত বর্ণনা প্রমাণ করে যে, কাসেম নবুওয়াতের পর ইন্তিকাল করেছেন।

১০৩

কাসেম যখন মৃত্যুবরণ করেন

ত্বয়ালাসী, ইবনে মাজাহ ও হারবী (রহ.) বর্ণনা করেন। ফাতেমা বিনতে হুসাইন তাঁর বাবা হুসাইন রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন। রাসূল ﷺ -এর পুত্র কাসেম যখন মৃত্যুবরণ করেন তখন খাদীজা রাযিয়াল্লাহু আনহা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ! কাসেমের দুগ্ধবতী মহিলার সংখ্যা অনেক হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা যদি তাকে দুগ্ধপান পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত জীবিত রাখত ! রাসূল ﷺ বললেন, তার দুগ্ধপান জান্নাতে পূর্ণতা পাবে।

ইবনে মাজাহ (রহ.)-এর রেওয়ায়েতে আছে, খাদীজা রাযিআল্লাহু আনহা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! এ বিষয়টি যদি আমি নিশ্চিত হতে পারতাম, তাহলে তার মৃত্যুটা আমার কাছে হালকা মনে হতো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার ইচ্ছে হলে আমি আল্লাহর কাছে দু'আ করে তোমাকে তার আওয়াজ শুনিয়ে দিব। খাদীজা রাযিআল্লাহু আনহা বললেন, প্রয়োজন নেই। আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সা) সত্য বলেছেন।

হাফেয ইবনে হাজার (রহ.) বলেন, উপরিউক্ত রেওয়ায়েত এ ব্যাপারে স্পষ্ট যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নবুওয়াত প্রাপ্তির পর কাসেম মৃত্যুবরণ করেন। তবে এ সনদে দুর্বলতা রয়েছে।

বুখারী (রহ.) 'আত-তারীখুল আওসাত' গ্রন্থে সুলাইমান ইবনে বিলাল (রহ.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। হিশাম ইবনে উরওয়া (রহ.) বলেন, কাসেম নবুওয়াতের আগেই মৃত্যুবরণ করেন।

১০৪

কাসেমের মৃত্যুতে কাফেরদের আনন্দ প্রকাশ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জেষ্ঠ্যপুত্র কাসেম যখন মৃত্যুবরণ করে তখন জনৈক কাফের আনন্দ প্রকাশ করে বলল, মুহাম্মদ নির্বংশ হয়ে গেছে। এই ব্যক্তিটি কে ছিল, এ ব্যাপারে মতবিরোধ আছে।

কেউ কেউ বলেন, সে ব্যক্তিটি ছিল আস ইবনে ওয়ায়েল আস সাহমী। এ মতটি কেউ অধিকাংশ উলামায়ে কিরাম সমর্থন করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, আবু জাহেল। কেউ কেউ বলেছেন, কা'ব ইবনে আশরাফ।

১০৫

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জৈষ্ঠ্য মেয়ে যায়নাব রাযিআল্লাহু আনহা

যায়নাব রাযিআল্লাহু আনহা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জৈষ্ঠ্য মেয়ে আর কাসেম জৈষ্ঠ্য ছেলে এ ব্যাপারে সবাই একমত। তবে কাসেম বড় না যায়নাব এ ব্যাপারে মতবিরোধ আছে।

ইবনে ইসহাক (রহ.) বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে সুলাইমান হাশিমী রাহিমাহুল্লাহু তা'আলা-কে বলতে শুনেছি, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বয়স যখন ত্রিশ

বছর তখন তার জৈষ্ঠ্য মেয়ে যায়নাব জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি নবুওয়াতের যামানা পেয়েছেন ও হিজরত করেছেন। রাসূল ﷺ তাকে অত্যধিক মহব্বত করতেন।

১০৬

যায়নাব বিনতে মুহাম্মাদ ﷺ-এর বিবাহ

রাসূল ﷺ-এর আদরের দুলালী যায়নাব রাযিয়াল্লাহু আনহা-কে বিয়ে করেন মক্কার বিত্তশালী মান্যবর আবুল আস ইবনে রাবী। অধিকাংশ ইতিহাসবিদদের মতে তার নাম ছিল লাকীত। কেউ বলেছেন, তার নাম ছিল মুকাসসিম। আবার কেউ বলেছেন, মুহাশশিম, যিনি ছিলেন খাদীজা রাযিয়াল্লাহু আনহা-এর বোন হালা বিনতে খুওয়াইলিদের পুত্র।

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবুল আস ছিল মক্কার একজন গণ্যমান্য ও আমানতদার ব্যবসায়ী।

ইতোপূর্বে বলা হয়েছে, রাসূল ﷺ খাদীজা রাযিয়াল্লাহু আনহা-কে যারপর নাই মহব্বত করতেন। তাঁর যে কোনো আবদার যথাসম্ভব পূরণ করতেন।

ইসলাম আবির্ভাবের পূর্বে খাদীজা রাযিয়াল্লাহু আনহা যায়নাব রাযিয়াল্লাহু আনহা-কে আবুল আসের সাথে পরিণয় সুত্রে আবদ্ধ করার জন্য রাসূল ﷺ-এর কাছে আবেদন করেন। তাঁর আবেদনের প্রেক্ষিতে রাসূল ﷺ যায়নাবকে আবুল আসের সাথে বিয়ে দেন।

রাসূল ﷺ নবুওয়াত প্রাপ্ত হলে তাঁর প্রতি সর্বপ্রথম ঈমান আনেন খাদীজা রাযিয়াল্লাহু আনহা ও তার সকল কন্যা সন্তান। নবুওয়াতের পূর্বে রাসূল রাযিয়াল্লাহু আনহা ছিলেন সকলের প্রিয়পাত্র। নবুওয়াত প্রাপ্তির পর আল্লাহর হুকুমে যখন তিনি কুরাইশদেরকে ইসলামের প্রতি আহ্বান করেন তখন সেই তিনিই হয়ে গেলেন তাদের চরম শত্রু। তারা সকলে মিলে আস ইবনে রাবীর কাছে এসে বলল, তুমি তোমার স্ত্রী যায়নাবকে তালাক দিয়ে দাও। আমরা তোমাকে তোমার কাঙ্খিত কুরাইশ গোত্রের যে কোনো মেয়ের সাথে বিয়ে দেব। তখন তিনি এদেরকে বললেন, কখনো আমি আমার সহধর্মিণী

যায়নাবকে তালাক দেব না। তার চেয়ে উত্তম কুরাইশ গোত্রের কোনো মেয়ে আমার জন্য হওয়া আমার কাছে আনন্দের বিষয় না।

তাবরানী মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (রহ.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, বদর যুদ্ধে যে সমস্ত কাফের সৈন্য মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়, তাদের মধ্যে আবুল আস উসমান ইবনে রাবী অন্যতম।

১০৭

যায়নাব রাযিয়াল্লাহু আনহা-এর হিজরত

তাবরানী ও বায্যার (রহ.) সহীহ সূত্রে বর্ণনা করেন। যায়নাব রাযিয়াল্লাহু আনহা তাঁর পিতা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সাথে সাক্ষাতের জন্য স্বামী আবুল আসের কাছে অনুমতি চাইলে সে তাকে অনুমতি প্রদান করে। তাই তিনি তার দেবর কেনানা মতান্তরে কেনানার পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে রওয়ানা হন। মক্কার কাফেররা যখন দেখল, তাদের শত্রু হাত ছাড়া হয়ে যাচ্ছে তখন তারা তাকে ধরে আনার জন্য লোক পাঠাল। চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে লোকজন। সকলে হন্নে হয়ে খোঁজছে তাকে।

হিবার ইবনে আসওয়াদ তাকে উটের ওপর আরোহী দেখতে পেয়ে পিছন থেকে ধাওয়া করে। বর্শা দিয়ে তাঁর উটে অনবরত আঘাত করতে থাকে। এক পর্যায়ে উটটি মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। আঘাতে উটের নাড়ী-ভূড়ি বের হয়ে যায়। প্রচণ্ড রক্তক্ষরণ হয়। গ্রেফতার হন যায়নাব। এ নিয়ে বনু উমাইয়া ও বনু হাশিমের মাঝে বাদানুবাদ হয়।

যায়নাব রাযিয়াল্লাহু আনহা-এর গ্রেফতার হওয়ার সংবাদ পেয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যায়েদ ইবনে হারেসা রাযিয়াল্লাহু আনহু কে বললেন, যায়েদ! এ পরিস্থিতে তুমি গিয়ে তাঁকে নিয়ে আসতে পারবে? যায়েদ বলল, হ্যাঁ, পারব। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাহলে এই আংটিটি ধর। এটি যায়নাব রাযিয়াল্লাহু আনহা কে দিবে। এতে সে বুঝতে পারবে আমি তাকে ডেকে পাঠিয়েছি। যায়েদ রওয়ানা হয়ে মন্থর গতিতে অগ্রসর হতে লাগলেন। পথিমধ্যে এক রাখালের সাথে তাঁর সাক্ষাত হয়। তিনি রাখালকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কার ছাগলের রাখালি কর। সে বলল, আবুল আসের। অতঃপর তিনি একদল ছাগলের দিকে ইশারা করে জিজ্ঞেস করলেন, এই ছাগলগুলো কার? সে বলল, যায়নাব বিনতে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর। এ তথ্য জানতে পেরে তিনি তার সাথে কিছুক্ষণ

চললেন। কিছুদূর যাওয়ার পর তাকে বললেন- আমি তোমাকে একটি জিনিস দেব, তা তুমি যায়নাব রাযিয়াল্লাহু আনহা -এর হাতে পৌছাতে পারবে ? এবং এ জিনিসটি আমি যে তোমাকে দিয়েছি তা তুমি কাউকে বলতে পারবে না। সে বলল, ঠিক আছে। যায়েদ তার হাতে আংটিটি দিয়ে থেমে গেলেন। আর সামনে বাড়লেন না।

রাখাল বাড়িতে গিয়ে যখন আংটিটি যায়নাব রাযিয়াল্লাহু আনহা-এর হাতে দিলেন তখন তিনি সব কিছু বুঝতে পেরে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কে তোমাকে এটি দিয়েছে ? সে বলল, অপরিচিত এক ব্যক্তি। পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, তুমি তাকে কোথায় রেখে এসেছ ? সে বলল, অমুক জায়গায়। এরপর তাকে আর কিছুই জিজ্ঞেস করেননি। দিন গড়িয়ে যখন রাত হলো তিনি চুপিসারে যায়েদের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে গেলেন। যায়নাব রাযিয়াল্লাহু আনহা তার কাছে পৌছলে তিনি তাকে বললেন, আপনি আমার উটের সামনে বসুন। যায়নাব (রা) বললেন, না বরং আপনি আমার উটের সামনে বসুন। যায়েদ (রা) বসলেন সামনে। আর যায়নাব রাযিয়াল্লাহু আনহা বসলেন পিছনে। উট চলতে শুরু করল। চলার গতি এসে থামল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর বাড়ির সামনে। রাসূল (সা) প্রায় সময়ই বলতেন- যায়নাব আমার উত্তম মেয়ে।

১০৮

যায়নাব রাযিয়াল্লাহু আনহা-এর স্বামী আবুল আসের ইসলাম গ্রহণ

যায়নাব রাযিয়াল্লাহু আনহা স্বামী আবুল আসকে দ্বীনের কথা অনেক বুঝিয়েছেন। অসংখ্য বার তাকে শুনাইয়াছেন পরকালের ভয়ংকর আযাবের লোমহর্ষক বিবরণ। যায়নাব রাযিয়াল্লাহু আনহা হিজরত করে মদিনায় চলে আসেন। স্বামী আবুল আস তখনো কুফর ও শিরকের পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত হতে পারেননি। স্ত্রীর হিজরতের পর তার ভেতরে ইসলামের প্রবল আগ্রহ জন্মায়। তাই মক্কায় গিয়ে তার কাছে গচ্ছিত আমানতী সকল মাল মালিকদের পৌছে দেন। অতঃপর ইসলাম গ্রহণ করে মদিনায় হিজরত করেন। যায়নাব রাযিয়াল্লাহু আনহা তার আগে ইসলাম গ্রহণ করার পরও বৈবাহিক বন্ধন অটুট রাখায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার প্রশংসা করেন। তার ব্যাপারে তিনি বলেছেন, সে আমাকে কথা দিয়ে তা সত্যে পরিণত করেছে এবং ওয়াদা দিয়ে তা পূরণ করেছে।

১০৯

যায়নাব রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর মৃত্যু

তাবরানী ইরসাল সূত্রে বিশ্বস্ত বর্ণনাকারীদের থেকে বর্ণনা করেন। ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু যায়নাব রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর মৃত্যুর ঘটনা বর্ণনা করেছেন-

যায়নাব রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর নিকটে প্রথমে এক সৎ ব্যক্তি আগমন করল। কিছুক্ষণ পর আসল কুরাইশ গোত্রের দুইজন লোক। তারা এসে তাঁকে তাদের নিয়ন্ত্রণে নেয়ার চেষ্টা করে। সৎ লোকটি তাদের প্রতিবন্ধক হওয়ায় তারা তার সাথে যুদ্ধ লেগে যায়। যুদ্ধে সৎ লোকটি পরাজিত হয়। যায়নাব রাদিয়াল্লাহু আনহা চলে যায় তাদের করায়াত্তে। যায়নাব রাদিয়াল্লাহু আনহা -কে তারা ধাক্কা মেরে ফেলে দেয় পাথরের ওপর। এতে তিনি রক্তাক্ত হয়ে যান। রক্তে রঞ্জিত অবস্থায় তারা তাকে ধরে নিয়ে আসে আবু সুফিয়ানের কাছে। এ সংবাদ পেয়ে বনু হাশিমের মহিলা ছুটে আসে তার কাছে। আবু সুফিয়ান তাকে তাদের হাতে সোপর্দ করে। এর কিছুক্ষণ পর আসে মুহাজিরা। অপর দিকে যায়নাব রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর ক্ষতস্থানে প্রচণ্ড ব্যথা অনুভূত হতে থাকে। দিন দিন এর তীব্রতা বাড়তে থাকে।

পরিশেষে এই ব্যথার যন্ত্রণায় ৮ম হিজরীতে তাঁর মৃত্যু হয়। এই জন্য উলামায়ে কিরাম বলেন, তিনি শাহাদত বরণ করেছেন।তাঁকে গোসল দেয় উম্মে আয়মান, সাওদা বিনতে যামআহ ও উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু আনহা । তার জানাযার নামায পড়ান রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং। তাঁর কবরে অবতরণ করেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর স্বামী আবুল আস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু। তাঁর মৃতদেহ বহনের জন্য একটি খাট বানানো হয়। তিনিই হচ্ছেন প্রথম ব্যক্তি, যার মৃতদেহ বহনের জন্য খাট বানানো হয়।

যায়নাব বিনতে খাদীজা (রা.)-এর সন্তান সন্ততি

আবূ ওমর (রহ.) বলেন, আবুল আস (রা.)-এর পক্ষ থেকে যায়নাব (রা.)-এর গর্ভ থেকে দুই জন সন্তান ভূমিষ্ট হয়েছিল। পুত্র সন্তান একজন কন্যা সন্তান একজন। পুত্র সন্তানের নাম ছিল আলী। সে প্রাপ্ত বয়সে মৃত্যু বরণ করে। মক্কা বিজয়ের দিন সে উটে রাসূল (সা.)-এর পিছনে আরোহণ করেছিল। রাসূল (সা.)-এর জীবদ্দশায় সে মৃত্যুবরণ করে।

আর কন্যা সন্তানের নাম ছিল আমামা। ফাতেমা (রা.)-এর ইন্তিকালের পর আলী (রা.) তাকে বিয়ে করেছিলেন। তার কোনো সন্তান হয়নি। সুতরাং যায়নাব (রা.)-এর পরবর্তী বংশধর ছিল না।

১১১

একটি ঘটনা

রাসূল (সা.)-এর জেষ্ঠ্যকন্যা যায়নাব (রা.)-এর মেয়ে ইমামাকে রাসূল (সা) অনেক আদর করতেন। নামাযে তাকে কাঁধে নিতেন। সেজদায় যাওয়ার সময় নামিয়ে রাখতেন দাঁড়ানোর সময় আবার কাঁধে উঠিয়ে নিতেন।

একটি ঘটনা : ইমাম আহমাদ, আবূ ইয়ালা, তাবরানী ও হাসান (রহ.) আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন। এক সময় রাসূল (সা.)-কে আকীক জাতীয় মণির তৈরী একটি হার উপহার দেয়া হয়েছিল। তখন তার সকল স্ত্রী তার হুজরায় সমবেত। আর বালিকা ইমামা বিনতে আবুল আস বাড়ির পাশে মাটিতে খেলা করছিল। রাসূল (সা.) সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললেন, বালিকাটিকে দেখতে কেমন লাগছে? তখন সবাই তার দিকে দৃষ্টিপাত করে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এতো সুন্দর বালিকা আমরা কখনো দেখিনি। রাসূল (সা.) বললেন, তাকে আমার কাছে নিয়ে আস। অতঃপর তিনি বললেন, এ হারটি আজ এমন একজনের গলায় পরাব, যে আহলে বাইতের মধ্যে আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয়।

আয়েশা (রা.) বলেন, আমার ভয় হতে ছিল, আমি ছাড়া অন্য কারো গলায় এ হার পরানো হয় কি-না। আমার মত রাসূল (সা.)-এর অন্যান্য স্ত্রীও এ

আশঙ্কা করছিল। আমরা সবাই নীরব। পিনপতন নীরব পরিবেশ। আমরা দেখার অপেক্ষা করছি, এ হার কোন সৌভাগ্যবান ব্যক্তির গলায় পরানো হয়? রাসূল ইমামার দিকে এগিয়ে গিয়ে তার গলায় পরিয়ে দিলেন। সে চলে গেল। আলী -কে যখন শহীদ করা হয় তখন ইমামা তার পাশে ছিলেন ।

১১২

আলী -এর ইন্তিকালের পর ইমামার অন্যত্র বিবাহ

আবদুল আযীয বিন মুহাম্মাদ বিন আবদুর রহমান (রহ.) এর দুর্বল সূত্রে বর্ণিত আছে। আলী যখন দুশমন কর্তৃক আঘাত প্রাপ্ত হন তখন তিনি তার স্ত্রী ইমামাকে বললেন, আমার মৃত্যুর পর তুমি কাউকে বিয়ে করবে না। যদি কাউকে বিয়ে করার ইচ্ছে হয়, তাহলে মুগীরা ইবনে নাওফেল -এর পরামর্শ ও মতামত নিবে।

আলী -এর মৃত্যুর পর মু'আবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিলে আলী -এর অসিয়ত মুতাবিক পরামর্শ নেয়ার জন্য মুগীরা -এর কাছে আসেন। মুগীরা তাকে বললেন, তোমার জন্য তার চেয়ে আমিই উত্তম। সুতরাং তোমার বিষয়টি আমার কাছে সোপর্দ কর। যায়নাব (রা) বিষয়টি তার হাতে সোপর্দ করে দিলেন। অতঃপর মুগীরা কয়েকজন ব্যক্তিকে ডেকে এনে তাকে বিয়ে করেন। মৃত্যু পর্যন্ত মুগীরা -এর বন্ধনেই ছিলেন। মুগীরা থেকে তার কোনো সন্তান হয়নি। কেউ কেউ বলেন, একজন সন্তান হয়েছিল। তার নাম রাখা হয়েছিল ইয়াইহয়া।

১১৩

রুকাইয়া বিনতে মুহাম্মাদ -এর শ্রেষ্ঠত্ব, মর্যাদা ও জন্ম

রাসূল -এর বয়স যখন ৩৩ বছর তখন রুকাইয়া জন্ম হয়। সে তার মা খাদীজা -এর সাথে ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং অন্যান্য মহিলাদের সাথেই বাইআত গ্রহণ করেছেন।

১১৪

রুকাইয়া -এর বিবাহ

ইবনু আবী খাইসামা বর্ণনা করেন। রুকাইয়া -এর বিয়ে হয় আবু লাহাবের ছেলে উতবার সাথে। তার বোন উম্মে কুলসুম -এর বিয়ে হয় আবু লাহাবের ছেলে উতাইবার সাথে। সূরা লাহাব যখন অবতীর্ণ হয় তখন আবু লাহাব তার ছেলেদ্বয়কে ডেকে বলল, তোমরা যদি মুহাম্মদের মেয়ে দুইজনকে তালাক না দাও, তাহলে তোমাদের সাথে আমার সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।

অপর দিকে রাসূল রুকাইয়াকে তালাক দেয়ার জন্য উতবার কাছে আবেদন করলেন। আবেদন করল রুকাইয়াও। এ আবেদনের কথা তার মা শুনে বলল, হে উতবা, উতাইবা ! তোমরা মুহাম্মদের কন্যাদ্বয়কে তালাক দিয়ে দাও। কেননা, তারা আমাদের বাপ-দাদার ধর্ম ত্যাগ করেছে। মার কথায় তারা রুকাইয়া ও উম্মে কুলসুমকে তালাক দিয়ে দেয়।

আবু লাহাবের ছেলে উতবা, উতাইয়ার সাথে রুকাইয়া ও উম্মে কুলসুম -এর বিয়ে হয়েছিল বটে। কিন্তু তাদের সাথে সহবাস হয়নি।

উতবা রুকাইয়া কে ছেড়ে দেয়ার পর উসমান ইবনে আফ্ফান তাকে বিয়ে করেন। উসমান গণী তাকে সঙ্গে নিয়ে দুইবার হিজরত করেন। প্রথমবার হাবশায় (বর্তমান ইথিওপিয়ায়)। দ্বিতীয়বার মদিনায়।

আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুরাইশ গোত্রের নেতৃস্থানীয় লোকজন উতবার কাছে এসে বলল, তুমি মুহাম্মদ কন্যা রুকাইয়াকে তালাক দিয়ে দাও। আমরা তোমাকে মক্কার সবচেয়ে সুন্দরী মেয়ে বিয়ে করাব।

১১৫

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহীর মাধ্যমে আদিষ্ট হয়েছিলেন

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- আমার কন্যাদ্বয় রুকাইয়া ও উম্মে কুলসুমকে উসমানের সাথে বিয়ে দেয়ার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা আমার কাছে ওহী পাঠিয়েছেন।

১১৬

রুকাইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর সৌন্দর্য

আবু ওমর ও আবু মুহাম্মদ ইবনে কুদামা (রহ.) বলেন, রুকাইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা ছিলেন অসাধারণ সুন্দরী।

১১৭

হিজরত

ইবনে আবু খাইসামা (রহ.) আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন- হাবশায় (বর্তমান ইথিওপিয়ায়) সর্বপ্রথম হিজরত করেন উসমান গণী রাদিয়াল্লাহু আনহু। তার সফরসঙ্গী ছিলেন তার অন্যতম সহধর্মিণী রুকাইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক দিন যাবত তাদের সংবাদ পাচ্ছিলেন না। তিনি তাদের সংবাদের অপেক্ষা করছিলেন।

একদিন কুরাইশ গোত্রের এক মহিলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কাছে আগমন করল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কাছে রুকাইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলেন। সে বলল, আমি তাকে দেখেছি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কোন অবস্থায় দেখেছ? সে বলল, আমি তাকে দেখেছি; উসমান গণী রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে গাধায় বহন করে নিজে তাকে হাকিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'আ করলেন, আল্লাহ তাদের সঙ্গী হোন। উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-ই হচ্ছেন প্রথম ব্যক্তি, যিনি লূত (আ.)-এর পর সর্বপ্রথম আল্লাহর জন্য হিজরত করেছে।

রুকাইয়া রাযিয়াল্লাহু আনহা-এর দু'আ কবুল

আবূ মুহাম্মদ ইবনে কুদামা (রহ.) বলেন- আমাদের কাছে বর্ণনা করা হয়েছে যে, রুকাইয়া রাযিয়াল্লাহু আনহা হিজরত করে হাবশায় যাওয়ার পর সেখানকার কতিপয় যুবক তার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তাকে উত্যক্ত করতে লাগল। কষ্ট দিতে লাগল বিভিন্নভাবে। এতে তিনি বিরক্ত হয়ে তাদের জন্য বদ দু'আ করলেন। আল্লাহ তা'আলা তার বদ দু'আ কবুল করেন। ফলে তারা সকলে ধ্বংস হয়ে যায়।

১১৯

রুকাইয়া রাযিয়াল্লাহু আনহা-এর ইন্তিকাল

ইবনে আবু খাইসামা (রহ.) বর্ণনা করেন। মুসআব ইবনে যুবাইর (রা) বলেছেন- রুকাইয়া রাযিয়াল্লাহু আনহা মদিনায় ইন্তিকাল করেন। মৃত্যুর সময় তার পাশে তার স্বামী উসমান গনী রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ছিলেন। বদর যুদ্ধের সময় রুকাইয়া রাযিয়াল্লাহু আনহা অসুস্থ; ব্যথায় কাতর। এই জন্য তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হুকুমে বদর যুদ্ধে যাওয়া থেকে বিরত ছিলেন। এতদসত্ত্বেও যুদ্ধের অংশ গ্রহণের সাওয়াব এবং গনীমতের মালের অংশ তার জন্য রাখা হয়। যেহেতু তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হুকুমে ছিলেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হিজরতের ১৭তম মাসের সূচনা লগ্নে রুকাইয়া রাযিয়াল্লাহু আনহা মৃত্যু বরণ করেন। যে দিন বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবায়ে কিরাম মদিনায় ফিরে আসেন।

১২০

রুকাইয়া রাযিয়াল্লাহু আনহা-এর সন্তান সন্ততি

উসমান রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে তার একটি ভ্রূণ প্রসব হয়। অতঃপর জন্ম নেয় একজন পুত্র সন্তান। তার নাম রাখা হয় আবদুল্লাহ।

মুসআব ইবনে যুবাইর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, হাবশায় থাকাকালে উসমান রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে তার একজন পুত্র সন্তান হয়। তার নাম রাখা হয় আবদুল্লাহ। এ সন্তানের

নাম অনুসারেই তিনি আবু আবদুল্লাহ নামে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। আবদুল্লাহর বয়স যখন দুই বছর তখন এক মোরগ তার চক্ষুদ্বয়ে ঠোকা মারে। এতে তার চেহারা ফুলে যায়। অসুস্থ হয়ে পড়ে সে। এ অসুস্থতায় তার মৃত্যু হয়।

'আল উয়ূন' গ্রন্থে আছে, আবদুল্লাহ তার মার মৃত্যুর চার বছর পর ইন্তিকাল করে। এ ছাড়া রুকাইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর অন্য কোনো সন্তান ছিল না।

দুলাবী (রহ.) বলেন, দুগ্ধপান কালে তার মৃত্যু হয়। তার মৃত্যুর ব্যাপারে উলামায়ে কিরামের একাধিক বক্তব্য পাওয়া যায়। সঠিক বিষয়টি আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন।

১২১

উম্মে কুলসুম বিনতে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

উম্মে কুলসুম রাদিয়াল্লাহু আনহা ছিলেন ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা -এর ধারাবাহিক বড়। রাসূল (সা) নিজে রেখেছেন এ নাম। এ ছাড়া তার অন্য কোনো নাম ছিল না। এ নামেই তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। তিনি তার অন্যান্য বোনদের সাথে ইসলাম গ্রহণ করেন। তারা সবাই এক সাথে বাই'আত গ্রহণ করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে তিনি হিজরত করেছেন।

রুকাইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর ইন্তিকালের পর উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে বিয়ে করেন। এ জন্যই তাকে যুননূরাইন বা দুই নূরের অধিকারী বলা হয়। ৩য় হিজরী সনে রবিউল আউয়াল মাসে বিয়ে হলেও বাসর হয় জমাদাস সানীতে।

১২২

আল্লাহর হুকুমে বিবাহ দান

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- রুকাইয়া (রা)-এর মৃত্যুর পর জিবরাঈল (আ.) আমার কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল ! আল্লাহ তা'আলা আপনাকে আদেশ করেছেন রুকাইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা -এর সমপরিমাণ মোহরের বিনিময়ে উম্মে কুলসুমকেও উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর সাথে বিয়ে দিতে।

ইবনে মাজা ও ইবনে আসাকির (রহ.) থেকে বর্ণিত আছে। মসজিদে নববীর দরজায় উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথে সাক্ষাত হলে জিবরাঈল (আ.)-এর সংবাদের কথা তাকে অবহিত করেন।

১২৩

উম্মে কুলসুম রাযিয়াল্লাহু আনহা-এর ইন্তিকাল

'আল উয়ূন' গ্রন্থে আছে, উম্মে কুলসুম রাযিয়াল্লাহু আনহা ৯ম হিজরীর শাবান মাসে ইন্তিকাল করেন। তার কবর খননের কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন তিনজন মহান সাহাবী- আলী, ফযল ও উসমান রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু। তার কবরে নেমে ছিলেন স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

১২৪

ফাতেমা বিনতে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

জন্ম, নাম ও উপাধি

আবু ওমর উবাইদুল্লাহ বিন মুহাম্মদ আল হাশিমী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন। ফাতিমা রাযিয়াল্লাহু আনহা জন্ম গ্রহণ করেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বয়স যখন ৪১ বছর। এ বর্ণনা প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ আল্লামা ইবনে ইসহাক (রহ.)-এর বর্ণনার বিপরীত। কেননা, তিনি বর্ণনা করেছেন, ইবরাহীম ছাড়া রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সকল সন্তানই নবুওয়াতের পূর্বে জন্ম গ্রহণ করেছেন।

ইবনুল জাওযী (রহ.) বলেন, ফাতিমা রাযিয়াল্লাহু আনহা নবুওয়াতের পাঁচ বছর পূর্বে জন্ম গ্রহণ করেছেন। তাঁর জন্মের সময় বাইতুল্লাহর নির্মাণ কাজ চলছিল।

কেউ কেউ বলেন, ফাতিমা রাযিয়াল্লাহু আনহা নবুওয়াতের প্রায় এক বছর পূর্বে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি বয়সে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা -এর চেয়ে ৫ বছরের বড়। তাঁর উপাধি ছিল দাদী (أُمُّ أَبِيْهَا)।

১২৫

ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর বিয়ের মোহর ও ওলীমা

ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা -এর বিয়ে হয়েছিল সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে সর্বাধিক যোগ্যপাত্র আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর সাথে। বিয়ের সময় তার বয়স হয়েছিল ১৫ বছর ৫ মাস। মতান্তরে ৬ মাস। আর আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু -এর বয়স হয়েছিলো ২১ বছর। বিয়ে হয়েছিল হিজরী ২য় বর্ষের রমযান মাসে। আর বাসর হয়েছিল যিলহজ্জ মাসে।

তবে জাফর ইবনে মুহাম্মাদ (রহ.) বলেছেন- বিয়ে হয়েছিল ২য় হিজরীর সফর মাসে আর বাসর হয়েছিল যিলহজ্জ মাসে। আলী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে অত্যধিক ভালবাসতেন। যার দরুণ জীবদ্দশায় তিনি অন্য কোনো বিয়ে করেননি।

হাকিম, বায়হাকী ও ইবনে ইসহাক (রহ.) আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন। বিয়ের আগে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, মোহর দেয়ার মত তোমার কাছে কী আছে ? তিনি বললেন, কিছুই নেই। তখন রাসূল (সা) বললেন, ঐ বর্মটি কী করেছ, যেটি বদর যুদ্ধের গনীমত থেকে পেয়েছিলে ?

মুসাদ্দাদ (রহ.)-এর বর্ণনায় আছে, উত্তরে আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, সেটি আমার কাছে আছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, মোহর হিসেবে সেটিই তাকে দিবে। বিয়ের কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা -কে তার কাছে সোপর্দ করে বললেন, তোমরা এখন যাও। আমি কিছুক্ষণের মধ্যে তোমাদের কাছে আসছি। আমি আসা পর্যন্ত তোমরা স্ত্রী সুলভ কোনো আচরণ করবে না।

কিছুক্ষণ পর তিনি আমাদের কাছে আসলেন। তখন আমাদের গায়ে ছিল মখমল। আমাদের প্রতি যখন তার নযর পড়ল তখন আমরা লজ্জায় একে অপরের মধ্যে লুকাতে চাইলাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পানির একটি পাত্র হাতে নিয়ে দু'আ পড়ে তাতে ফুঁ দিলেন। অতঃপর তা আমাদের ওপর ছিটিয়ে দিলেন।

আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমাদের মধ্যে আপনার কাছে সবচেয়ে বেশি প্রিয় কে ? রাসূল (সা) বললেন, আমার কাছে ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহা তোমার চেয়ে অধিক প্রিয়। আর তুমি তার চেয়ে অধিক সম্মানিত।

তাবরানী (রহ.) হাজার ইবনে আব্বাস (রাহ.) থেকে বর্ণনা করেন। আবু বকর ও ওমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর মত সুযোগ্য সাহাবীদ্বয়ও ফাতিমা রাযিয়াল্লাহু আনহা-এর বিয়ের পয়গাম পাঠিয়ে ছিলেন। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের প্রস্তাব কবুল করেননি। তাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে আলী রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু -কে লক্ষ্য করে বলেছেন, হে আলী ! ফাতিমা কেবল তোমার জন্য।

১২৬

আল্লাহ তা'আলার হুকুমে বিবাহ দান

তাবরানী বিশ্বস্ত সূত্রে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন- ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেছেন, আমি একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে বসা ছিলাম তিনি আমাকে ফাতিমা রাযিয়াল্লাহু আনহা-এর বিয়ের ব্যাপারে বললেন, আল্লাহ তা'আলা আমাকে আদেশ করেছেন যেন ফাতিমা রাযিয়াল্লাহু আনহা কে আলী রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর সাথে বিয়ে দেই।

বায়হাকী, খতীব বাগদাদী ও ইবনুল আসাকির (রহ.) আনাস রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন- একদিন আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কাছে বসা ছিলাম। তখন জিবরাঈল (আ.) তাঁর কাছে ওহী নিয়ে আসল। জিবরাঈল (আ.) যখন চলে গেলেন তখন তিনি আমাকে বললেন, আনাস ! তুমি জানো, জিবরাঈল (আ.) আরশের মালিক আল্লাহর কাছ থেকে কী পয়গাম নিয়ে এসেছে ? আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ই ভালো জানেন। তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা আমাকে আদেশ করেছেন, আমি ফাতেমাকে যেন আলীর সাথে বিয়ে দেই।

ইসহাক (রহ.) দুর্বল সূত্রে আলী রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন। আলী রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু যখন ফাতিমা রাযিয়াল্লাহু আনহা কে বিয়ে করার ইচ্ছা করলেন তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, মোহরের সিংহভাগ টাকা দিয়ে সুগন্ধি ক্রয় করবে।

ইবনু আবু খাইসামা (রহ.) বর্ণনা করেছেন। আলী রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ফাতিমা রাযিয়াল্লাহু আনহা-কে চারশ আশি দিরহাম মোহর দিয়ে বিয়ে করেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই তৃতীয়াংশ দিরহাম সুগন্ধি কিনায় খরচ করতে আদেশ করেছেন।

ইবনে সা'আদ (রহ.) বর্ণনা করেছেন। মোহর দেয়ার জন্য আলী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তার একটি উট চারশ আশি দিরহামে বিক্রি করেছেন। তখন রাসূল (সা) তাকে বললেন, এর দুই তৃতীয়াংশ দিরহাম সুগন্ধি দ্রব্য কেনার ক্ষেত্রে ব্যয় করবে। আর বাকী এক তৃতীয়াংশ অন্যান্য আসবাব কেনার ক্ষেত্রে ব্যয় করবে।

১২৮

যারা ফাতেমা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) কে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার সর্বকনিষ্ঠ মেয়ে ফাতিমার বিয়ে আলী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর সাথে সুসম্পন্ন করেন। প্রথমে আবূ বকর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এবং উমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এ সৌভাগ্য হাসিলের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু তিনি চুপ থাকেন। এক বর্ণনায় আছে, তিনি বলেছিলেন, আমি আল্লাহর আদেশের অপেক্ষা করছি।

ইবনু আবু খায়সামা ও তাবরানী (রহ.) ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণনা করেন, ইবনে সাবিত বলেন- উমর ইবনে খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আবূ বকর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর কাছে এসে বললেন, আপনি অবশ্যই অবগত আছেন, ফাতেমা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) বিয়ের উপযুক্ত হয়েছে। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও তাঁর সুযোগ্য পাত্র খোঁজছেন। অতএব, আপনি এখনো কেন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে তাঁর বিয়ের পয়গাম পাঠাচ্ছেন না। আবূ বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁকে আমার কাছে বিয়ে দিবেন না। উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, আপনার কাছে বিয়ে দিবেন না তো কার কাছে দিবেন! আপনি হলেন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে অতীব সম্মানিত একজন ব্যক্তি। ইসলাম গ্রহণের ক্ষেত্রে রয়েছে আপনার অগ্রগণ্যতা।

উমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) -এর এ কথা শুনে আবূ বকর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) -এর ভেতর সাহস সঞ্চার হলো। তাই তিনি ছুটে যান আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) -এর বাড়িতে। তাকে গিয়ে বলেন, আয়েশা! তুমি যখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) -কে প্রফুল্ল ও আনন্দিত দেখবে তখন তাকে বলবে, আমি ফাতেমা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) -কে বিয়ে করতে চাই। আমার পক্ষ থেকে তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিবে।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) -তাঁর কাছে আসলে তিনি তাঁর বাবার হুকুমের তামীল করেন। তিনি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলেন, বাবা আমাকে আদেশ করেছেন, আমি যেন আপনার কাছে তার পক্ষ থেকে ফাতেমা (রাদিয়াল্লাহু আনহা)-এর বিয়ের প্রস্তাব দেই।

উত্তরে রাসূল ﷺ বললেন, যতক্ষণ এ ব্যাপারে ওহী অবতীর্ণ না হবে ততক্ষণ আমি এ ব্যাপারে কিছুই বলব না।

অত:পর আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর কাছে রাসূলের বক্তব্য জানতে আসলে তিনি রাসূলের বক্তব্য বলার পর বলেন, আমার মন এ প্রস্তাব দেয়ার পক্ষে সায় দেয়নি। তারপর আপনার হুকুমের তামীল করতে গিয়ে প্রস্তাব দিয়েছি।

ইয়াহয়া (রহ.) বলেন- আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু উমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর সাথে কথা বলা শেষ হলে রাসূল ﷺ-এর কাছে এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইসলাম প্রতিষ্ঠায় আমার ত্যাগ ও কুরবানীর কথা আপনার অজানা নয়। তিনি আরো কিছু বলতে চাইলেন। রাসূল ﷺ তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, তুমি কী বলতে চাও? তিনি বললেন, আমি ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা-কে বিয়ে করতে চাই। বিয়ের প্রস্তাব শুনে রাসূল ﷺ চুপ হয়ে গেলেন। মুখ ফিরিয়ে নিলেন তার থেকে। অবস্থা দৃষ্টে আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু দ্রুতপদে উমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু -এর কাছে ফিরে এসে বলতে লাগলেন, উমর! আমি ধ্বংস হয়ে গেছি। আমি ধ্বংস হয়ে গেছি। উমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, কী হয়েছে বলুন তো? আবূ বকর (রা) বললেন, রাসূল ﷺ-এর কাছে আমি ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা -এর বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলাম, রাসূল ﷺ আমার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন।

ইবনে সাবেত বলেন, উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মত তিনি ছুটে যান হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর বাড়ীতে। গিয়ে তাকে বলেন, হাফসা! তুমি যখন রাসূল (সা)-কে প্রফুল্ল ও আনন্দিত দেখবে তখন তাকে বলবে, আমি ফাতেমা (রা)-কে বিয়ে করতে চাই। আমার পক্ষ থেকে তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিবে।

রাসূল ﷺ তাঁর কাছে আসলে তিনি তাঁর বাবার হুকুমের তামীল করেন। তিনি রাসূল ﷺ-কে বলেন, বাবা আমাকে আদেশ করেছেন, আমি যেন আপনার কাছে তার পক্ষ থেকে ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা -এর বিয়ের প্রস্তাব দেই। উত্তরে রাসূল ﷺ বললেন, যতক্ষণ এ ব্যাপারে অহী অবতীর্ণ না হবে ততক্ষণ আমি এ ব্যাপারে কিছুই বলব না।

ইবনে সাবেত বলেন- উমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু রাসূল ﷺ-এর কাছে এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইসলাম প্রতিষ্ঠায় আমার ভূমিকা ও আপনার সংশ্রবের বিষয়ে

আপনি অবশ্যই অবগত আছেন। আমি .... আমি .... ইত্যাদি। তিনি আরো কিছু বলতে চাইলেন। রাসূল তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, তুমি কী বলতে চাও ? তিনি বললেন, আমি ফাতেমা-কে বিয়ে করতে চাই। বিয়ের প্রস্তাব শুনে মুখ ফিরিয়ে নিলেন তার থেকে।

উমর আবূ বকর -এর কাছে এসে বললেন, রাসূল এ ব্যাপারে আল্লাহর হুকুমের অপেক্ষা করছেন। কিছুক্ষণ পর তিনি আলী (রা)-এর কাছে গেলেন।

ইয়াহয়া (রহ.) বলেন, উমর আবূ বকর-এর কাছে ফিরে আসার পর তারা দুজন বললো, চলুন, আমরা আলী-এর কাছে যাই। তাকেও গিয়ে আমাদের মত বিয়ের প্রস্তাব দেয়ার কথা বলি।

আলী বলেন, রাস্তায় আমার সাথে তাদের সাক্ষাত হয়। তারা আমাকে রাসূল-এর কাছে ফাতেমা-এর বিয়ের প্রস্তাব দেয়ার আবেদন করে এবং তারা তাদের পুরো ঘটনা বর্ণনা করে।

আলী বলেন, আমি যখন বিয়ের প্রস্তাব দেয়ার ইচ্ছা করলাম, তখন মনে মনে ভাবলাম, আল্লাহর কসম, আমার কাছে তো কিছুই নেই, অথচ বিয়েতে কিছু না কিছু প্রয়োজন হওয়াই উচিত। কিন্তু তাঁর অনুগ্রহ, বিবেচনা, আমার প্রতি সদয় দৃষ্টি ও দয়ার ফলে সাহস সঞ্চার করে তাঁর দরবারে এ আবেদন পেশ করলাম।

আলী বলেন, আয়েশা ও হাফসা-এর মত আমার মধ্যস্থকারী কেউ না থাকায় আমি সরাসরী শরীরে চাদর জড়িয়ে রাসূল রাসূল-এর কাছে আসলাম।

ইয়াহয়া ইবনে আলা (রহ.) এর সূত্রে ইবনে আব্বাস -এর বর্ণিত হাদীসে আছে, বিয়ের আলোচনাকালীন একদিন আলী -এর সাথে সাদ ইবনে জাবাল -এর সাক্ষাত হয়। তখন তিনি আলী -কে বললেন, রাসূল-এর কাছে বিভিন্নজন ফাতেমা-এর বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে। ফাতেমা সকলের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে। আমার ধারণা, রাসূল (সা) আপনি ছাড়া অন্য কারো কাছে ফাতেমার বিয়ে দিবেন না। আপনি আমার ধারণাকে বিশ্বাসে রূপান্তরিত করুন। আলী বললেন, তা কীভাবে করবো। সাদ বললেন, আপনি রাসূল-এর কাছে উপস্থিত

হয়ে বলেন, আমি আল্লাহ ও তার রাসূল -এর কাছে ফাতেমার বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এসেছি।

আলী (রা) রাসূল -এর দরবারে যাওয়ার উদ্দেশ্যে বের হলেন। আলী (রা)-কে দেখা মাত্রই রাসূল (সা) বলে উঠেন, কি খবর আলী ? বিশেষ কোনো প্রয়োজনে এসেছ ? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা)-এর কাছে ফাতেমার বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এসেছি। রাসূল (সা) প্রস্তাবে তাকে মারহাবা জানান।

রাসূল -এর কাছ থেকে ফিরে সাদ -এর কাছে গিয়ে বললেন, আপনার আদেশ আমি পালন করেছি। অত:পর রাসূল যা বলেছেন তা তার কাছে বর্ণনা করেন। সাদ বললেন, রাসূল ফাতেমা (রা)-কে আপনার কাছেই বিয়ে দিবে।

ইবনে আব্বাস -এর বর্ণনায় আছে, সাদ বললেন, আল্লাহর কসম, তিনি ওয়াদা ভঙ্গ করেন না, মিথ্যা বলেন না। রাসূল আপনার কাছে ফাতেমা -এর বিয়ে দিবে।

আপনি অবশ্যই আগামীকাল রাসূল -এর কাছে গিয়ে বলবেন, আমার স্ত্রীকে আমার কাছে কখন সোপর্দ করবেন ? আলী বললেন, এ কথা আমি বলতে পারব না। সাদ বললেন, আমি যা বলছি তাই করুন। সাদ -এর কথা মুতাবিক আলী পরদিন রাসূলের কাছে গিয়ে বললেন, হে আল্লাহর নবী ! আমার স্ত্রীকে আমার কাছে কখন সোপর্দ করবেন ? রাসূল বললেন, রাতে ইনশাআল্লাহ। অত:পর রাসূল (সা) বললেন, তাকে মোহর দেয়ার মত তোমার কাছে কিছু আছে ? আলী (রা) বললেন, হ্যাঁ, আমার একটি ঘোড়া ও একটি যুদ্ধের বর্ম আছে। রাসূল (সা) বললেন, ঘোড়া তো তোমার লাগবে। সুতরাং তা বিক্রি না করে বর্মটি বিক্রি করে দাও।

আলী বলেন, রাসূল -এর কথা অনুসারে বর্মটি চারশ আশি দিরহাম বিক্রি করে রাসূল -এর কাছে এসে তার কোলে দিরহামগুলো রাখলাম। রাসূল -এর থেকে এক মুষ্টি দিরহাম নিয়ে বিলালকে দিয়ে বললেন, বিলাল ! এগুলো দিয়ে সুগন্ধি কিনে নিয়ে আস।

ইবনে সাবেত বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে দিরহাম থেকে তিন মুষ্টি দিরহাম উম্মে আয়মান রাদিয়াল্লাহু আনহা-কে দিয়ে বললেন, এক মুষ্টি দিয়ে সুগন্ধি কিনবে বাকী দিরহাম দিয়ে প্রসাধনী কিনবে। অত:পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের বিয়ের কাজ সম্পন্ন করেন।

ইবনে সাবেত বলেন, ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা সাজ-সজ্জা থেকে ফারেগ হলে আমি তাদেরকে আমাদের ঘরে প্রবেশ করালাম।

বুরাইদা রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর বর্ণিত হাদীসে আছে , বিয়ের পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী (রা)-কে বললেন, হে আলী ! বরকে তো ওলীমা করতে হয়। তখন সাদ বললেন, আমার একটি ভেড়া আছে। আর আনসারদের থেকে কয়েক সা' ভুট্টা জমা করে ওলীমার আয়োজন করা হবে।

১২৯

জামাতার উপহার

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর বিয়ের সময় তার জামাতাকে যে উপহার দিয়েছিলেন তা খুবই সাধারণ।

ইমাম আহমাদ (রহ.) উত্তম সূত্রে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল (সা) ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা-কে বিয়ের পর শ্বশুর বাড়ীতে পাঠানোর সময় নিম্নোক্ত দ্রব্যগুলো উপহার দিয়েছিলেন।

১. একটি লেপ।

২. একটি বালিশ, যার মধ্যে তুলার পরিবর্তে কোনো গাছের আঁশ ভর্তি ছিল।

৩. দুটি চাক্কি (যাঁতা)।

৪. একটি মশক

৫. দুটি মাটির কলস।

৬. ইয়াহয়া (রহ.)-এর হাদীসে আছে, একটি খাট।

৭. একটি পেয়ালা।

বালাযুরী (রহ.) আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, আমাদের ভেড়ার একটি মাত্র চামড়া ছিল। এর এক পাশে আমরা শুইতাম। আরেক পাশে ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর খামীরা তৈরী করত।

আবূ বকর বিন ফারিস (রহ.) জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, আলী ও ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর বাসর রাতের বিছানা ছিল ভেড়ার চামড়া।

ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা বিয়ের পর অত্যন্ত সাদামাটা জীবন-যাপন করতেন। আটা পিষা থেকে শুরু করে গৃহের সকল কাজই নিজে করতেন। একবার তিনি নিজের কাজের কিছুটা সাহায্যের জন্য পিতার কাছে একটি বাঁদী আবেদন করছিলেন। যামুরা বিন হাবীব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, পিতা তার আবেদন মঞ্জুর না করে ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে ঘরের ভিতরের কাজ আঞ্জাম দেয়ার কথা বললেন। আর আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে ঘরের বাহিরের কাজ আঞ্জাম দেয়ার কথা বললেন।

আহমাদ বিন মুনী (রহ.) আসমা বিনতে উমাইস রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে দূর্বল সূত্রে বর্ণনা করেন। ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর স্বামীগৃহে এতো গুরবত ছিল যে, একজন মেহমান আসলে তাকে আপ্যায়ন করার মত ব্যবস্থা ছিল না। ফাতেমা (রা) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে কয়েক সা' খেজুর দিয়ে বললেন, নববধূকে দেখার জন্য যদি আনসারী মহিলারা তোমার কাছে আসে, তাহলে এ দিয়ে তাদেরকে আপ্যায়ন কর।

তাবরানী (রহ.) মুসলিম ইবনে খালেদ আয-যানজী (রহ.)-এর সূত্রে জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন, জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ও ফাতেমা (রা) এদের বিয়েতে উপস্থিত ছিলাম। এর চেয়ে সুন্দর বিয়ে আমি জীবনে দেখিনি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের জন্য কিচমিচ ও খেজুর দিকে এক ধরনের খাবার তৈরী করলেন আমরা তা দেখেছি। তাদের বাসর রাতের বিছানা ছিল ভেড়ার চামড়া।

১৩০

ওলীমার আয়োজন

দুলাবী (রহ.) আসমা বিনতে উমাইস রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণনা করেন। আলী (রা) ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা -এর বিয়ের এমন এক অসাধারণ ওলীমা করেছিলেন, তৎকালীন সময়ে এর চেয়ে সমৃদ্ধ ও উত্তম ওলীমা ছিলো না।

ওলীমার আয়োজন করতে গিয়ে তার একটি বর্ম অর্ধ সা' যবের বিনিময়ে এক ইয়াহুদীর কাছে বন্ধক রাখতে হয়েছিলো।

তার ওলীমায় খাবারের ধরন ছিল কয়েক সা' খেজুর, যব ও সারীদ।

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর হাদীসে আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিলালকে ডেকে বললেন, বিলাল! আমি আমার মেয়ে ফাতেমাকে আমার চাচাতো ভাই আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু -এর কাছে বিয়ে দিয়েছি। আমি চাই বিয়ের সময় আমার উম্মত একটা খাবারের (ওলীমা) আয়োজন করুক।

বিলাল ! তুমি একটি বকরী ও চার বা পাঁচ মুদ যব নিয়ে আস। আর আমাকে একটি গামলা দাও। সকল মুহাজির ও আনসারকে দাওয়াত করে খাওয়াব। বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু আদেশ পালন করলেন, খাবারগুলো বড় একটি পাত্রে রেখে তা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে পেশ করলেন। রাসূল (সা) আঙ্গুল দিয়ে খাবারের মধ্যে গুতা দিয়ে বললেন, যাও, সুবিন্যস্তভাবে তা মানুষের মধ্যে পরিবেশন কর। কেউ যেন বাদ না পড়ে। আবার কেউ যেন দু'বার না পায়।

বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু অত্যন্ত সুচারুরূপে পরিবেশনের কাজ আঞ্জাম দিলেন। সবাইকে দেয়ার পর অতিরিক্ত খাবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কাছে নিয়ে আসলে রাসূল (সা) তাতে থুথু দিয়ে বরকতের দু'আ করে দিলেন এবং বললেন, এ গুলো উম্মাহাতুল মুমিনীনদের কাছে নিয়ে গিয়ে পেটপুরে খেতে বল।

১৩১

বাসর করার পূর্বে ফাতেমা -এর ঘরে নবী কারীম

তাবরানী (রহ.) বিশ্বস্ত সূত্রে আসমা বিনতে উমাইস থেকে বর্ণনা করেছেন। ফাতেমা -কে যখন তার স্বামী আলী ইবনে আবদুল মোত্তালিব -এর কাছে পাঠানো হয়। আমিও অন্যান্যদের সাথে আলী (রা)-এর ঘরে যাই। তখন তার ঘরে আসবাব বলতে ছিল, খেজুরের আঁশ ভর্তি একটি বালিশ, একটি কলসি ও একটি পানপাত্র। মেঝেতে বালি ছড়ানো ছিল।

ফাতেমা -কে আলী -এর কাছে পাঠানোর কিছুক্ষণ পর রাসূল (সা) এই বলে তার কাছে লোক পাঠালেন যে, আমি তোমার কাছে আগমন করা পর্যন্ত (মানবিক চাহিদা পূরণের উদ্দেশ্যে) তুমি তোমার স্ত্রীর নিকটবর্তী হবে না। সংবাদ পাঠানোর কিছুক্ষণ পর রাসূল আগমন করে পানির পাত্র চাইলেন। পানির পাত্র দেয়া হলো। তিনি তাতে বিসমিল্লাহ ও আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী যা পড়ার পর তা পড়ে ফুঁ দিলেন। অত:পর তা দিয়ে আলী -এর বক্ষ ও চেহারা মুছে দিলেন। অত:পর তিনি ফাতেমা (রা)-কে কাছে ডাকলেন। ফাতেমা এগিয়ে গেলেন। লজ্জার আভা তার চেহারায় ফুটে উঠল। রাসূল তাঁর গায়ে সে পানি ছিটিয়ে দিলেন। অত:পর তাকে আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী যা বলার তা বলে বললেন, আমি আমার আহালের সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তিটির কাছে তোমাকে বিয়ে দিয়েছি।

বুরাইদা -এর বর্ণিত হাদীসে আছে। রাসূল লোক মারফত পানি এনে তা দিয়ে প্রথমে উযূ করেন। অত:পর অতিরিক্ত পানি আলী -এর ওপর ঢেলে দিয়ে তাদের জন্য দু'আ করেন। ' হে আল্লাহ ! আপনি তাদের মাঝে ও তাদের সন্তানদির মাঝে বরকত দান করুন।'

আসমা বলেন, রাসূল পর্দার আড়াল থেকে কিংবা দরজার পেছন থেকে কালো রঙ্গ দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, এই তুমি কে ? আসমা বলল, আমি আসমা। রাসূল বললেন উমাইসের বেটি আসমা ! আমি বললাম, হ্যাঁ। কুমারী মেয়েদের বাসর হয় রাতে। এ ধরণের মেয়ে স্বামী-স্ত্রীর রাতের আচরণ সম্পর্কে অনভিজ্ঞ হয়। এই জন্য তাদের পাশে

একজন ভিজ্ঞ মহিলা থাকা দরকার, যাতে তার কোনো প্রয়োজন হলে তার শরানাপন্ন হতে পারে।

আসমা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, অত:পর তিনি আমার জন্য দু'আ করে আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে বললেন, তুমি তোমার স্ত্রীর কাছে যাও। অত:পর তিনি বের হয়ে গেলেন। তিনি হুজরায় প্রবেশের আগ পর্যন্ত চলার পথে তাদের জন্য দু'আ করেন।

১৩২

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক মহিলাদেরকে উৎসাহ প্রদান

ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু -এর বর্ণিত হাদীসে আছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলাদের কাছে গিয়ে বললেন, তোমরা অবশ্যই অবগত আছ, আমি আমার মেয়েকে চাচাতো ভায়ের কাছে বিয়ে দিচ্ছি। আমার কাছে তার মর্যাদা কত তাও তোমরা জান। তোমরা তার কাছে যাও। ফলে সকল মহিলা তার কাছে গেল। সুগন্ধি ও অলংকারাদি দিয়ে তারা তাকে সাজাল। অত:পর তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে ফাতেমা রাযিয়াল্লাহু আনহা -এর কাছে আসতে দেখে দ্রুতপদে বেরিয়ে গেল। ভেতরে থেকে গেল আসমা বিনতে উমাইস (রা)। রাসূল (সা) বললেন, তুমি কে ? আসমা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলল, আমি সেই মহিলা, যে আপনার মেয়েকে রাতে পাহারা দেয়ার ইচ্ছা করেছে। কেননা, বাসর রাতে কুমারী মেয়েদের পাশে একজন ভিজ্ঞ মহিলা থাকা আবশ্যক। যাতে তার প্রয়োজনে সে সাড়া দিতে পারে। অত:পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাতেমা রাযিয়াল্লাহু আনহা -কে উঁচু আওয়াজে ডাক দিলেন।

১৩৩

ফাতেমা ও আলী (রা)-এর জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা

ইয়াহয়া (রহ.) এর হাদীসে আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাতেমা রাযিয়াল্লাহু আনহা-কে বললেন, পানি নিয়ে আস। ফাতেমা রাযিয়াল্লাহু আনহা পানপাত্রে পানি ভরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কাছে নিয়ে আসেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাত্র থেকে পানি মুখে নিয়ে কুলি করে আবার তাতে রাখেন। অত:পর তিনি ফাতেমা রাযিয়াল্লাহু আনহা-কে দাঁড়াতে বললেন। ফাতেমা রাযিয়াল্লাহু আনহা দাঁড়ালে তিনি তার মাথায় এবং দুই স্তনের মধ্যবর্তী জায়গায়

পানি ছিটিয়ে দিয়ে এই দু'আ করলেন- ' হে আল্লাহ ! আমি তোমার কাছে বিতাড়িত শয়তান থেকে তার এবং তার সন্তানাদির আশ্রয় প্রার্থনা করছি ।' রাসূল ﷺ আবার বললেন, আমাকে অল্প পানি দাও । আলী (রা) বলেন, আমি তার উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে পানপাত্র ভরে তার কাছে পানি নিয়ে আসলাম । তিনি তাথেকে কিছু পানি মুখে নিয়ে কুলি করে আবার তাতে রাখেন । অত:পর সে পানি আমার মাথা ও আমার দুই স্তনের মধ্যবর্তী স্থানে ঢেলে দিয়ে এই দু'আ করেছেন-' হে আল্লাহ ! আমি তোমার কাছে বিতাড়িত শয়তান থেকে তার এবং তার সন্তানাদির আশ্রয় প্রার্থনা করছি ।' অত:পর তিনি আমাকে বললেন, আল্লাহর নাম নিয়ে এখন তুমি তোমার স্ত্রীর কাছে যাও ।

১৩৪

ফাতেমা (রা.) ছিলেন রাসূল ﷺ-এর সবচেয়ে প্রিয় মানুষ

তাবরানী (রহ.) সহীহ সূত্রে ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন- একদা রাসূল ﷺ আলী (রা.) ও ফাতেমা (রা.)-এর ঘরে প্রবেশ করলেন- তখন তারা দুজন বসে হাসাহাসি করছিল । তারা রাসূল ﷺ-কে দেখে চুপ হয়ে গেল । রাসূল ﷺ তাদেরকে বললেন, কী ব্যাপার নিয়ে তোমরা হাসাহাসি করছিলে । অত:পর আমাকে দেখে চুপ হয়ে গেলে ? ফাতেমা (রা) অগ্রে বেড়ে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল ! আপনার জন্য আমার জীবন কোরবান হোক ।' আলী (রা.) দাবি করছেন, তিনি আপনার কাছে আমার চেয়ে অধিক প্রিয় । আমার দাবি, আমি অধিক প্রিয় । এ কথা শুনে রাসূল (সা) মুসকি হাসলেন ।

উসামা বিন যায়েদ (রা.) থেকে বর্ণিত । রাসূল ﷺ বললেন, আহলে বাইতের মধ্যে ফাতেমা (রা.) আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় ।

তাবরানী (রহ.) আবূ হুরায়রা (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন । আলী ইবনে আবদুল মোত্তালিব (রা.) রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আপনার কাছে আমাদের মধ্যে কে অধিক প্রিয়- আমি না ফাতেমা ? রাসূল ﷺ বললেন, ফাতেমা আমার কাছে তোমার চেয়ে অধিক প্রিয় । আর তুমি আমার কাছে তার চেয়ে অধিক সম্মানিত ।

১৩৫

ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর সন্তুষ্টির মধ্যে রয়েছে আল্লাহর সন্তুষ্টি

আবূ সাঈদ আন-নিসাপুরী (রহ.) 'আশশারফ' গ্রন্থে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা -কে বলেছেন, হে ফাতেমা ! তুমি অসন্তুষ্ট হলে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন। আর তুমি সন্তুষ্ট হলে আল্লাহ সন্তুষ্ট হন।

১৩৬

সফরে যাওয়ার সময় সর্বশেষ সাক্ষাত

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরে যাওয়ার সময় সর্বশেষ সাক্ষাত করতেন ফাতেমা (রা)-এর সাথে এবং ফিরে আসার পর সর্বপ্রথম প্রবেশ করতেন তাঁর ঘরে। ইহা প্রমাণ করে, তার প্রতি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর মহব্বত ও রাসূল (সা)-এর কাছে তার অবস্থানের ওপর।

ইমাম আহমাদ (রহ.) ও বায়হাকী (রহ.) 'আশ-শুআব' এর মধ্যে সাওবান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরে যাওয়ার প্রাক্কালে সর্বশেষে ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর কাছে আসতেন। এবং সফর থেকে ফিরে এসে সর্বপ্রথম তার কাছে আসতেন।

আবূ উমর, আবূ সা'লাবা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করে বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধ বা সফর থেকে ফিরে এসে সর্বপ্রথম মসজিদে প্রবেশ করে দুই রাক'আত নামায পড়তেন। অত:পর ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর কাছে আসতেন।

১৩৭

ফাতেমা-এর ব্যাপারে রাসুল-এর আত্মমর্যাদা

তাবরানী (রহ.) আসমা বিনতে উমাইস থেকে বর্ণনা করেছেন। আসমা বলেন, একদা রাসূলকন্যা ফাতেমা-এর স্বামী আলী (রা) আমাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। এ সংবাদ ফাতেমা-এর কাছে পৌঁছলে তিনি রাসূল -এর কাছে গিয়ে বললেন, আলী আসমা -কে বিয়ে করার প্রস্তাব দিয়েছে। আসমা ও এতে সম্মত। রাসূল (সা) বললেন, আসমা (রা)-এর জন্য আল্লাহ ও তার রাসূল -কে কষ্ট দেয়া উচিত হবে না।

তাবরানী (রহ.) 'আল-মাআজিমুস সালাসাহ' গ্রন্থে ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন- ফাতেমা আলী -এর বৈবাহিক বন্ধনে থাকাবস্থায় আলী আবূ জাহেলের মেয়ের বিয়ের পয়গাম পাঠিয়ে ছিলেন। রাসূল এই সংবাদ শুনে অনেক কষ্ট পান। তিনি আলী (রা)-কে বলেন, তুমি যদি তাকে বিয়ে করতে চাও, তাহলে আমাদের কন্যাকে আমাদের কাছে ফিরিয়ে দাও। কারণ, একই ব্যক্তির অধীনে আল্লাহর রাসূল -এর কন্যা ও আল্লাহর শত্রুর কন্যা একত্রিত হতে পারে না।

১৩৮

রাসূল -এর সাথে তার সাদৃশ্যতা

ইমাম আবূ দাউদ, তিরমিযী ও নাসায়ী (রহ.) আয়েশা থেকে বর্ণনা করেছেন। আয়েশা বলেন, আমি উঠাবসা, কথাবার্তা ও রীতিনীতির দিক থেকে রাসূল -এর সাথে ফাতেমা-এর চেয়ে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ অন্য কাউকে দেখি নাই।

ইবনে হিব্বান (রহ.) বর্ণনা করেছেন, আয়েশা বলেন, কথাবার্তার দিক দিয়ে রাসূল -এর সাথে ফাতেমা -এর চেয়ে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ অন্য কাউকে দেখি নাই।

ফাতেমা যখন রাসূল -এর কাছে আসতেন রাসূল দাঁড়িয়ে তাকে স্বাগত জানিয়ে গ্রহণ করতেন। রাসূল তাঁর হাত ধরে নিজ আসনে বসাতেন। তেমনি রাসূল ও যখন তার ঘরে যেতেন ফাতেমা

(রা)ও দাঁড়িয়ে মারহাবা জানিয়ে তাকে গ্রহণ করতেন। রাসূল ﷺ -এর হাত ধরে তার আসনে বসাতেন।

এক দিনের ঘটনা : রাসূল ﷺ তখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত। ফাতেমা (রা) তার নিকটে গেলে রাসূল ﷺ কানে কানে তাকে কিছু বললে তিনি কেঁদে ফেললেন। কিছুক্ষণ পর রাসূল ﷺ তার কানে আরো কিছু কথা বললেন, এতে তিনি হেসে দিলেন।

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আমার ধারণা ছিল, সাধারণ মানুষের ওপর ফাতেমা (রা)-এর কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। এখন তো দেখি, তিনিও তাদের মতই। কারণ, তিনি একই সময় কাঁদছেন আবার হাসছেন। রাসূল ﷺ-এর মৃত্যুর পর তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, রাসূল ﷺ যখন আমাকে গোপনে বললেন, অচিরেই তিনি মৃত্যুবরণ করবেন। এ কথা শুনে আমি কেঁদে ফেলি। কিছুক্ষণ পর যখন গোপনে আমাকে বলে- তার আহলে বাইতের মধ্যে সর্বপ্রথম তার সাথে আমার স্বাক্ষাত হবে। এ কথা শুনে আনন্দে আমি হেসে উঠি।

১৩৯

তিনি জান্নাতী রমণীদের সরদার

আবূ সাঈদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন। রাসূল ﷺ বলেছেন- হাসান, হুসাইন (রা) হবে জান্নাতী যুবকদের সরদার। আর ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা মারইয়াম বিনতে ইমরানের পর জান্নাতী রমণীদের সরদার হবে।

তাবরানী (রহ.) 'আলআউসাত' এবং 'আলকাবীর' গ্রন্থে ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। রাসূল ﷺ বলেছেন- মারয়াম বিনতে ইমরান এরপর জান্নাতী নারীদের সরদার হবে ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা, খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা অত:পর আসিয়া।

তাবরানী (রহ.) মুহাম্মদ বিন মারওয়ান আয-যুহালী (রহ.) থেকে বিশ্বস্ত বর্ণনাকারীদের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, আসমানের একজন ফেরেশ্‌তা আমাকে কখনো দর্শন করে নাই। ফলে আমার যিয়ারতের জন্য সে তার প্রভুর কাছে অনুমতি প্রার্থনা করল। তার প্রভু তাকে অনুমতি দিলে সে এসে আমাকে সুসংবাদ দিল- ফাতেমা (রা) আমার উম্মতের নারীকুলের সরদার হবে।

১৪০

বাবার খাতিরে কন্যার শ্রেষ্ঠত্ব লাভ

তাবরানী (রহ.) আইয়ূব রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূল (রা) ফাতেমা রাযিয়াল্লাহু আনহা-কে সম্বোধন করে বলেছেন, একজন নবী আছেন যিনি নবীদের মধ্যে সর্বোত্তম। তিনি হচ্ছেন, তোমার বাবা।

তাবরানী (রহ.) সহীহ সূত্রে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণনা করেছেন। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর পর ফাতেমা রাযিয়াল্লাহু আনহা-এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও উত্তম কাউকে আমি দেখি নাই।

১৪১

তিনি ছিলেন সর্বাধিক সত্যবাদী

আবু ইয়ালা (রহ.) সহীহ সূত্রে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণনা করেছেন। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আমি কখনো ফাতেমা রাযিয়াল্লাহু আনহা -এর জন্মদাতা ছাড়া ফাতেমা রাযিয়াল্লাহু আনহা -এর চেয়ে অধিক সত্যবাদী কাউকে দেখিনি।

১৪২

সহনশীলতার সাথে নিজের কাজ নিজে আঞ্জাম দান

আবু ইয়ালা (রহ.) সহীহ বিশ্বস্ত সূত্রে আলী রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন। আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি আমার মা ফাতেমা বিনতে আসাদ রাযিয়াল্লাহু আনহা -কে বললাম, আমি আমার স্ত্রী ফাতেমা বিনতে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য (ঘরের বাহিরের কাজ যেমন) কূয়া থেকে পানি উঠানো, প্রয়োজনে বাহিরে যাওয়া (ইত্যাদি) এর জন্য যথেষ্ঠ। আর সে তোমার জন্য ঘরের অভ্যন্তরের কাজ (যেমন) আটা পিষা, খামিরা তৈরী করা (ইত্যাদি) এর জন্য যথেষ্ঠ।

তাবরানী (রহ.) বিশ্বস্ত রাবীদের সূত্রে বর্ণনা করেছেন- ইমরান ইবনে হুসাইন রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কাছে বসা ছিলাম। ফাতেমা (রা) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসে তার বরাবর দাঁড়ালেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, হে ফাতেমা! নিকটে আস। ফাতেমা একটু নিকটে আসলেন,।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার বললেন, ফাতেমা ! নিকটে আস। ফাতেমা (রা) আরেকটু নিকটে গেলেন। পুনরায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ফাতেমা! আরো নিকটে আস। ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা একেবারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সামনে এসে দাঁড়ালেন।

ইমরান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, আমি ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর চেহারা (ক্ষুধার কারণে) হলুদ বর্ণ হয়ে যেতে দেখেছি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এগিয়ে গিয়ে আঙ্গুলের মাঝে ফাঁকা করে তার হাতলীকে ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা -এর বুকের মাঝে রাখলেন। অত:পর মাথা উঁচু করে দু'আ করলেন-

' হে ক্ষুধার্তকে পরিতৃপ্তকারী আল্লাহ ! হে প্রয়োজন পূরণকারী আল্লাহ ! হে অবস্থা পরিবর্তনকারী আল্লাহ ! তুমি মুহাম্মাদকন্যা ফাতেমাকে কখনো ক্ষুধার্ত রাখিও না।

ইমরান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, আমি দু'আর পর ফাতেমার চেহারা থেকে ক্ষুধার হলুদ বর্ণ দূর হয়ে যেতে দেখেছি। পরে আমি তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেছেন- এরপর আমি কখনো ক্ষুধার্ত হয়নি।

১৪৩

বিশেষ আমল

ইমাম আহমাদ (রহ.) উত্তম সনদে বর্ণনা করেছেন, একদা আলী (রা) ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা-কে বললেন, কুপ থেকে পানি উঠাতে উঠাতে আমার বুকে ব্যথা সৃষ্টি হয়েছে। তোমার বাবাকে আল্লাহ তা'আলা কিছু যুদ্ধবন্দী গোলাম দিয়েছেন। অতএব তুমি তার কাছে গিয়ে একজন খাদিম চাও। ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন, আটা পিষতে পিষতে আমার হাতেও ফোসকা পড়ে গেছে। হাতের চামড়া মোটা হয়ে গেছে।

প্রয়োজন অনুভব করে ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দেখে বললেন, মা ফাতেমা ! কী জন্যে এসেছ? ! ফাতেমা (রা) বললেন, আপনাকে সালাম দেয়ার জন্য ইয়া রাসূলাল্লাহ ! লজ্জায় খাদেম

না চেয়ে বাড়ি ফিরে আসেন। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কী ব্যবস্থা করে এসেছ ? ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহা বললেন, খাদেম চাইতে লজ্জা পাওয়ায় না চেয়ে বাড়ি ফিরে এসেছি।

আলী রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, অত:পর আমরা দু'জন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কাছে এসে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! কূয়া থেকে পানি উঠাইতে উঠাইতে আমার বুকে ব্যাথা সৃষ্টি হয়েছে। ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আটা পিষতে পিষতে আমার হাতে ফোসকা পড়ে গেছে। আল্লাহ তা'আলা আপনাকে যুদ্ধবন্দী গোলামদল ও সামর্থ্য দিয়েছেন। সুতরাং আমাদেরকে একজন খাদেম দিন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ক্ষুধার কারণে আহলে সুফ্ফার পেট গুটে গেছে। তাদের ওপর খরচ করার মত আমি কিছু পাচ্ছিলাম না। (অত:পর আল্লাহ তা'আলা আমাকে এ গোলাম দল দিয়েছেন।) তাদেরকে রেখে আমি তোমাদেরকে দিব না বরং এগুলো বিক্রি করে এর মূল্য তাদের ওপর খচর করব। এ কথা শুনে তারা ফিরে গেল। কিছুক্ষণ পর রাসূল (সা) তাদের ঘরে আসেন তখন তারা তাদের মখমলে ঢুকে গেছে। (মখমলের অবস্থা এমন ছিল যে,) মাথা ঢাকতে গেলে পা বের হয়ে যেত, পা ঢাকলে মাথা বের হয়ে যেত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দেখে তারা উঠতে উদ্যত হলো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা নিজ নিজ অবস্থানে থাক। অত:পর বলেছেন, আমি কি তোমাদেরকে অবহিত করবো না, তোমরা যা চেয়েছ তার চেয়ে উত্তম জিনিসের ? তারা বলল, হ্যাঁ। অত:পর তিনি বলেছেন, এমন কতিপয় কালিমা আছে, যা জিবরাঈল আমাকে শিখিয়েছে। অত:পর বলেছেন, প্রত্যেক নামাযের পর ১০ বার সুবহানাল্লাহ, ১০ আলহামদুলিল্লাহ ও ১০ বার আল্লাহু আকবার বলবে। আর যখন বিছানায় আশ্রয় নিবে তখন ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ আলহামদুলিল্লাহ ও ৩৪ বার আল্লাহু আকবার বলবে।

আলী রাদিআল্লাহু আনহা বলেন, আল্লাহর শপথ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেগুলো আমাকে শিখানোর পর থেকে আমি তা কখনো ছাড়ি নাই।

আলী বলেন, ইবনুল কাওয়া তাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, সিফ্ফীনের রাতেও ছাড়েন নাই। তিনি বলেছিলেন, হে ইরাকবাসী ! আল্লাহ তোমাদের ধ্বংস করুন। সিফ্ফীনের রাতেও না।

১৪৪

ফাতেমা রাযিয়াল্লাহু আনহা ও তার সন্তানাদির জীবিকার সংকীর্ণতা

তাবরানী (রহ.) হাসান সূত্রে বর্ণনা করেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা ফাতেমা (রা)-এর ঘরে এসে বললেন, আমার নাতিদ্বয় হাসান-হুসাইন কোথায় ? ফাতেমা রাযিয়াল্লাহু আনহা বললেন, আমরা আজ এমতাবস্থায় সকাল করেছি যে, ঘরে খাওয়ার মত কিছুই নেই। এ শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী রাযিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে বললেন, এদেরকে তুমি নিয়ে যাও। কেননা, আমার আশঙ্কা হচ্ছে, সে তোমার ওপর কান্না করবে। অথচ তোমার কাছে তাকে দেয়ার মত কিছুই নেই। এ বলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গেলেন এক ইয়াহুদীর কাছে। তিনি ফিরে এসে দেখেন হাসান-হুসাইন জলপ্রবাতের কাছে খেলা করছে। তাদের হাতে খেজুরের বিচি। আলী রাযিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু -কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আলী ! রৌদ্র প্রখর হওয়ার পূর্বে আমার নাতিদ্বয়কে ফিরিয়ে নিবে না ? আলী রাযিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বললেন, আমরা আজ এমতাবস্থায় সকাল করেছি যে, ঘরে খাওয়ার মত কিছুই নেই। ইয়া রাসূলাল্লাহ ! দয়া করে যদি একটু অপেক্ষা করেন, তাহলে আমি ফাতেমা (রা)-এর জন্য কিছু খেজুর জমা করতে পারব। অতঃপর কিছু খেজুর জমা করে তা একটি থলেতে ভরে বাড়ি ফিরে আসেন।

হাসান-হুসাইন রাযিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু -এর একজনকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বহন করেন। অপর জনকে আলী রাযিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের দু'জনকে চুমু খান।

ইমাম আহমাদ (রহ.) আনাস রাযিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণনা করেন। একদা বিলাল (রা) ফজরের নামাযে আসতে বিলম্ব করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করেন, বিলাল ! কী কারণে তুমি আজ ফজরের নামাযে আসতে বিলম্ব করেছ ? তিনি বললেন, ফাতেমা রাযিয়াল্লাহু আনহা -এর ঘরের পাশ দিয়ে আসছিলাম। ফাতেমা (রা) তখন আটা ফিষতে ছিল। আর বাচ্চা কান্না করছিল। আমি তাকে

বললাম, তোমার আপত্তি না হলে আমি যাঁতাকল চালাই আর তুমি বাচ্চা দেখ। অথবা তুমি যাঁতাকল চালাও আর আমি বাচ্চা দেখি। ফাতেমা (রা) বললেন, আমি সন্তানের প্রতি তোমার চেয়ে অধিক সদয়। অতএব, তুমি যাঁতাকল চালাও, আমি বাচ্চা দেখি। ইয়া রাসূলাল্লাহ ! এ কারণে বিলম্ব হয়েছে।

১৪৫

জানাযার নামাযে ইমাম

ফাতেমা রাযিআল্লাহু আনহা -এর মৃত্যু, মৃত্যুর পর করণীয় সম্পর্কে আসমা বিনতে উমাইস রাযিআল্লাহু আনহা -কে তার অসিয়ত, তার জানাযার নামাযে ইমাম, তার কবরের অবস্থান ও কবরে কে অবতরণ করেন।

ইমাম বুখারী (রহ.) আয়েশা রাযিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণনা করেছেন। আয়েশা (রা) বলেন, ফাতেমা রাযিআল্লাহু আনহা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মৃত্যুর ছয় মাস পর ইন্তিকাল করেন। অপর বর্ণনায় আছে, ফাতেমা রাযিআল্লাহু আনহা ২১ হিজরী সনের ৩ রমযান মঙ্গলবার রাতে ইন্তিকাল করেন। তার স্বামী আলী রাযিআল্লাহু তা'য়ালা আনহু তাকে রাতে দাফন করেন।

তাবরানী (রহ.) আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আকীল (রহ.) থেকে ইনকিতা সূত্রে বর্ণনা করেছেন। ফাতেমা রাযিআল্লাহু আনহা যখন মুমূর্ষ অবস্থায় উপস্থিত হন তিনি আলী রাযিআল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে গোসলের ব্যবস্থা করতে বলেন। আলী (রা) গোসলের ব্যবস্থা করলে তিনি গোসল করে পূত-পবিত্র হন। অতঃপর তিনি কাফনের কাপড় আনতে বলেন। মোটা অমসৃণ কাপড় আনা হলে তিনি তা পরিধান করেন এবং হানুত ব্যবহার করেন। অতঃপর তিনি আলী রাযিআল্লাহু তা'য়ালা আনহু -কে আদেশ করেন, তার মৃত্যুর পর যেন তার আওরাত প্রকাশ না করা হয় এবং পরিধেয় কাপড়সহ তাকে দাফন করা হয়।

১৪৬

মৃত্যুর পূর্বে ফাতেমা রাযিআল্লাহু আনহা-এর অসিয়ত

ইমাম আহমাদ (রহ.) দুর্বল সূত্রে উম্মে সালমা রাযিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণনা করেছেন। উম্মে সালমা রাযিআল্লাহু আনহা বলেন, ফাতেমা যখন মরণব্যাধিতে আক্রান্ত হন তখন আমি তার সেবা-শুশ্রুষা করতাম। একদা আলী রাযিআল্লাহু তা'আলা আনহু বিশেষ প্রয়োজনে বাইরে যান, ফলে ফাতেমা রাযিআল্লাহু আনহা আমাকে বললেন, হে উম্মাহ ! আমার জন্য গোসলের পানির ব্যবস্থা কর। আমি গোসলের পানির ব্যবস্থা করলে তিনি সে পানি দিয়ে এতো সুন্দর করে গোসল করলেন যে, ইতোপূর্বে আমি তাকে এতো সুন্দর করে গোসল করতে দেখিনি। অতঃপর তিনি বললেন, হে উম্মাহ ! আমার নতুন কাপড়গুলো আমাকে দাও। আমি তাকে দিলাম। তিনি তা পরলেন। অতঃপর বললেন, হে উম্মাহ ! আমার বিছানাটা ঘরের মাঝে আন। আমি আনলাম। তিনি গালের নীচে হাত রেখে তাতে কিবলামুখী হয়ে শুইলেন। অতঃপর বললেন, হে উম্মাহ ! আমি কিছুক্ষণের মধ্যে মারা যাব। আমি পবিত্রতা হাসিল করেছি। সুতরাং মৃত্যুর পর গোসলের জন্য আমাকে যেন কেউ প্রকাশ না করে। এ বলে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। আলী রাযিআল্লাহু তা'আলা আনহু ঘরে ফিরে আসলে আমি তাকে তা অবহিত করি।

১৪৭

ফাতেমা রাযিআল্লাহু আনহা-এর অসিয়ত

আবূ নুআইম (রহ.) ফাতেমা রাযিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণনা করেছেন। মৃত্যুর পূর্বে ফাতেমা রাযিআল্লাহু আনহা আসমা রাযিআল্লাহু আনহা কে বলেছিলেন, হে আসমা ! মৃত্যুর পর মহিলাদেরকে গোসল দেয়ার প্রচলিত পদ্ধতি ; মহিলাদের ওপর একটি কাপড় ছুড়ে ফেলে তার গুণাগুণ বর্ণনা করা হয় তা আমার পছন্দনীয় না। আসমা রাযিআল্লাহু আনহা বলেন, হে রাসূলকন্যা ! আমি কি আপনাকে ঐ পদ্ধতিটি দেখাব যা আমি হাবশায় দেখেছি। এ বলে তিনি একটি খেজুরের ডাল

নিয়ে মাটিতে গাড়েন। অতঃপর এ ডালের ওপর কাপড় ছড়িয়ে দেন। ইহা দেখে ফাতেমা রাযিআল্লাহু আনহা বলেন, এ পদ্ধতিটি কতইনা সুন্দর ও উত্তম ! এতে মহিলার শারীরিক গঠন বুঝা যায় না। আমার মৃত্যুর পর তুমি আর আলী রাযিআল্লাহু তা'আলা আনহু আমাকে গোসল দিবে। অন্য কাউকে আমার কাছে আসতে দিবে না। অত:পর আমার বেলায়ও উক্ত পদ্ধটিও গ্রহণ করবে।

অসিয়ত মুতাবিক তার মৃত্যুর পর আসমা ও আলী রাযিআল্লাহু তা'আলা আনহু তাকে গোসল দানের পর উক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়।

১৪৮

জাহান্নামের শাস্তি হারাম করেছেন

তাবরানী (রহ.) 'আল কাবীর' গ্রন্থে ইবনে আব্বাস রাযিআল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বিশ্বস্ত সূত্রে বর্ণনা করেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ফাতেমা রাযিআল্লাহু আনহা তার লজ্জাস্থান হেফাজত করেছে। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাকে ও তার সন্তানাদিকে জাহান্নামের ওপর হারাম করেছেন।

আকিলী (রহ.)-এর ওপর বৃদ্ধি করে বলেছেন, এটা হাসান-হুসাইন এবং তার সন্তানাদির মধ্যে যারা আল্লাহর আনুগত্য করবে।

অপর বর্ণনায় এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাতেমা রাযিআল্লাহু আনহা-কে বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা তোমাকে এবং তোমার সন্তানকে শাস্তি দিবেন না।

১৪৯

হাশরের মাঠে তার অবস্থা

রাসূল ﷺ বলেছেন, কিয়ামত দিবসে আরশের অভ্যন্তর থেকে এক ঘোষণাকারী ঘোষণা করবে, হে সমবেত লোক সকল ! তোমরা তোমাদের দৃষ্টি ও মাথা অবনত রাখ, মুহাম্মাদকন্যা ! ফাতেমা জান্নাতে পৌছা পর্যন্ত ।

◆ ◆ ◆

৩৯.	আপনিও হতে পারেন বিশ্বের সবচেয়ে সুখী নারী -আয়িদ আল ক্বরনী	১৫০
৪০.	রিয়াযুস সালেহীন	
৪১.	আল্লাহর ৯৯টি নামের ফযীলত	
৪২.	রাসূল (সা)-এর গুণবাচক নাম	
৪৩.	রাসূল (সা)-এর ২০০টি সোনালী উপদেশ	
৪৪.	ঈমানের ৭৭টি শাখাসমূহ	
৪৫.	যে গল্প প্রেরণা যোগায়-১ ,২,৩	
৪৬.	শব্দে শব্দে আল্লাহ ও রাসূল (সা)-এর শিখানো দু'আ	
৪৭.	রাসূল (সা)-এর সাথে একদিন (প্রকাশ. মাকতাবাতুস দারুস সালাম)	

ডা. জাকির নায়েক লেকচার সিরিজ

ক্র/নং বইয়ের নাম	মূল্য	ক্র/নং বইয়ের নাম	মূল্য
১. বিভিন্ন ধর্মে আল্লাহ সম্পর্কে ধারণা	৪৫	১৮. ধর্মগ্রন্থসমূহের আলোকে হিন্দু ধর্ম এবং ইসলাম	৫০
২. ইসলাম ও হিন্দু ধর্মের সাদৃশ্য	৫০	১৯. আল কুরআন বুঝে পড়া উচিত	৫০
৩. ইসলামের ওপর ৪০টি অভিযোগ	৬০		
৪. প্রশ্নোত্তরে ইসলামে নারীর অধিকার-	৫০	২০. মিডিয়া এন্ড ইসলাম	৫৫
৫. আল কুরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান	৫০		
৬. কুরআন কি আল্লাহর বাণী?	৫০	২১. পোশাকের নিয়মাবলি	৪০
৭. ইসলাম সম্পর্কে অমুসলিমদের কিছু সাধারণ প্রশ্নের জবাব	৫০	২২. ইসলাম কি মানবতার সমাধান?	৬০
৮. মানব জীবনে আমিষ খাদ্য বৈধ না নিষিদ্ধ?	৪৫	২৩. বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে মুহাম্মদ ﷺ	৫০
৯. ইসলামের কেন্দ্র বিন্দু	৫০	২৪. ইসলাম এবং সেকিউল্যারিজম	৫০
১০. সন্ত্রাসবাদ ও জিহাদ	৫০	২৫. যিশু কি সত্যই ক্রুশ বিদ্ধ হয়েছিল?	৫০
১১. বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব	৫০	২৬. সিয়াম : আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর রোযা	৫০
১২. কেন ইসলাম গ্রহণ করছে পশ্চিমারা?	৫০	২৭. আল্লাহ'র প্রতি আহ্বান তা না হলে ধ্বংস	৪৫
১৩. সন্ত্রাসবাদ কি শুধু মুসলমানদের জন্য প্রযোজ্য?	৫০	২৮. মুসলিম উম্মাহর ঐক্য	৫০
১৪. বিজ্ঞানের আলোকে বাইবেল ও কুরআন	৫০	২৯. জ্ঞানার্জন : জাকির নায়েক স্কুল পরিচালনা করেন যেভাবে	৫০
১৫. সুদমুক্ত অর্থনীতি	৫০	৩০. ঈশ্বরের স্বরূপ ধর্ম কী বলে?	৫০
১৬. সালাত : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামায	৬০	৩১. মৌলবাদ বনাম মুক্তচিন্তা	৪৫
১৭. ইসলাম ও খ্রিস্ট ধর্মের সাদৃস্য	৫০	৩. আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য	৫০

ডা. জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র-২০১৪

অচিরেই বের হতে যাচ্ছে .....

ক. মহিলা সম্পর্কে আল কুরআনে ২৫ সূরা খ. রাসূল (সা)-এর মু'জেযা গ. গোল্ডেন ইউজফুল ওয়ার্ড ঘ. রাসূল (সা)-এর অজিফা, ঙ. চল্লিশ হাদীস, চ. তওবা ও ক্ষমা, ছ. আপনার শিশুদের লালন-পালন করবেন যেভাবে জ. মক্কা ও মদীনার ইতিহাস ঝ ঞ. আসহাবে কাহফ, ট. চার খলিফা ঠ. ইসলামী সাধারণ জ্ঞান

ড. ক্বাসাসুল আম্বিয়া ঢ. আল কুরআনুল কারীমের বিধি-বিধানের পাঁচ'শ আয়াত,

পিস পাবলিকেশনের বইসমূহ

ক্র/নং	বইয়ের নাম	মূল্য
১.	THE GLORIOUS QURAN (আরবি, বাংলা, ইংরেজি)	১২০০
২.	VOCABULARY OF THE HOLY QURAN	২০০
৩.	বিষয়ভিত্তিক আল কুরআনের অভিধান	১২০০
৪.	আল কুরআনের অভিধান (লুগাতুল কুরআন)	২২৫
৫.	**Leadership** (নেতৃত্ব প্রদান) -সুলাইমান বিন আওয়াদ ক্বিমান	২২৫
৬.	কিতাবুত তাওহীদ -মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওহাব	১৫০
৭.	বিষয়ভিত্তিক সিরিজ- ১কুরআন ও হাদীস সংকলন -মো: রফিকুল ইসলাম	৪০০
৮.	লা-তাহযান হতাশ হবেন না -আয়িদ আল ক্বরনী	৪০০
৯.	বুলূগুল মারাম -হাফিয ইবনে হাজার আসক্বালানী (রহ:)	৫০০
১০.	শব্দে শব্দে হিসনুল মুমিনীন -সাঈদ ইবনে আলী আল-কাহতানী	৯০
১১.	রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাসি-কান্না ও যিকির -মোঃ নূরুল ইসলাম মণি	২১০
১২.	নামাজের ৫০০ মাসয়ালা -ইকবাল কিলানী	১৬০
১৩.	মুত্তাফাকুন আলাইহি	৯০০
১৪.	৩৬৫ দিনের ডায়েরী- কুরআন হাদীস ও দুয়া -মো ঃ রফিকুল ইসলাম	২৫০
১৫.	সহীহ আমলে নাজাত	২২৫
১৬.	রাসূল ﷺ-এর প্র্যাকটিকাল নামায -মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম আততুওয়াইজিরী	২২৫
১৭.	রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্ত্রীগণ যেমন ছিলেন -মুয়াল্লীমা মোরশেদা বেগম	১৪০
১৮.	বিবাহ ও তালাকের বিধান -মুহাম্মদ ইকবাল কিলানী	২২৫
১৯.	রাসূল ﷺ-এর ২৪ ঘন্টা -মো : নূরুল ইসলাম মণি	৪০০
২০.	নারী ও পুরুষ ভুল করে কোথায় -আল্ বাহি আল্ খাওলি	২১০
২১.	জান্নাতী ২০ (বিশ) রমণী -মুয়াল্লীমা মোরশেদা বেগম	২০০
২২.	জান্নাতী ২০ (বিশ) সাহাবী -মো : নূরুল ইসলাম মণি	২০০
২৩.	রাসূল ﷺ সম্পর্কে ১০০০ প্রশ্ন -সাইয়্যেদ মাসুদুল হাসান	১৪০
২৪.	সুখী পরিবার ও পারিবারিক জীবন -মুয়াল্লীমা মোরশেদা বেগম	২২০
২৫.	রাসূল ﷺ-এর লেনদেন ও বিচার ফয়সালা -মো: নূরুল ইসলাম মণি	২২৫
২৬.	জান্নাত ও জাহান্নামের বর্ণনা -ইকবাল কিলানী	২২৫
২৭.	মৃত্যুর পর অনন্ত যে জীবন (মৃত্যুর আগে ও পরে) -ইকবাল কিলানী	২২৫
২৮.	দাম্পত্য জীবনে সমস্যাবলীর ৫০টি সমাধান - আব্দুল হামীদ ফাইজী	১২০
২৯.	ইমলামী দিবসসমূহ ও কার চাঁন্দের ফযিলত - মুফতি মুহাম্মদ আবুল কাসেম	১৮০
৩০.	দোয়া কবুলের শর্ত -মো: মোজাম্মেল হক	৯০
৩১.	লোকমান (আ.)-এর উপদেশ হে আমার সন্তান ! -মো: রফিকুল ইসলাম	১৩০
৩৩.	ফেরেশতারা যাদের জন্য দোয়া করেন -ড. ফযলে ইলাহী (মক্কী)	৭৫
৩৪.	জাদু টোনা, জ্বীনের আছর, ঝাঁর-ফুঁক, তাবীজ কবজ -আবুল কাসেম গাজী	১৬০
৩৫.	আল্লাহর ভয়ে কাঁদা -শায়খ হুসাইন আল-আওয়াইশাহ	৯০
৩৬.	আল-হিজাব পর্দার বিধান -মোহাম্মদ নাছির উদ্দিন	১২০
৩৭.	মদিনা সনদ ও বাংলাদেশের সংবিধান -মো: রফিকুল ইসলাম	১৪০
৩৮	পরিবেশ ও স্বাস্থ্য বিজ্ঞানে মুহাম্মদ (স) -মাওঃ আ: ছালাম মিয়া	২৫০

পিস পাবলিকেশন

৩৮/৩ কম্পিউটার মার্কেট (২য় তলা)
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।
Mobile : 01715-768209, 01911-005795
Web : www.peacepublication.com
E-mail : peacerafiq56@yahoo.com

ISBN 978-984-8885-45-1